মমতার ঋণশোধ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক—শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
কৃত্তিকা প্রেস
১৭এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।
১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

এক টাকা।

কৃত্তিকা প্রেসে
শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৭এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।

মন্তব্য।

বলিবার বিশেষ কিছুই নাই,—ক্ষুদ্রের আবার বক্তব্য কি? এই উপন্যাসখানি আমার স্ফুটনোন্মুখ উদ্যমের ফল,—অপরিণত মস্তিষ্কের প্রথম রচনা; সুতরাং, ত্রুটী-বিচ্যুতির অসদ্ভাব নাই। তবে শৈশবের স্মৃতি যেমন মধুর—এখানিও আমার নিকট তেমনই মধুর বলিয়া বোধ হয়। আবার অনেক স্থলে নিজের মধুর লাগিলে, অপরেরও তাহাতে মাধুর্য্যের সন্ধান মিলে,—অন্ততঃ, আংশিকও মিলে। হয়ত, আমার ধারণা ভ্রান্ত,—সকলের পক্ষে ইহা খাটে না। তাঁহাদের নিকট আমার বক্তব্য,—এই গ্রন্থে আমার আন্তরিকতা আছে। বিশেষতঃ, আজ এই উপন্যাস-প্লাবিত দেশে, সফরীর ফর্ফরও পাঠক-পাঠিকার সহৃদয়তায় ও সাচ্ছল্যে নিতান্ত উপেক্ষিত হইতেছে না,—ইহাও আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে নিতান্ত কম ভরসার বিষয় নহে। ভগবান যদি দিন দেন এবং এই ক্ষুদ্র উপন্যাসে যদি মুষ্টিমেয় পাঠক-পাঠিকারও কথঞ্চিৎ চিত্ত-বিনোদন করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে, আবার আর একদিন আর এক অর্ঘ্যের ডালা সাজাইয়া, সুধিমণ্ডলীর হৃদয়-মন্দিরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইব।

পরিশেষে, অত্যন্ত গৌরব ও আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ ঔপন্যাসিক, পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া, আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির উপর তাঁহার স্নেহ যে কতটা নিবিড়, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ভায়ার ঐকান্তিক শ্রম ও চেষ্টাই, এই গ্রন্থ-প্রচারে আমাকে সার্থকতার পথে অগ্রসর করিয়াছে।

বাজিতপুর, বসিরহাট,
২৪পরগণা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিরচিত "মমতার ফাঁসি" নামক এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানির একটী ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখিবার জন্ত আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উপন্যাস-বহুল যুগে একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাসের ভূমিকা লেখা একটু শক্ত কথা। নবীন উদ্যোগী গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র উপন্যাসে যে কয়টী সুন্দর ও অসুন্দর চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন,—সেগুলিকে আরও একটু প্রস্ফুটিত করিলে, একখানি বড় উপন্যাস হইত। আশা করি, শ্রীমান্ ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহাই করিবেন।

জগতে শক্তিরূপিণী নারী দুই মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন: কোথাও তিনি দেবী,—সংসার-রক্ষাকারিণী; কোথাও তিনি পিশাচী-রূপে সংসার-ধ্বংসকারিণী;—কোথাও তিনি অশান্তির সংসার শান্তিময় করিয়া গাড়তেছেন,—আবার কোথাও তিনি চামুণ্ডা-মূর্ত্তিতে সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতেছেন। গ্রন্থকারের চিত্রিত বিধবা বঙ্গবধূ মিত্রগৃহিণী আদর্শ নারী-চরিত্র। তিনি পথ-পরিত্যক্ত, পিতৃ-বিতাড়িত কালীধনকে পথ হইতে কুড়াইয়া লইয়া গিয়া, যেরূপ মাতৃস্নেহে পালন করিয়াছিলেন,—"মমতার ফাঁসিতে" যেমন ধীরে ধীরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ও শেষে তাহারই জন্য ঘটনা-চক্রের মধ্য দিয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এ কেবল দেবী-চরিত্রেই সম্ভব। এই দেবী-চরিত্রের পার্শ্বে কালসর্পিণী দত্তগৃহিণীকে রাখিয়া গ্রন্থকার মিত্রগৃহিণী অন্নপূর্ণার চরিত্রটী বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নারী-হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন নারকীয় ভাব কতদূর ভীষণ ও শোচনীয় হইতে পারে, তাহা দত্ত-গৃহিণীর প্রত্যেক কার্য্যে ও কথায় পরিস্ফুট হইয়াছে। আর পতি-পরায়ণা, পতি-হিতে একান্ত-সমর্পিত-প্রাণা কালীধনের পত্নী সুপ্রভা যেন কোন্ এক নূতন স্বর্গের দেবী! তবে বইখানির আকার ছোট বলিয়াই বোধ হয় গ্রন্থকার

এই মাধুর্য্যময়ী সাধ্বীকে নানা ঘটনার মধ্য দিয়া, পূর্ণ-শতদলের মত ফুটিয়া উঠিবার অবসর ও সুযোগ দান করেন নাই। তাহা না দিলেও, দুই একটী ঘটনার সমাবেশেই তাহার যে কোরক-মাধুরী জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাতেই প্রাণকে আকৃষ্ট করে।

এই গ্রন্থের পুরুষ চরিত্রও নিন্দনীয় নহে। মিত্রগৃহিণীর সহিত মাতৃভক্ত কালীধনের কথোপকথনগুলি, তাহার কৃতজ্ঞতা ও পুত্রোচিত ব্যবহার স্থানে স্থানে বড় মর্ম্মস্পর্শী। কালীধন-সুপ্রভার প্রেমচিত্র ও আত্মত্যাগের ইতিহাস বড় মনোজ্ঞ হইয়াছে। কালীধনের পিতা দত্তমহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের দার-গ্রস্ত চরিত্র বেশ স্বাভাবিক এবং কালীধনের নিকট তাহার সঙ্কোচপূর্ণ অপ্রতিভ ভাব,—তাঁহার মধ্য হইতে স্বভাবজাত পিতৃত্ব যে একেবারে নির্ম্মূল হয় নাই,—তাহা প্রমাণিত করে।

উপন্যাস-জগতে বর্ত্তমান লেখক নবাগত হইলেও, তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে একেবারে অপরিচিত নহেন। ইঁহার রচিত সারগর্ভ ও সুললিত প্রবন্ধ-কবিতাদি মধ্যে মধ্যে মাসিক বসুমতী, প্রবাসী, পল্লীবাণী, বঙ্গবাসী ও হিতবাদী প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠদেশ অলঙ্কৃত করিতে দেখিয়াছি। মোটের উপর, গ্রন্থকারের ভাষার একটা বাঁধুনী আছে, বর্ণনার একটা শক্তি আছে, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের একটা প্রচেষ্টা আছে এবং পল্লী রচিত্র ও চরিত্র অঙ্কনের একটা দক্ষতা আছে। সত্যই, উপন্যাসখানি আমার ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থকার আমার পরম স্নেহভাজন,—সুতরাং, তাঁহার সম্বন্ধে একটা স্নেহের পক্ষপাত স্বভাবতই আসিতে পারে। তাহা হইলেও বলিব,—উপন্যাসখানি সাহিত্য-রস-পিপাসু-গণের নিকট সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

*   *   *   *

অনেক দিনের সাধ-সাধনায়
তোমার পরশ পেয়ে,
নবীন এ বীণকারের বীণায়
উঠ্‌লো যে গান গেয়ে !
কোন্ সুরে তার যন্ত্র বাঁধা,
এখনো তায় যায় নি ধাঁধা,
তোমার সুরেই সুর মিলাতে
চল্‌ছে শুধু ধেয়ে।
তোমার উদার সুরের তলে
বেসুর তাহার সুর,
সঁপে দিয়ে রইলো বলে',
ভাব্‌না করে' দূর,—
জানি,—তোমার সুর-সাগরে,
সুর-বেসুরা মিশ্‌লে পরে,
মিলন-গভীর মধুর সুরে
সবায় রাখো ছেয়ে।

*   *   *   *

নববর্ষ, প্রথম বাসর, ১৩৩৩ }

যতীন্দ্রনাথ

মমতার ফাঁসি

(১)

পুরাতন পঞ্জিকা বাহির করিয়া বঙ্গবাসী নূতন পঞ্জিকার চির নূতনত্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে,—কিন্তু মিত্রদের ক্রমসংকীর্ণ, শৈবালাচ্ছন্ন, ভগ্নসোপান প্রাচীন পুষ্করিণীর 'নতুন পুকুর' আখ্যা আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ মাস,—ভয়ানক গরম; আগুন-মাখা হাওয়া রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছিল। মার্ত্তণ্ডদেব পূর্ণপ্রতাপে অনলধারা বর্ষণ করিতেছিলেন। আম-কাঁটাল-পাকান গরম,—বড় সোজা কথা ত নয়।

সে দিন আবার একাদশী। মিত্রগৃহিণী শিব-পূজা করিয়া নতুন পুকুরে ফুল বিল্বপত্র দিতে আসিয়াছিলেন।

মিত্রগৃহিণীর একটু পরিচয় আবশ্যক। নতুন পুকুরের উত্তরপ্রান্তে ঐ যে ভগ্নপ্রাচীর,—পূজার দালানের গাত্রে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ শিকড় গাড়িয়া কর আদায় করিতেছে, ঐটীই গ্রামস্থ প্রাচীন জমিদার মিত্র মহাশয়দের বাটী। গৃহ আছে, কিন্তু গৃহী রামকমল মিত্র দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াও নিঃসন্তান অবস্থায় অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে প্রথমা গৃহিণী সীমন্তিনী নাম রক্ষা করিয়া স্বর্গারোহণ করেন,—কিন্তু দ্বিতীয়ার ভাগ্যে সে সৌভাগ্য

ঘটিয়া উঠে নাই। মিত্রগৃহিণী উক্ত রামকমল মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

অল্প বয়সেই মিত্রগৃহিণী বিধবা হইয়াছেন। রৌদ্রক্লিষ্ট, অনশন-বিশুষ্ক মুখখানিতে এখনও যৌবনের ফুল্লসৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে। তবে তাহাতে লালসার উদ্দীপনা নাই,—কি এক মধুর সৌম্যভাব প্রকাশ পাইতেছিল।

বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া, মিত্রগৃহিণী দান-ধ্যান, ব্রত-উপবাস প্রভৃতিতে দিনাতিপাত করেন। প্রত্যহ শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, আর আজ ত একাদশী,—কথাই নাই।

আমাদের দেশের কুললক্ষ্মিগণের ধারণা, পুত্রবতী না হইলে নারী-জন্মের সার্থকতা সম্পাদিত হয় না। বস্তুতঃ; মাতৃত্ব-লাভেই রমণীর রমণীয়তা;—মাতৃত্ব হইতেই দাম্পত্য-জীবনের পূর্ণতা সংসাধিত হয়। স্রোতস্বিনী হেলিয়া দুলিয়া, দু'কূল প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে,—পূর্ণচন্দ্র-কিরণ-বিম্বিত, কোটী-হীরক-সন্নিভ লহরীসম্ভার বক্ষে লইয়া, অনন্তের কোলে লীন হইতেছে;—কিন্তু যদি সেই প্রবাহিণীর সলিলরাশি লবণাক্ততাপ্রযুক্ত শস্যশ্যামলতার অন্তরায় হয়,—যদি তাহার তটযুগল তৃণবিহীন কর্দ্দম-মরুর আধারস্বরূপ হয়, তবে সেই দ্রবময়ীর দ্রবত্বে লাভ কি? তাহার জলরাশি তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না,—হাঙ্গর, কুম্ভীরের ভয়ে কেহ তাহার গর্ভে অবগাহন করিতে চায় না। সে শুধুই সাগরে মিলিত হয়;—বোধ করি, সমুদ্রও তাহাকে বক্ষে ধরিয়া শান্তিলাভ করে না!

নিরন্তর পুণ্যকর্ম্মনিরতা মিত্রগৃহিণীর হৃদয়েও এই দুঃখ বড়ই আঘাত করিত। হায়! যদি তাঁহার পরমারাধ্য পতি-দেবতা তাঁহাকে একটী সুকুমার শিশু উপহার দিয়া অন্তর্হিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিয়োগ-জনিত যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ উপশম হইত। সেই দেবদত্ত আশীর্ব্বাদ বক্ষে লইয়া, তিনি তাঁহার শোক-সন্তপ্ত জীবনে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যও ত শীতলতা অনুভব করিতে

পারিতেন। পূজার সমাপ্তি হইতে না হইতেই, প্রসন্ন হইয়া বরদান করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার আরাধ্য-প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইয়াছে,—জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল-রূপ ত্রুটীবশতঃ দেবতা আপনিই অন্তর্হিত হইয়াছেন! এই ব্যর্থ কামনার মর্ম্মন্তুদ দুঃখে, মিত্রগৃহিণীকে মধ্যে মধ্যে বড়ই কাতর করিয়া তুলিত। তিনি শিবপূজা করিতেন;—পূজান্তে কামনা করিতেন—হে দেবাদিদেব! আমি আর কিছুই চাহি না,—আমায় এই বর দাও,—যেন পরজন্মে আমি আমার স্বামীকেই স্বামীরূপে পাইয়া চিরসুখিনী হই,—এ জন্মে মাতৃনামের অধিকারিণী হইতে পারিলাম না,—জন্মান্তরে যেন আমার সে সাধ অপূর্ণ না থাকে।

সরোবরের সোপানপার্শ্বে, মনুষ্য-পদস্পর্শের সম্ভাবনা নাই এমন স্থানে মিত্রগৃহিণী তাম্রকুণ্ড হইতে শিবলিঙ্গসমেত ফুলবিল্বপত্রগুলি রাখিতে রাখিতে বলিতে লাগিলেন;—"বাবা বিশ্বেশ্বর, আর কতদিন আমাকে এই যন্ত্রণার মধ্যে রাখ্‌বে? পায়ে কি ঠাঁই দেবে না?"

এমন সময় সহসা তাঁহার কর্ণে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—"মা—"

তিনি সোপানের উপর দাঁড়াইয়া চকিত দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া দেখিতে দেখিতে, দেখিতে পাইলেন,—পুকুরের পশ্চিম তীরস্থ পথের ধারে আমগাছের ছায়ায় একটী কিশোর বালক ধূলায় পড়িয়া একবার এপাশ একবার ওপাশ করিতেছে।

মিত্রগৃহিণী ত্বরিত গতিতে বালকের নিকটে আসিলেন। দেখিলেন,—সুগঠিত-তনু বালকের গৌরকান্তি ম্লান; মুখখানি রক্তিমাভ,—চক্ষু দিয়া দরবিগলিত অশ্রুপাত হইতেছে। পাংশুবর্ণ ওষ্ঠপুট এত শুষ্ক যে বালক বাক্‌স্ফূর্ত্তিতেও কষ্টবোধ করিতেছে।

তিনি তাড়াতাড়ি পুষ্করিণী হইতে তাম্রকুণ্ড ভরিয়া জল আনয়ন করিয়া বালকের মুখে ধরিলেন। বালক পান করিল,—একটু সুস্থ হইল। তখন

মিত্রগৃহিণী করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"এই দারুণ রৌদ্র, কার ছেলে তুমি বাছা, এ সময় পথের বাহির হয়েছ ?"

বালক কাতরস্বরে উত্তর করিল ;—"মা, আমার কেউ নেই, তাই পথে পড়ে আছি। মাগো, তুমি আমার মা, হবে ? দেখ দেখি, আমার গায়ে হাত দিয়ে, আমার জ্বর হয়েছে।"

মিত্রগৃহিণী বালকের গাত্র স্পর্শ করিলেন ;—সত্যই ত গা ধাঁধাঁ করিতেছে ! বলিলেন ;—"বাবা আমার কাঁধে ভর দেও,—ঘরে চলো।"

——ঃ*ঃ——

(২)

কে বলে মাতৃত্ব কেবল গর্ভধারিণীর হৃদয়েই সীমাবদ্ধ ? ধরণীতলের যেখানেই খনন কর না কেন, সেই সাগর-মেখলার সর্ব্বত্রই জীবের জীবন-স্বরূপ জীবন লাভ করা যায়। সেইরূপ যেখানে অনুসন্ধান কর না কেন, স্ত্রীহৃদয়ে মাতৃস্নেহের পূত-মন্দাকিনী সর্ব্বত্রই প্রবাহিত হইতেছে। তবে কোথায় বা বীচিমালিনী জাহ্নবী-ধারার ন্যায়, আর কোথায় বা অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায়। আমরা সে স্নেহ আকর্ষণ করিতে জানিনা বলিয়া, কখন কখন সেই হৃদয় মরুভূমির আকার ধারণ করে, তখনই স্ত্রী-হৃদয়ে পৈশাচিক নৃত্য দেখিতে পাই। একটী গান শুনিয়াছিলাম ;—

"ডাকার মত কই হয় ডাকা ?
ভক্তিভরে ডাকলে তারে শক্ত হয় তার লুকিয়ে থাকা।"

কথাটা বড় ঠিক। আমরা ডাকিতে জানি না, তাই ডাকের সাড়া পাই না। নচেৎ যে নারী-জন্মের শৈশব হইতেই মাতৃলীলার অভিনয় আরম্ভ হয়,—কালে

তাহাতে সেই স্বভাব-সঞ্জাত মাতৃত্বের অভাব হইবে,—ইহা কি সম্ভব? বাল্যে বালিকা পুতুল লইয়া খেলা করে,—পুতুলকে স্নান করায়, ঘুম পাড়ায়, স্তন্য দেয়,—"আমার খোকা, আমার ছেলে" বলিতে অজ্ঞান হয়;—কেন? কই, বালকে ত তাহা দেখিতে পাই না! মাতৃত্ব না হয় স্বভাব-বিরুদ্ধ,—পিতৃত্বও ত অভিনয় করে না! তাহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নহে,—পুরুষ নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতি ক্রিয়ালীলা। নারীতে প্রকৃতির প্রকৃতি পূর্ণ প্রকটিত হয়, তাই নারী আজন্ম-জননী;—নরে তাহা হয় না,—তাই নর আজন্ম জনকত্ব-লাভে বঞ্চিত।

থাক্ সে কথা। এখন মিত্রগৃহিণী এই অজ্ঞাতকুলশীল বালকটীকে লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছেন। সে বড় বে-এক্তিয়ার করিয়া তুলিয়াছে। সেই জ্বর বাঁকিয়া ক্রমে বাতশ্লেষ্মা বিকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মিত্রগৃহিণীর শুশ্রূষার ত্রুটী নাই;—দেশের ভাল চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছেন। নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য ভিন্ন সকল সময় সেই করুণাময়ী রমণী রোগীর নিকট বসিয়া আছেন। কখন পাখায় বাতাস করিতেছেন,—কখন গায় হাত বুলাইয়া দিতেছেন, কখন মাথা টিপিয়া দিতেছেন,—একাকিনী সেই বিকারগ্রস্ত রোগীর সেবায় সারারাত্র জাগিয়া বসিয়া আছেন।

একদিন বালক বড়ই ভুল বকিতে আরম্ভ করিল। কখন বলে;—"ভাই! ঘোরট্রপেষক কিরে?" কখন বলে—"যাই হোক্, অঙ্কে ফুলমার্ক।" আবার কখন বলে;—"হিষ্টরী-জিওগ্রাফিতে যদি পাশ কত্তে পারি, তবে ফেল করে কে?"

একদিন রাত্রিতে বালক ভারি কান্না জুড়িয়া দিল;—কাঁদে আর বলে;—"বাবা তোমার পায়ে পড়ি, আর আমাকে মেরো না, ফেল হওয়ার যন্ত্রণার উপর আর মারের যন্ত্রণা সহ্য কত্তে পারি না।" সে যেন শত বেত্রাঘাতের জ্বালায় ছটফট করিতে লাগিল।

বালকের অবস্থা দেখিয়া মিত্রগৃহিণীর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। তিনি বালকের মস্তক নিজের অঙ্কের উপর লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"অমন কর্‌ছ কেন বাবা ?"

বালকের একটু জ্ঞান হইল ;—বলিল—"কে—মা !"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন ;—"হাঁ বাবা,—এই যে আমি ?" বালক আশ্বস্ত হইল,—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল ;—"আঃ বাঁচলাম, তবে আর ভয় নেই।"

মিত্রগৃহিণীর বুঝিতে আর বাঁকি রহিল না,—বালক এই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া পিতার নির্য্যাতনে বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তবু ভাবিলেন ;—"বিকার,—বিকারে অনেক ভুল বকে।"

——:*:——

(৩)

সুচিকিৎসায় ও অক্লান্ত পরিচর্য্যায় বালক সে যাত্রা রক্ষা পাইল। মিত্রগৃহিণী বড়ই চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন, কিন্তু বালকের রোগমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্নতার বৃদ্ধি দেখিয়া একটু বিমর্ষ ও চিন্তাযুক্ত হইলেন। একদিন বালক আহার করিতে বসিয়াছে। মিত্রগৃহিণী তাহার পার্শ্বে বসিয়া বাতাস দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"বাবা আজ আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো।"

বালক বলিল ;—"কি কথা মা ?"

মি। তোমার পরিচয় আজ আমাকে জানাতে হবে।

বা। সে পরিচয়ে তোমার লাভ কি মা ? এইটুকু জান, তুমি মা, আর আমি তোমার ছেলে।

মি। পাগল, তা না হয় হল, কিন্তু তোমার প্রকৃত পরিচয় জানা আমার উচিত। এতদিন তুমি নিরুদ্দেশ হয়েছ, তোমার বাপ মা না জানি কত ভাবছেন। তাঁদের খবর দেওয়া ত দরকার।

বা। মা, সে খবর ত আমিও দিতে পারি?

মি। তুমি যদি না দেও—আমার সংবাদ দেওয়া খুব উচিত।

বা। কেন, ছেলেকে কি ভার-বোঝা বোধ হচ্ছে? তবে কেন আমাকে গাছতলা থেকে কুড়িয়ে আন্‌লে? এত পয়সা খরচ করে রোগের সেবারই বা কি দরকার ছিল?

বালক খুব আবেগের সহিত এই কথা কয়টী বলিল। মিত্রগৃহিণী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—

"অত কথা বলছিস কেন বাপু,—আগে ভাত খেয়ে নে। তারপর যা হয় হবে।"

দুষ্ট বালকও একটু হাসিল।

"ক্ষণে দেখা" কথাটা বড় মূল্যবান। আমাদের শাস্ত্রে বিবাহ ব্যাপারে শুভক্ষণে শুভদৃষ্টির যে ব্যবস্থা আছে,—উহা অতি সমীচীন। শুভদৃষ্টির ফলে হৃদয়ে হৃদয়ে যে বিনিময়-কার্য্য সংঘটিত হয়, তাহার আর প্রত্যাহার হয় না। কিন্তু শুধু দাম্পত্য জীবনেই যে ঐ কার্য্য তাড়িৎ-শক্তির ন্যায়, তাহা নহে, সমস্ত হৃদয়েই এই তারহীন বার্ত্তাযন্ত্র কার্য্য করে। স্নেহ, ভক্তি, প্রেম, প্রীতি সকল প্রকার ভালবাসার সংবাদ এই বার্ত্তাযন্ত্রে চালিত হয়। বরং বার্ত্তাযন্ত্রে সংবাদ প্রেরণ ও প্রতিপ্রেরণের প্রয়োজন হয়, হৃদ্‌যন্ত্রে তাহার কিছুই করিতে হয় না;—যে স্বর্ণ মুহূর্ত্তে চারিটী চক্ষুর মিলন হয়, অমনি এক ধ্বনিতে দুইটী হৃদয় ঝঙ্কৃত হইয়া একযোগে দুইটী জীবনকে মধুময় করিয়া তুলে।

শুভক্ষণেই মিত্রগৃহিণী বালকটীকে দেখিয়াছিলেন, বালকও অতি শুভক্ষণে মিত্রগৃহিণীকে দেখিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছিল। অমনি উভয়ের অজ্ঞাতসারে

মাতৃত্ব ও পুত্রত্ব আসিয়া তাঁহাদের হৃদয় জুড়িয়া বসিল। মিত্রগৃহিণী পুত্র-সুখে বঞ্চিতা। আহা! বালকেরও বুঝি মা নাই?

আর একদিন সময় বুঝিয়া মিত্রগৃহিণী বালককে ধরিয়া বসিলেন,—বলিলেন;—

"দেখ্ বাপু,—আমাকে আর রোজ রোজ ফাঁকি দিস্ নি,—বল্ তোর নাম কি?"

বালক কি ভাবিয়া বলিল—"আজ বল্‌বো। কিন্তু মা, তুমি আগে আমার কাছে এক কড়ার কর, আমি যা বল্‌বো,—তুমি তাই শুন্‌বে?"

মিত্রগৃহিণী উৎসুকভাবে বলিলেন;—"শুন্‌বো।" বালক আবার বলিল,—"ঠিক ত—বল, আমার মনে কষ্ট দেবে না?"

মি। না।

বা। দেখ,—দেখ, তা হলে কিন্তু আমি আবার পালাবো।

মি। না—তোর পালাতে হবে না, তুই বল্।

-০ঃ০

(৪)

বালক বলিতে লাগিল;—"পিতৃ-নিন্দা মহাপাপ। মা, তোমার নিকট সমুদয় খুলে না বল্‌লে ত আমার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হবে না। আমার জ্ঞান হওয়া থেকে জানি,—বাবা মাকেও দেখ্‌তে পারেন না, আমাকেও তাই। তিনি চক্রবর্ত্তী বাবুদের সরকারে গোলদার আবাদে নায়েবী করেন। তিনি বড় মদ খান,—নেশার ঘোরে এক এক দিন মাকে আমার এমন

মার মার্ত্তেন যে, চোরকেও কেউ অত মার মারে না? থাক্, মার হাড় জুড়িয়েছে। আজ দুটী বছর আমি আমার মাকে হারিয়েছি।

"ছ'মাস যেতে না যেতে বাবার সংসার অচল হয়ে উঠ্‌লো,—তিনি আবার বিয়ে করলেন। বিমাতা এলেন আমার বয়সী। অতি সত্বরই তিনি তাঁর সংসার বুঝে নিলেন। বাবাকে বুঝিয়ে দিলেন, কি বাবা নিজেই বুঝলেন, তা আমি বল্‌তে পারি না,—তবে আমি বুঝ্‌লাম, আমি তাঁদের একটী বোঝা হয়েছি। তখন আমি সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ি। ফার্ষ্ট ক্লাশে প্রমোশন পেয়ে, না পাই পড়্‌তে সময়, না হয় কিছু। মা ঠাক্‌রুণের ফর্‌মাসে আমার দিনে সময় পাওয়া ভার হত। রাত্রে তেল পুড়লে মা বকেন,—কোন কোন দিন রাগ করে আলোটা নিবিয়েও দিতেন!

"যা হোক্, এক রকম করে কষ্টে-স্বষ্টে টেষ্টে পাশ করলাম। ফির টাকা চাইতে বাবা বল্‌লেন,—দেখ্, পাশ হবি, ঠিক বুঝিস্ ত টাকা জমা দে, নচেৎ মিছেমিছি টাকা নষ্ট কর্ত্তে পারবি নি। আমি ক্লাশে মন্দ ছেলে ছিলাম না, পাশ কর্ত্তে পার্‌বো বুঝে টাকা নিয়ে জমা দিলাম। কিন্তু ভাগ্যক্রমে পাশ কর্ত্তে পারলাম না। ফেল্ হয়েছি শুনে বাবা ত আগুন। আমি বল্‌লাম—বাবা, পাশ ফেল বরাতে করে। আর বার আমি ভাল পড়্‌তে পারি নি;—এবার ঠিক পাশ হবো। বাবা আমার কথার জবাব দিলেন;—আমি আর ষাঁড়ের খোরাক যোগাতে পারবো না। যদি ভাল চাস্, আমার সঙ্গে চল,—বাবুদের সরকারে ঢুকিয়ে দি,--আর তা যদি না করিস,—আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা। আমি অকর্ম্মণ্য ছেলের মুখ দেখ্‌তে চাই না। আমার রাগও হল, অভিমানও হল। আমি বল্‌লাম,—বাবা, এ ষাঁড় কি তোমার কোনও কাজে লাগবে না? যদি মানুষ হতে পারি তবে বাড়ী আসবো,—নতুবা এই শেষ,— বলে বাবাকে প্রণাম কর্ত্তে গেলাম। বাবা আমায় এক লাথি মার্‌লেন, শেষে গলা ধরে বাড়ীর বার করে দিলেন।

"মনে ভারি দুঃখ হল,—মার কথা মনে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, রাস্তার ধারে বসে খুব খানিক কাঁদলাম। শেষে মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি—যদি মানুষ হতে পারি, তবে গোবর্দ্ধন দত্তের ভিটেয় পা দেবো, নচেৎ নপাড়ায় আর আস্‌বো না, এমন কি কালীধন দত্তের নাম পর্য্যন্ত জগৎ থেকে মুছে ফেল্‌বো।

"হায়! মা যদি বেঁচে থাক্‌তেন,—তা হলে বাবা কি আমার উপর এতটা দুর্ব্ব্যবহার কত্তেন? মার অভাবটা মনে বড়ই বাজ্‌তে লাগলো। কি করবো?—পথ চল্‌তে লাগলাম। সারাদিন হেঁটে এক গাছতলায় শুয়ে রাত কাটালাম। সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি,—সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা,—জরভাব। ভাবলাম,—পথ হেঁটে হয়েছে। তবু হেঁটেতে হাঁট্‌তে শেষে দারুণ রৌদ্রে একেবারে অবসন্ন হয়ে নতুন পুকুরের ধারে আম গাছতলায় অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম ঠিক বল্‌তে পারি না। কিন্তু যখন জ্ঞান হল,—দেখি,—তুমি আমার মা হয়ে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছ!"

বালক বলিতেছিল,—আর তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইতে ছিল। মিত্রগৃহিণী অঞ্চল দিয়া মধ্যে মধ্যে সেই অশ্রু মুছাইতেছিলেন, আর নিজে কাঁদিতেছিলেন। বালকের কথা শেষ হইলে বলিলেন;—"বাবা কালী,—আমিই তোমার মা,—তোমাকে আর কোথাও যেতে হবে না।"

——০[*]০——

(৫)

মিত্রগৃহিণী গ্রামের স্কুলে কালীধনকে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কালীধনও পূর্ণ উদ্যমে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিল।

জগতে সচরাচর দুই শ্রেণীর চরিত্র-বিশিষ্ট মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। একরূপ লোক যত আঘাত খায়,—যত বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়, যত নির্য্যাতিত

ও অপদস্থ হয়, ততই তাহার উদ্যম দ্বিগুণ হইতে দ্বিগুণতর হইতে থাকে ;—উপলখণ্ডে প্রতিহত গিরি-স্রোতের ন্যায় তাহার উৎসাহ ও অধ্যবসায় তীব্রতর বেগে প্রধাবিত হয়। কিন্তু আর এক প্রকার লোক আছে, সে একেবারেই ঘাতসহ নহে,—বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্যে সে দিশাহারা হইয়া যায়,—নির্য্যাতনে সে মূহ্যমান্ হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি উৎসাহ পায়, পরে যদি তাহাকে অনুপ্রাণিত করে, তাহা হইলে সে প্রদীপ্ত প্রদীপের ন্যায়ই উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং স্বীয় রশ্মিজালে দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করে। আমাদের কালীধনের এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র। নিষ্পেষিত হইয়া তাহার প্রতিভা বর্ষাসিক্ত দীপ-শলাকার ন্যায় নিস্তেজ অবস্থায় ছিল, আজ নূতন আশ্রয়ে, নূতন উদ্দীপনার উত্তাপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে পরীক্ষার সময় আসিল। পরীক্ষা দিয়া কালীধন গৃহে আসিয়া বলিল ;— "মা, এবার আমাকে কিছুতেই ফেল্ কত্তে পার্ব্বে না।"

এ দিকে চক্রবর্ত্তী বাবুদের বৈঠকখানায় বসিয়া নায়েব গোবর্দ্ধন দত্ত মহাশয় নাকের ডগায় চশমা লাগাইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। হঠাৎ তাঁহার চক্ষে পড়িল,—প্রথম বিভাগের মধ্যেই,—দত্ত—কালীধন—চম্পাপুর হাই!

দত্ত মহাশয় পার্শ্বে উপবিষ্ট—খাতাঞ্চি ত্রৈলোক্যবাবুকে বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন ;—"ওহে,—দত্ত কালীধন চম্পাপুর হাই যে—সে কি!"

খাতাঞ্চি মহাশয় বিদ্রূপব্যঞ্জক ঈষৎ হাসির সহিত বলিলেন ;—"ও আর কিছুই নয়,—গোবর্দ্ধন দত্তের ছেলে কালীধন দত্ত, চাঁপাপুর হাইস্কুল থেকে ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ হয়েছে।"

অপ্রতিভ দত্ত মহাশয় বলিলেন ;—"তা ত বুঝলাম, কিন্তু সে যে চাঁপাপুরে আছে,—তা ত—আমি এতদিন জান্‌তে পারি নি!"

খাতাঞ্চি মহাশয় অমনি উত্তর দিলেন ;—"তা তুমি জান্‌বে কি করে?

জান্‌তে দিলে ত জান্‌বে ?—জান্‌তে চেষ্টা করেছিলে কি ?”

দত্ত মহাশয় বলিলেন ;—“তা বটে,—তা বটে,—আমি তার পরেই আবাদে চলে এলাম,—নানা হাঙ্গামে ফির্‌তেও দেরী হল ;—আর ছেলেটাও তখন বড় বেয়াদব হয়ে পড়েছিল।—”

খাতাঞ্চি মহাশয় অমনি মুখের উপর বলিলেন ;—“দেখ, দত্তজা, ও কথা বলো না,—তোমার ছেলে বেয়াদব না তুমি বেয়াদব !”

দত্ত মহাশয় কথাটা চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—“তা যাই হোক, বাড়ী গিয়ে ছোঁড়াটার খোজ নিতে হচ্ছে।”

খাতাঞ্চি মহাশয় বলিলেন ;—“ভাই, অমন কাজটী করো না। সে বেশ আছে—এখন আর তাকে ঘা দিও না। বাড়ীতেও কিছু বলো না, হিতে বিপরীত হবে। সে যখন ভাল বুঝ্‌বে, আপনি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আস্‌বে।”

দত্ত মহাশয় কি ভাবিলেন ;—বলিলেন ,—“আচ্ছা তবে তাই হোক্।”

———০:০—০:০———

(৬)

শেষ রাত্রিতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। প্রভাতে আকাশ নির্ম্মল হইয়া বেশ রৌদ্র বাহির হইয়াছে। সদ্যঃস্নাতা প্রকৃতি সূর্য্যকরোজ্জ্বল গরদের শাটী পরিয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। মিত্রগৃহিণীও এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুর ঘরে সিক্ত বসনে বসিয়া শিবলিঙ্গ গঠনে ব্যাপৃতা। পূর্ব্বদিকের গবাক্ষ-পথ দিয়া সূর্য্যরশ্মি তাঁহার ঘনকৃষ্ণ উন্মুক্ত চিকুরজালের উপর ক্রীড়া করিতেছিল।

এমন সময় কালীধন আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে আসিয়া বলিল ;—"মা, আমি পনের টাকা বৃত্তি পেয়েছি।"

মিত্রগৃহিণী হাসিতে হাসিতে ববিলেন ;—"কেমন আমার স্বপ্ন ফলেছে ? এখন যাও তোমার মাষ্টার মশায়দের বলে এস,—আজ তাঁদের নিমন্ত্রণ।"

কালীধন মিত্রগৃহিণীকে প্রণাম করিয়া, দ্রুতপদবিক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। মিত্রগৃহিণী বাৎসল্যপূর্ণ দৃষ্টিতে কালীধনকে যতক্ষণ দেখিতে পাইলেন,—দেখিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন ;—"কালী আমার কে ? পরের ছেলের জন্য আমার মন এমন হয় কেন ? বিশ্বনাথ ! তিনি জীবিত থাক্‌তে, আমি তোমার নিকট পুত্র কামনা কর্ত্তাম। তাই কি এইভাবে আমাকে পুত্র-সুখে সুখী কচ্ছ ? আজ আমার বড় আনন্দ,—কালী আমার পনের টাকা জলপানি পেয়েছে।"

"মার পোড়ে না মাসীর পোড়ে।" কালীধনের পিতা বর্ত্তমান থাকিতে,—বিমাতা—তবুত মা—বর্ত্তমান থাকিতে যত আনন্দ কিনা মিত্রগৃহিণীর বক্ষে স্তূপীকৃত হইল ! হিন্দু পূর্ব্বজন্ম বিশ্বাস করে,—সম্পর্ক একজন্মের নহে,—জন্ম-জন্মান্তরের। স্মৃতি যায়,—কিন্তু কর্ম্মজনিত বিধি-নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ কোথা হইতে কেমন করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া লাগিয়া যায়, তাহা কে বলিতে পারে ?

মিত্রগৃহিণী নিজহস্তে রন্ধন করিয়া নানাবিধ ব্যঞ্জনে কালীধনের শিক্ষকগণকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন। শিক্ষকগণ কালীধনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

সেইদিন মিত্রগৃহিণী কালীধনকে বলিলেন ;—"এইবার একবার বাড়ী থেকে ঘুরে এস। এখন আর তোমার বাপের রাগ নেই। আরও তুমি পাশ করে বৃত্তি পেয়েছ শুনে খুসী হবেন।" অভিমানী পুত্র উত্তর দিল ;—"কেন মা,—ছেলেকে বিদায় দিয়ে দিনকতক এক মনে শিবপূজা কর্ব্বে বলে কি যেতে বল্‌ছ ? তা, আর ত আমি বেশী দিন তোমার কাছে থাক্‌তে পার্‌ছি না।

জুলাই মাসে কলেজ খুল্‌লেই কল্‌কাতায় গিয়ে ভর্ত্তি হতে হবে। তখন ত আর তোমাকে জ্বালাতন কর্ব্বো না,—খুব শিবপূজা করো।"

অভিমানিনী মাতা উত্তর দিলেন ;—"যা,—আমি তোকে আর কিছুই বল্‌বো না। তুই কথায় কথায় শিবপূজা নিয়ে ঠাট্টা করিস্‌।"

কালীধন হাসিতে হাসিতে বলিল ;—"মা—শিবপূজা কর কেন ?" ভক্তি-পূর্ণস্বরে মাতা উত্তর দিলেন ;—"অভীষ্ট-লাভের জন্য।" কালীধন জিজ্ঞাসা করিল ;—"আচ্ছা আমাকে যে পেয়েছ, এও কি তোমার একটা অভীষ্ট ছিল ?"

মাতা উত্তর দিলেন ;—"তা ঠিক জানিনা,—তবে বোধ হয় তাই।" দুষ্ট পুত্র বলিল ;—"কিন্তু মা, একটী কথা বলি,—দেখো,—অভীষ্ট-সিদ্ধির পরে যেন শিবপূজায় অমনোযোগী হয়ো না।" পুত্রের এই উক্তিতে মাতার মনে কি একটা খট্‌কা লাগিল ;—প্রকাশ্যে বলিলেন ;—"যা,—তোর আর আমাকে শিখাতে হবে না।"

আবার ভাবিলেন,—তাই ত ?

(৭)

যথা সময়ে কালীধন কলিকাতায় গিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল এবং দ্বিগুণ উৎসাহে পড়াশুনা করিতে লাগিল।

স্নেহের বস্তু দূরে যাইলে মানুষের মন অমন হয় কেন ? যাহার সহিত অন্তরের বিনিময় হয়,--যাহার চিরসুন্দর ছবির ছাপ হৃদয়ের উপর প্রোজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়, কালের অবিশ্রান্ত বারিপাতে যে ছবি ম্লান হইয়াও হইতে

চায় না,—এমন যে অতি নিকটের বস্তু,—চক্ষুর বাহিরে চলিয়া গেলে, মন চঞ্চল হয় কেন?—প্রাণ ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে কেন? মিত্র-গৃহিণী পুত্র-স্নেহের মোহে পড়িয়াছিলেন। নির্ম্মল মোহ—তবু ভাল কি? পার্ব্বত্য প্রদেশের কূপজল—স্বাদু, স্বাস্থ্যকর; কিন্তু পঙ্কিল গঙ্গোদকে মিশিয়া সমুদয় কূপজলে পরিণত করে,—তাহাতে দেবপূজা হয় না।

ফলতঃ, কালীধন কলিকাতা যাওয়া অবধি, মিত্রগৃহিণীর সব কাজে কি এক শৈথিল্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নিত্য-নৈমিত্তিক সর্ব্ববিষয়ে কেমন যেন ঔদাসীন্য দেখা যাইতেছে। মিত্রগৃহিণী শিবপূজা করিতে বসেন,—শিবের ধ্যান করিতে করিতে কালীধনের মূর্ত্তি তাঁহার মানস-নেত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়! তিনি প্রণতা হইয়া প্রার্থনা করেন;—"বাবা, বিশ্বেশ্বর,—আমার কালীধনের ভাল কর!"

দ্বিপ্রহরে মিত্রগৃহিণী মোজা বুনিতেছেন—কালীধনের জন্য, রুমাল তৈয়ারি করিতেছেন—কালীধনের জন্য। কোনদিন পত্র লিখিতে বসেন,—লিখেন,—"বাবা কালীধন, তুমি কেমন আছ? কবে ছুটী হইবে? কবে বাড়ী আসিতেছ?"

কালীধনের আসিবার সম্ভাবনা থাকিলে, পূর্ব্বদিন রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি মিত্রগৃহিণী ক্ষীরছাঁচ, চন্দ্রপুলী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। রামায়ণ ও মহাভারতের যথাক্রমে উত্তরাকাণ্ড ও দণ্ডীপর্ব্ব পর্য্যন্ত পড়া হইয়াছে,—আর ত পড়িবার সময় হয় না!

পূজার বন্ধে কালীধন বাড়ী আসিল। মিত্রগৃহিণী মহাব্যস্ত। স্বহস্তে নূতন নূতন দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া কালীধনকে খাওয়াইতেছেন। স্বহস্তে পুত্রের জন্য শয্যারচনা করিতেছেন। কালীধন শায়িত,—নিজে শিয়রে দাঁড়াইয়া ব্যজন করিতেছেন—কখন মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছেন।

একদিন কালীধন হাসিতে হাসিতে মাতাকে বলিল;—"মা! তোমার একি ভাব? আমার জন্য যেন তুমি পাগল হয়েছ!"

মাতা উত্তর দিলেন ;—"বাবা কালী, আমি কি এত বেশী কর্‌ছি ? ভেবে দেখ দেখি,—আজ যদি তোর মা থাকৃতেন,—তুই বিদেশ থেকে বাড়ী এলে, তোর জন্য তাঁর মনের ভাবটা ঠিক এমনি হত কিনা—এর চেয়ে বেশী হত কিনা ? তাঁর সেই সুখটুকু আজ আমার ভাগ্যে যদিও এসেছে,— হ্যাঁরে, তুই তার হন্তা হতে চাস্ ?"

কালীধন বলিল ;—"মা যদি জীবিত থাকৃতেন,—বোধ করি, তিনি এতটা কর্ত্তে পার্ত্তেন না : মা, তুমি আমার মারও বেশী !"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন ;—"ছিঃ ! ও কথা বল্‌তে নেই। তিনি স্বর্গে গিয়েছেন। স্বর্গ থেকে তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ কচ্ছেন, আর আমাকে, তোমার জন্য তাঁর সঞ্চিত স্নেহরাশির একটুখানি উপহার দিয়েছেন,—তাই তুমি আমার ছেলে,—আর আমি তোমার মা।"

কালীধন হাসিতে হাসিতে বলিল ;—"মা,—এ সব কথা তুমি পাও কোথা থেকে ? যাও, ভাত শুকিয়ে গেল, খাও গিয়ে।"

মিত্রগৃহিণী চলিয়া গেলেন। কালীধন অবাক্ হইয়া মাতৃমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

(৮)

এইরূপে দিন যায়। দেখিতে দেখিতে কালীধন এবারও পাশ হইয়া বৃত্তি পাইল। বলা বাহুল্য, মিত্রগৃহিণী অধিকতর আনন্দিত হইলেন। কালীধন বাড়ী আসিলে তিনি আবার তাহাকে একবার বাড়ী যাইতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন ;—

"বাবা, এবার ত একটু মানুষের মত হয়েছ। যাও,—বাড়ী থেকে ঘুরে এস।"

কালীধন বলিল ;—"মা, ঐটীই তোমার মহৎ ভুল। আজকালের বাজারে, শুধু পাশ কল্লে,—শুধু লেখা-পড়া শিখ্‌লে কি মানুষ মানুষ হয়? এখন পয়সায় মানুষ মানুষ। এখনও ত আমি বাবার রোজগেরে বেটা হতে পারি নি। এখনও যে তাঁকে ষাঁড়ের খোরাক যোগাতে হবে!"

কালীধন ঠিক কথাই বলিয়াছিল। কিন্তু মিত্রগৃহিণী বলিলেন,—"ছি, বোকা ছেলে, এত লেখা-পড়া শিখ্‌লি, তবু তোর ছেলেমি বুদ্ধি গেল না! হ্যাঁরে,—ইংরিজি পড়্‌লে কি বাপের ভুল ধরা স্বভাব হয়ে যায়! ভেবে দেখ্ দেখি, তোর বাপ ভুল করেছিলেন—না ঠিকই করেছিলেন?"

কালীধন মাতার পানে চাহিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিল ;—"মা, আমার অপরাধ হয়েছে, আমায় মাপ কর। অমন কথা আর মুখে আন্‌বো না। কিন্তু মা,—তোমার পায়ে পড়ি,—ডাক্তারিটা পাশ করে তারপর বাড়ী যাবো।"

মিত্রগৃহিণী ছেলের স্বভাব জানিতেন। ও সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে অন্যান্য প্রসঙ্গের শেষে তিনি বলিলেন ;—"আচ্ছা কালী, আর একটী কথা বল্‌বো—রাখ্‌বি?"

"কি কথা বলনা?"

"রাখ্‌বি ত বল্?"

"তোমার কোন্ কথা রাখিনা মা?"

"এই ত তোকে বাটী যেতে সাধ্‌ছি—গেলি না।"

"মা, আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্ত্তে বল?"

"অমন প্রতিজ্ঞা কর্ত্তে নেই,—আর ও প্রতিজ্ঞাই নয়। যাক্, এবার যে কথাটা বল্‌বো রাখ্‌বি?"

কালী হাসিল, বলিল ;—"ওঃ! বুঝেছি—ফাঁসি পরাবার চেষ্টা!"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন ;—"তাই।"

কালীধন গম্ভীর ভাবে বলিল ;—"মা,—দেখ্‌তে পেয়েও শুন্‌তে চাও ?"

মাতা এইবার একটু চটিলেন, বলিলেন ;—"দেখ্‌ কালী,—তোর কিসের অভাব ? তার বাপ-মাও ছন্নছাড়া নয়। আমার এ অনুরোধ তোকে রাখ্‌তেই হবে।"

কালীধন বলিল ;—"মা, তোমার কথা ফেল্লে আমার মহাপাপ। তবে তিনটে বছর সবুর কর। আর একটা কথা,—বাবার মত নিয়ে এ কাজ করা উচিত নয় কি ?"

মিত্রগৃহিণী উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন ;—"এখন পথে এস। এইত বাবার বেটার মত কথা। আচ্ছা তাঁর মত আমিই নেব।"

-:*:-

(৯)

পরদিন কালীধন মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইতে কলিকাতায় চলিয়া গেল। দুপর-বেলা মিত্রগৃহিণী কালীধনের বাটীতে পত্র লিখিতে বসিলেন। তিনি লিখিলেন ;—

সহায়।

চম্পাপুর,
১৪ই আষাঢ়, বুধবার।

দিদি,

সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তোমার সহিত আমার কোনও আলাপ-পরিচয় নাই। কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে আমি তোমাদের কালীধনকে আমার পুত্ররূপে লাভ করিয়াছি, সেই সূত্রে আজ আমি তোমার ভগিনী। প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, কালীধন আমার নিকটে আছে। আমি তাহাকে কি চক্ষে দেখিয়াছি, বলিতে পারি না। তাহার আব্‌দার রাখিতে আমি এতদিন তোমাদিগকে কোনও সংবাদ দিতে সাহস করি নাই। ভয়,—পাছে সে আবার পলায়। ছেলে বড় অভিমানী।

আমি তাহাকে আমাদের গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিই। এখান হইতে পরীক্ষায় পাশ হইয়া ১৫৲ টাকা জলপানি পায়। তাহার পর কলেজে এল, এ, পাশ হইয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। এই কথা লিখিতে আমার বুক আহ্লাদে দশ হাত হইতেছে। দিদি, ইহা আমাদের কত গৌরবের বিষয় ভাবিয়া দেখ দেখি ?

সম্প্রতি আমাদের গ্রামে তাহার জন্য একটী পাত্রীর সন্ধান করিয়াছি। মেয়েটী বড় সুশ্রী, গুণবতী। মেয়ের বাপের অবস্থা খুবই ভাল। বনিয়াদি ঘর।

চাঁপাপুর ঘোষেদের নাম দেশ-বিখ্যাত। বিবাহে পাঁচ-সাত হাজার টাকা খরচ করিবে।

এ বিবাহে কালীধনের মত আছে। কিন্তু সে বলে, যে বাপ মায়ের অমতে এ কাজ করিতে পারিবে না। কথাটা ঠিক। তোমরা থাকিতে আমার একা এ কাজ করা উচিতও নয়।

আমার বড়ই ইচ্ছা, কালীধনকে সংসারী করিয়া তোমাদের ছেলে, তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব। এক্ষণে এ বিবাহে যদি তোমাদের অমত থাকে, আমাকে জানাইও। আর যদি মত থাকে, দত্ত মহাশয়কে একবার অতি অবশ্য এখানে পাঠাইও। তিনি পাত্রী দেখিয়া ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন।

শ্রীমান্ কালীধনের একান্ত ইচ্ছা, সে ডাক্তারী পড়িবে। মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। শারীরিক কুশলে আছে। তোমাদের কুশল দিতে ঔদাস্য করিও না।

তুমি আমার অন্তরের ভালবাসা জানিও। আশীর্ব্বাদের পাত্রকে আশীর্ব্বাদ দিও, আর দত্ত মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাইও। ইতি—

ঠিকানা
৺রামকমল মিত্র মহাশয়ের বাটী।
চম্পাপুর পোঃ ও গ্রাম।

তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী—
অন্নপূর্ণা।

পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে সেই দিনই মিত্রগৃহিণী তাহা ডাকে রওনা করিলেন। মনে মনে বলিলেন ;—"বিশ্বনাথ ! কালীর বাপ-মায়ের যেন সৎমতি হয় "

———০✽০———

(১০)

দারুণ বর্ষা পড়িয়াছে। কথায় বলে,—"অভদ্রা বর্ষাকাল, হরিণ চাটে বাঘের গাল।" কিন্তু তাহাই বা বলি কি করিয়া? গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত এ তিনের "এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্।" যখন যিনি আসেন, মানুষকে বাপ্ না বলাইয়া ছাড়েন না। তবে তাহার মধ্যে একটী কথা আছে। সেটী এই যে,—আমরা অমনি একটুতেই বাপ্ বলিয়া বসি। বাঙ্গালা দেশের লোক আমরা, একটুতেই বাঁচি মরি। যদি একটু গরম পড়িল,—অমনি বলি,—"বাপ্রে বাপ্, কি গরমটাই পড়েছে, ঘামে ঘামে গা পচে গেল, একটু জল হলে বাঁচি।" যদি একটু বর্ষা আরম্ভ হইল, অমনি—"বাপ্ রে বাপ্ কি জ্বালাতেই পড়া গেল, সূর্য্যের মুখ দেখ্বার উপায় নেই, দিন রাত্রি বৃষ্টি, কাঁহাতক্ পারা যায়? এ ছিঁচ-কাঁদুনি আর ভাল লাগে না।" তারপর যদি শীত মহাশয় আসিলেন,—অমনি—"উহুহু! কি শীতরে বাবা, সর্ব্বাঙ্গ কন্‌কন্ কচ্ছে, গা খুলে বেড়াবার যো নেই, কবে যে এ বালাই যাবে!" সুতরাং, এই তিন-ই আমাদের কাছে অভদ্র। ওই রকমই হয়,—"যার ছেলে যত পায়,—তার ছেলে তত চায়।" আমরা একবার ভাবিয়া দেখিনা,—সাহারার অগ্নি-লিপ্ত বালুকার উত্তাপে আফ্রিকার লোক কি করিয়া বাঁচে,—গগনস্পর্শি-গিরি-সানুদেশস্থ প্রদেশে নিত্যবর্ষার অত্যাচারে মানুষ কি করিয়া জীবনধারণ করে,—তুষারাচ্ছন্ন মেরুপ্রান্তে উৎকট শীতলতার মধ্যে মানুষ কি করিয়া রক্ষা পায়? ভাবিব কি?—আমরা যে মায়ের আহ্লাদে ছেলে! অধঃপাতে গিয়াছিও সেই জন্য!

যাহা হউক, বর্ষা পড়িয়াছে। আজ দুই দিন 'নীরধারার স্রোতোভঙ্গ' নাই। ন'পাড়ার গোবর্দ্ধন দত্ত মহাশয় তাঁহার সহস্রছিদ্রযুক্ত,—জলপ্লাবিত, দুচালা ঘরে, একপদ-ভগ্ন জল-চৌকীর উপর বসিয়া, দা-কাটা খাসগুড়ুক সেবন করিতেছেন আর ঝিমাইতেছেন।

গোবর্দ্ধন দত্তের আর সে সময় নাই। আজ প্রায় এক বৎসর হইল, তাঁহাকে নায়েবী কার্য্যে ইস্তফা দিতে হইয়াছে। তাঁহার মুখে শুনা যায়, তিনি স্বেচ্ছায় কাজ ছাড়িয়াছেন। বার্দ্ধক্য দেখা দিয়াছে,—তাহার উপর বৃদ্ধ বাবুর দল একে একে গতাসু হওয়ায়, নব্য বাবুর দলে তাঁহার মতের খাপ্ খায় না। কিন্তু লোক-পরম্পরায় প্রচার,—আবাদে কোনও এক খুনী মোকদ্দমায় প্রজারা তাঁহাকে আসামীশ্রেণীভুক্ত করে। জমীদারের অজস্র অর্থব্যয়ে তিনি প্রাণদণ্ড বা নির্ব্বাসন দণ্ড হইতে রক্ষা পান এবং মাত্র নয় মাস সশ্রম কারাবাস-সুখ সম্ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে বাবুরা দয়া-পরবশ হইয়া তাঁহাকে কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন,—সুতরাং, নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় বাটীতে বসিয়া আছেন। বৃদ্ধবয়সে দত্ত মহাশয়ের বড় কষ্ট। তবু ভাগ্য ভাল, এ পক্ষে ষষ্ঠীঠাকুরাণীর অনুকম্পা হয় নাই। পরের ধনে পোদ্দারী করিয়া অর্থ লুঠিয়াছিলেন—খুব। কিন্তু মদে কিছুই রাখিতে পারেন নাই। আর রাখিবেন কি?—গৃহলক্ষ্মী চঞ্চলা। গৃহিণীর মুখের দাপটে তিনি ত তিনি,—গ্রামে লোক তিষ্ঠান ভার হইত। প্রায় বাহিরে বাহিরেই তাঁহার দিন গুজরান হইত। যদি কোনও দিন নেহাৎ আসিয়া পড়িতেন, অমনি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মদের নেশা পর্য্যন্ত ছুটিয়া যাইত—কোনও কোনও দিন নিজেও মুক্তকচ্ছ হইয়া ছুটিয়া পলাইতেন! তবে তখন এমন অর্থাভাব ছিল না,—এই কয়েক মাস প্রকৃত অভাব উপস্থিত হইয়াছে। দত্তগৃহিণীর নায়েব-গৃহিণী খেতাব খসিয়া যাওয়াতে বিষ-দাড়ও যেন একটু ভাঙ্গিয়াছে। তবু তিনি তাঁহার সেই নির্ব্বিষ দন্ত দ্বারা, জেল-প্রত্যাগত স্বামীর মস্তক মধ্যে মধ্যে চর্ব্বণ করিবার লোভসংবরণ করিতে পারেন নাই। অনন্যোপায় বৃদ্ধও সেই দংশনসুখ হইতে বীতরাগ হইবেন কি করিয়া?

—০[*]০—

(১১)

কনাদ ও গোতমের মতে ভুত পাঁচটী,—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম; পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতেও পদার্থ পাঁচ প্রকার;—Solid, Liquid, Energy, Ether ও Gas;—আবার আমরাও একটু চেষ্টা করিলে মাদকদ্রব্যকেও ঐরূপ পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। তবে বর্ত্তমানে Solid, Liquid ও Gas এই ত্রিপদার্থ সর্ব্ববাদি-সম্মত। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান জগতে অহিফেন, মদ্য ও গঞ্জিকা এই ত্রিমাদকেরই বহুল প্রচার। যাহাহউক, এবম্বিধ গবেষণার ভার, গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া, মাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় মাদকের বিষয় লইয়া স্থানে স্থানে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমাদের এই ভ্রাম্যমান্ জগতে জলের সহিত স্থলের বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; মদ্যের সহিত আফিংএরও নৈকট্য খুব বেশী। সুতরাং, আমাদের দত্ত মহাশয় মদ্য ছাড়িয়া যে বর্ত্তমানে আফিং ধরিবেন, তাহার আর বৈচিত্র্য কি? শুধু দত্ত মহাশয়কেই বা বলি কেন? অন্ততঃ, আমাদের এ দেশের অনেক মহাশয়ই, প্রথমে সুরাদেবীর উপাসনা করিয়া, অর্থাভাবেই হউক বা শারীরিক সামর্থ্যাভাবেই হউক, পরিশেষে অহিফেনের চরণতলে জীবন বিকাইয়াছেন। শাস্ত্রে বলে,—অগ্রে জল, পরে স্থল;—তাঁহারাও বুঝি সেইজন্য আগে জলচর, পরে স্থলচারী!

কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে দত্ত মহাশয়ের আফিংএর পয়সাও জুটে না। তিনি সেই চালা ঘরে চৌকীর উপর বসিয়া ভাবিতেছিলেন;—"তাইত হাতে এক ক্রান্তি নেই, কি করি? দু'মাত্রার মত আফিং আছে। এ বাদলায় কোথায় বা চাইতে যাই? ছেলেটাকে তখন তাড়িয়ে দিলাম—ভাল কাজ করিনি।"

হঠাৎ ছাতার উপর চালের জল পড়ার শব্দে তাঁহার তন্দ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখেন, হরকরা আসিয়াছে। পিয়ন তাঁহার হাতে একখানি খামের চিঠি দিয়া প্রস্থান করিল। পত্রের উপরিভাগ পড়িয়া জানিলেন,—চিঠি গৃহিণীর। অমনি ভীত চিত্তে বাড়ীর মধ্যে গিয়া বলিলেন ;—"ওগো, পিয়ন তোমার একখানা চিঠি দিয়ে গেল।"

গৃহিণী আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন ;—"আমার চিঠি!"

দত্ত মহাশয় ভয়ে ভয়ে বলিলেন ;—"এই দেখ না, দিদিমণি বলে পাঠ দিচ্ছে।"

গৃহিণী উত্তেজিত স্বরে বলিলেন ;—"বুড়োর বাহাত্তুরে ধরেছে। আমার আবার কোন্ চুলোয় কে আছে যে পত্র দেবে? আমার যদি কেউ থাক্‌তো, তা হলে তোর হাতে পড়্‌বো কেন রে মিন্সে?"

দত্ত মহাশয় একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন ;—"দেখ, তুমি সব তাতে টপ্ করে অত চটো কেন? আগে দেখো ব্যাপারটা কি? তা-না একেবারেই—"

দত্তগৃহিণীও দ্বিগুণ চড়িয়া উত্তর দিলেন ;—"সাধ করে কি চটি, তোমার আক্কেলেই চটি। তুমি তেরকেলে বুড়ো মিন্সে, তোমার এই হুঁস্‌টা হলনা যে, আমি লিখ্‌তে জানি নে, পড়্‌তে জানি নে, ব্যাপারখানা কি করে বুঝ্‌বো?"

একটু আশান্বিত হইয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন ;—"ওঃ তাই বল যে, চিঠিখানা পড়্‌তে হবে ; চশমা জোড়াটা নিয়ে এস দেখি।"

দত্তগৃহিণী তাক্ হইতে ছাতাপড়া খাপওয়ালা, পরকলা-ভাঙ্গা একদিকে দড়িবাঁধা চশমা-জোড়াটি আনিয়া দত্ত মহাশয়ের হাতে দিলেন। দত্ত মহাশয় দুইবার করিয়া পত্রখানির আদ্যোপান্ত গৃহিণীকে শুনাইলেন। দত্তগৃহিণীও লক্ষ্মী মেয়েটীর মত সব শুনিলেন। পরে চারি চক্ষুর মিলন হইল এবং আশার আলোকে উভয়ের মুখমণ্ডল ঈষদুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

(১২)

আষাঢ়ের অপরাহ্ন। বেলা বড় বলিয়া ও আকাশ মেঘমুক্ত থাকাতে কাঠ-ফাটা রৌদ্রের তেজ তখনও তেমন কমে নাই। মিত্রগৃহিণী দ্বিতলের চিক-বিশিষ্ট বারাণ্ডায় বসিয়া, কালীধনের বিবাহে প্রয়োজনীয় খুঞ্চিপোষ তৈয়ারী করিতেছেন—এমন সময় দপ্তরখানায় গোমস্তার সহিত তর্কে নিযুক্ত এক ব্যক্তির অপরিচিত কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন;—

"দেখুন, এই গোবর্দ্ধন দত্তের নামে এককালে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে। তা—আদায় অনাদায় কি রকম ?"

"আজ্ঞে ষোল-আনা সম্পত্তির সম্পূর্ণ খাজনা কি আদায় হয় ? তা হলে কি প্রজা বাঁচে ?"

"সে কি কথা ? প্রজা ত বাঁচে না, জমীদারও ত বাঁচা চাই ?"

"তা এক রকমে চলে যায়। বিষয়ের মুনফা মোটা। খরচপত্রাদিও আগের মত তেমন নেই। সুতরাং, বেশী কড়াকড়ির দরকার হয় না।"

"না-না সে ত ভাল কথা নয়। কড়াকড়ি না করলে—খাজনা বাকি ফেল্লে,—প্রজাকে আস্কারা দেওয়া হয়। শেষকালে সুদে আসলে সমুদয় খাজনা আদায় করাও কঠিন হবে। এতে জমীদারী কতদিন টিক্‌বে ?"

"যাঁর বিষয় তিনিই বলেন, প্রজাপীড়ন করো না;—মিষ্টিকথায় ক্রমে আদায় কর। বেশী গরীব হয়, নিতান্ত অপারগ হয়,দু'এক বছর রেহাই দেও।"

"স্ত্রীলোক তিনি,—তিনি এ সব কি বুঝ্‌বেন ? তাঁর কথা সব মান্‌তে গেলে কাজ চলে না। যা হোক, এখানে যা কর্‌লেন,—কর্‌লেন, অন্য জায়গায় যদি চাকরী নিতে হয়, বড় বিপদে পড়্‌বেন। ঠিক জান্‌বেন,—সব জায়গায় এটী খাটবে না। কড়ায় গণ্ডায় আদায় দেখাতে হবে।"

"মশায়, কাপড় পর্‌তে শিখে এই সরকারে মাথা দিয়েছি, আর সেই মাথা সাদা হয়ে গেছে। আপনার মা-বাপের আশীর্ব্বাদে বোধ করি, এইখানেই কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্ত্তে পারব।"

এই সময়ে একজন চাকরাণী আসিয়া বলিল,—"মা, দাদাবাবুর বাবা এসেছেন।"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন;—"উপরে ডেকে এনে কালীর ঘরে বসা।"

মনে মনে বলিলেন;—এমন বাপের এমন ছেলে!

ধূলিময় চটী পায়ে, ছেঁড়া ছাতা বগলে, জীর্ণ পিরাণ গায়ে, কোমরে উড়ানী বাঁধা দত্তমহাশয় উপরে আসিয়া কালীর ঘরে বসিলেন।

কার্পেটমণ্ডিত, সুচিত্রিত, প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ। দেয়ালের গায়ে দুইটী প্রকাণ্ড আলমারী—বাঁধানো সোণার জলে নাম লেখা পুস্তকে পরিপূর্ণ। গৃহের মধ্যস্থলে বনাতযুক্ত টেবিলে কলম ও দোয়াতদানি, ব্লটিংপ্যাড্, পেপারওয়েট্ ও ক্যাশ বাক্‌স প্রভৃতি যথাস্থানে ন্যস্ত। টেবিলের দুই পার্শ্বে দুইখানি স্প্রিংএর চেয়ার;—নিম্নে মখমলের পা-দানি ও ছিন্ন-পত্রাদির আধার। গৃহের একপ্রান্তে পালঙ্ক, তদুপরি স্প্রিংএর গদী ও সুসজ্জিত পরিচ্ছন্ন শয্যা-সরঞ্জাম। অপর প্রান্তে কাষ্ঠের আন্‌লায় বস্ত্রাদি সংযত ভাবে রক্ষিত। দেয়ালে চারিদিকে চারিখানি তৈলচিত্র। উত্তরে চিত্র-নিম্নে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত "শ্রীরামকমল মিত্র", পূর্ব্বে "শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের মন্দির," দক্ষিণে "শ্রীমান্ কালীধন দত্ত" এবং পশ্চিমে "শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী"। শেষোক্ত তৈলচিত্র মিত্রগৃহিণীর সধবা অবস্থার। গৃহাভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক দ্রব্য চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে, যেন একজনের সতর্ক ও সযত্ন দৃষ্টি এই গৃহটীর উপর প্রতিনিয়ত পড়িয়া রহিয়াছে।

দত্তমহাশয় গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া অবাক নেত্রে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন;—"কালী কি এই ঘরে থাকে? বেটার কপাল ত খুব!"

বসিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, দ্বারদেশ হইতে পরিচারিকা বলিল;—"আপনি ঐ চেয়ারে বসুন। একটু বিশ্রাম করে হাত ধুয়ে জল খান।"

অপ্রতিভ দত্তমহাশয় উপবিষ্ট হইলেন। বলিলেন;—"আর হাত পা ধুতে হবে না বাইরেই ও সব সেরে এসেছি।"

-:*:-

(১৩)

জলযোগের পর কথাবার্ত্তা চলিল। মিত্রগৃহিণী অন্তরাল হইতে ঝিয়ের মুখ দিয়া বলাইতে লাগিলেন;—

"পত্র যথাসময়ে পেয়েছিলেন কি? বাড়ীর সব ভাল?"

"হাঁ, সেই পত্র পেয়েই ত এসেছি। কালী কোথা?"

"আজ্ঞে, তিনি কল্‌কাতায়—"

"ও:! কবে আস্‌বে?"

"তার ঠিক নেই। মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়েছেন। আস্‌তে দেরী হতে পারে। আপনি মেয়েটীকে একবার দেখ্‌বেন কি? তা হলে আমাদের বাড়ীতে তাকে আন্‌তে পারি।"

"না, তার দরকার কিছু নেই। আমি নিজেই গিয়ে দেখে আসবো। এখন পাওনা-থোওনা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাই-ই ঠিক,—না কিছু গোলমাল হবে? আগে থেকে সেটা মিটান ভাল বলেই বিবেচনা কর্চ্ছি।"

"আজ্ঞে, যা লেখা হয়েছে, বরং তার বেশী দেবে ছাড়া কম দেবে না। তবে ও সম্বন্ধে সেখানে আপনার বেশী কিছু বল্‌তে হবে না। সে সব মা ঠিক করবেন, কোনও গোলমাল হবে না।"

"তা বেশ,—তবে কি জান ?—আগে থেকে সব কাজ পাকাপাকি করে রাখাই ভাল। জানি কি,—পরে কুটুম্বের সঙ্গে অসরস হতে পারে।"

"সে জন্য আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। কুটুম্ব খুব ভালই হবে।"

"তা—ভাল হলেই ভাল। তবে একটা কথা আছে—"

"কি বল্‌বেন বলুন ?"

"এই বিয়েটা এখানে—"

"ওঃ! বিয়েটা এখান থেকে না হয়ে, আপনার বাড়ী থেকে হওয়া ?"

"হাঁ, তাই। জানেন কি ?—আমার একমাত্র ছেলে। এই আমার প্রথম ও এই শেষ কাজ। নিজের বাড়ীতে হলে অনেকটা আহ্লাদের হয়। গিন্নীর মতও তাই।"

"মা বল্‌ছেন, তাঁরও মত বাড়ীতে থেকেই হোক্। তবে মার ইচ্ছা, একটু জাঁকজমক হয়।"

"তা বেশ, তাই হবে। এখন দিন-স্থির সম্বন্ধে—"

"তার এখনও দেরী আছে। এখন কথাটা পাকাপাকি নিয়ে বিষয়। দাদাবাবু বলেছেন,—তিন বছর পরে। তাঁর পড়া অনেকটা এগিয়ে উঠ্‌বে। বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। তখন বিয়ে হবে।"

"তা হলে এখনও ঢের দিন বাকি! তবে এত তাড়াতাড়ির দরকার ছিল কি ?"

"দরকার আর কিছু না। প্রথম, আপনাদের খোঁজ-খবর নেওয়া, আপনাদের মতামত জানা। দ্বিতীয়তঃ, আপনি একা মানুষ, সব দিক ত দেখ্‌তে হবে। তারপর গহনা-পত্র গড়ানো আছে,—যোগাড়-যন্ত্র করা আছে। ইনিও মেয়ে মানুষ, পরকে দিয়ে কাজ-কারবার,—এই সব।"

দত্তমহাশয় ইতিমধ্যে একটু অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিয়া লইলেন;—পরে বলিলেন;—"সে ঠিক কথা,—সময় থাকৃতে কাজে হাত দেওয়া খুবই ভাল।

আর সময়েরও একটু দরকার হয়ে পড়েছে,—আমার,—”

“কি?”

“কথাটা হচ্ছে আর কিছু না—আমার ত এখন আর চাকরী-বাকরী নেই,—মনান্তর হওয়াতে ছেড়ে দিয়েছি। বুড়ো বয়সে আর পারি-ও না। তাই ভাব্‌ছি-একমাত্র ছেলের বিয়ে—সংসার বা ঘর-বাড়ীর অবস্থা অতি শোচনীয়। করি কি?”

“সে জন্য ভাব্‌ছেন কেন? মা আপাততঃ ৩৫০৲ টাকা দিচ্ছেন, এ আপনার ছেলের জলপানির টাকা। আরও ক্রমে ক্রমে পাঠাবেন। আপনি সব ঠিক করে ফেলুন।”

দত্ত মহাশয় নিরুত্তর।

দাসী বলিল;—“এখন আপনি কাপড় ছাড়ুন। আজ আর সেখানে গিয়ে কাজ নেই। আজ সন্ধ্যে হয়ে গেছে,—আর কাল গেলেও চল্‌বে।”

দত্ত মহাশয় নিরুত্তর।

(১৪)

কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নব পরিচ্ছদে দত্ত মহাশয় গৃহ-প্রত্যাগত হইলেন। গৃহিণী প্রথমে স্বামীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া পরে বলিবেন “তবু ভাল যে ফিরেছ!”

“কি রকম?”

“আমি বলি বুঝি মথুরায় গিয়ে রাজাই হলে।”

“তা—যে অবস্থায় গিয়েছিলুম,—তার তুলনায় এক রকম রাজা হয়ে এসেছি বলতে হবে বৈকি।”

"সে কি ?"

"একেবারে সাড়ে তিনটী শ'।"

"ইঃ! একেবারে ধান ছাড়া গণ্ডা গণ্ডা। বুঝি আফিংএর মাত্রা একটু বেশী চড়িয়ে এসেছ ?"

"বিশ্বাস না হয় এই দেখ।" বলিয়া দত্ত মহাশয় ফতুয়ার পকেট হইতে একটী নোটের তাড়া বাহির করিয়া গৃহিণীর সম্মুখে গণিতে লাগিলেন। অমা-তিমিরাচ্ছন্ন ঝটিকাসঙ্কুল বদনাকাশ ক্ষণিক মেঘমুক্ত হইল। তখন দত্ত মহাশয় আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বর্ণনা করিলেন। পরে গৃহিণী বলিলেন, "তারপর কালীর সঙ্গে দেখা করেছিলে ?"

"না—সে যে কল্‌কাতায় পড়তে গেছে। আর এখন দেখা করেই বা লাভ কি ? যখন গাছ ধরেছি, তখন ডাল নত কর্ত্তে কতক্ষণ ?"

"তুমি বুড়ো হয়ে মর্ত্তে চলেছ,—এই জ্ঞানটা হল না ? ছেলের মনের ভাবটা কি—না জেনে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বাড়ী এলে! এ ত দেখ্‌ছি মাগী এক চাল চেলেছে। দেখে এলেনা ছেলে তোমার—তোমার আছে কিনা ? যদি নাও থাকে—হতে পারে কিনা ?"

"সত্য বল্‌তে কি গিন্নি, আমার তার কাছে যেতে বড় লজ্জা বোধ হল, তাই চেষ্টা করিনি। যাক,—তারপর এই টাকা দিয়ে একটা বাড়ী আপাততঃ আরম্ভ করা যাক্‌। আরও ক্রমে আস্‌ছে। ভাবনা কি ? এবার অবস্থা ফিরে গেল।"

"তোমার মাথা। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি নায়েবী কর্ত্তে গিয়েছিলে, তাই তোমার কয়েদ হয়েছিল।"

দত্ত মহাশয় মর্ম্মাহত হইলেন,—বলিলেন ;—"আচ্ছা ও কথাটা আর কতদিন বলবে ?"

"বল্‌বো না ? যতদিন বাঁচবো ততদিন বল্‌বো। কি কষ্টটাই না দিয়েছ

আর কি কষ্টটাই না দিচ্ছ ! দ্বিতীয় পক্ষে—”

“থাক্—এখন এই টাকায় কি কর্ত্তে বল ?”

“ওরে মিন্সে এটা বুঝিস্ না—আজ বাদে কাল আমার কি দশা হবে ? বাড়ী—বাড়ী—বাড়ীত কেলের ! আমার ছেলে নেই, পুলে নেই, মজা করে উনি সিঙ্গে ফুঁক্‌বেন, আর আমি দাসীবৃত্তি করে খাবো !”

“এই নাও সব,—তুমি যা বোঝ করো”—এই বলিয়া দত্ত মহাশয় নোটের তাড়াটি গৃহিণীর পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। নোটগুলি হাতে লইয়া গৃহিণী একটু নরম স্বরে বলিলেন ;—

“দেখ, বড় লোকের বাড়ী বিয়ে,—আমার ছেলে আস্‌বে চতুর্দ্দোলায়, আর আমি কাঠ-কুড়ানীর বেশে গিয়ে বউ বরণ করে ঘরে তুল্‌বো ? হ্যাগা লোকে গায় থুথু দেবে যে ! বলি,—বাড়ীর এখন দরকারটা কি—তাই আমাকে বলত ? এই যা আছে, একটু সারিয়ে-সুরিয়ে কাজ-চালানো গোছ্ কর। এইতেই কত জজ-ম্যাজিষ্টরের বিয়ে হয়ে যাবে। তুমি ভাব্‌ছ কি—তোমার কালী এখানে থাক্‌বে ? কখ্‌খনও না। যদিও থাকে, ঘোড়া হলে চাবুকের অভাব হবে না। আর আমার সাধ-আহ্লাদ, তুমি যত দিন—তত দিন। তোমার শরীরটাও কাহিল হয়ে পড়েছে। আফিংখোর মানুষ—দুধেই জীবন।”

দত্তমহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন;—“তা—যুক্তি মন্দ নয়। আর টাকাও ত আবার আস্‌ছে।”

———০:০—০:০———

(১৫)

অবকাশমতে কালীধন বাড়ী আসিল। মিত্রগৃহিণী বলিলেন;—"আর কি?—সব ঠিক্ ঠাক্।"

কা। কি রকম?

মি। মায় পাকা-দেখা শেষ। তোমার বাবা এসেছিলেন,—ওদিকে বাড়ী আরম্ভ। বিয়ে বাড়ী থেকে হবে।

কা। সে কি? আমি এখন বাড়ী যাব না।

মি। কেন? এখনও তোমার মানুষ হতে বাকি—কেমন করে বলি? তোমার বাবাকে ত আর তোমার খোরাক যোগাতে হবে না। তোমার জল-পানির যে সাড়ে তিন শ' টাকা ছিল, তাই আপাততঃ তাঁকে দিয়েছি। আর যা কিছু লাগে, আমিই না হয় তোমার বাবাকে দেবো,—তারপর তোমার বিয়ের বরপণ থেকে আমি সে টাকা নিলেও নিতে পারি। তোমার টাকা-তেই সব, তবে যাবে না কেন?"

কালীধন সাশ্চর্য্যে বলিল;—"আমার টাকা? জলপানির টাকা, সেত তোমার?"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন,—"সে আমার নয়,— তোমার বাবার প্রাপ্য।"

কা। মা, না হয় তোমার কথাই মান্‌লাম। কিন্তু মা! যে গৃহে তোমার মত মা নেই, সেখানে ত আমি যাব না।

মি। আমি গেলে ত যাবি?

কা। যাবো।

মি। তবে যা ঘরে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছাড়্।

মিত্রগৃহিণী চলিয়া গেলেন।

শরতের বৈকাল। ধবল মেঘপুঞ্জ সুনীল আকাশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কালীধনের প্রকোষ্ঠ-লগ্ন উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথ দিয়া স্বর্ণাভ সূর্য্য-কিরণ অতি

ধীরে ধূলি-বিরল কার্পেটের উপর দিয়া রঞ্জিত দেয়ালের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

কালীধন দ্বার ঠেলিয়া দেখিল—শিকল দেওয়া নাই। ভিতর হইতে অর্গল বদ্ধ। ডাকিল;—"মা—"

হাস্য-কম্পিত কণ্ঠ হইতে উত্তর আসিল ;—"যাই, খাবার নিয়ে যাচ্ছি।"

ইতিমধ্যে খিল খুলিয়া গেল। কালীধন দ্বার খুলিয়া দ্বার-পথে দাঁড়াইয়া, সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে গৃহের মধ্যে চারিদিক লক্ষ্য করিতে করিতে দেখিল,—দ্বার-রুদ্ধকারিণী একটী একাদশবর্ষীয়া বালিকা নিতান্ত অপরাধিনীর ন্যায়, অর্দ্ধস্ফুট-কমলতুল্য সুন্দর মুখখানি নত করিয়া, তাহার বামভাগে গৃহকোণে দাঁড়াইয়া আছে।

কালীধন জিজ্ঞাসা করিল;—"তুমি কে ?"

অতি সঙ্কোচে—অতি নম্রকণ্ঠে উত্তর হইল;—"সুপ্রভা।"

কালীধনের বুকের মধ্যে কি একটা স্পন্দন অনুভূত হইল। মায়ের কাছেই ত সে এই নাম শুনিয়াছে ! কখনও দেখে নাই,—আজ দেখিল। এই কি সেই সুপ্রভা ? কিন্তু তেমন করিয়া দেখিতে পারিল না। দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে,—দৃষ্টি যাইতে চায় না। কালীধনের এ কি হইল ? কালীধন দ্বার-পাল হইল নাকি !

কিয়ৎক্ষণ পরে সে একটু প্রকৃতিস্থ হইল। বোধ হয় ভাবিল,—আমি ত ভারি বোকা ! স্বর্ণমুহূর্ত্ত হেলায় হারাইতেছি ! সে মৃদুহাস্যে বালিকার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল;—"তুমি এখানে কেন ?"

এবার সুন্দর নেত্রপল্লব ঈষৎ উন্নত হইল, সুগঠিত ওষ্ঠপুটেও একটু হাসির রেখা দেখা দিল। বালিকা বলিল ;—"মাসিমা বস্‌তে বল্‌লেন।"

কালীধন সরিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসিল ;—"দোর দিলে কেন ?"

বালিকা পলাইয়া গেল !

———০ঃ০—০ঃ০———

(১৬)

স্নিগ্ধ-হাস্য-বিকশিত মুখে খাবারের থালা লইয়া মিত্রগৃহিণী প্রবেশ করিলেন ;—বলিলেন—"কিরে কালী—কেমন দেখ্‌লি ?"

কৃত্রিম ক্রোধপূর্ণ কণ্ঠে কালীধন বলিল—"মা তোমার একি পাগলামি !" সেইরূপ হাসিতে হাসিতে মাতা উত্তর দিলেন;—"কেন রে পাগলামিটা কি দেখ্‌লি ? আগে মেয়েরা স্বয়ম্বরা হত। তারপর বাপ-মা পাত্র-পাত্রী পছন্দ কর্ত্তেন। আজকাল পাত্র নিজেই গিয়ে পাত্রী দেখে পছন্দ করে। ইংরিজি লেখাপড়া শিখ্‌ছিস্‌,—ইংরিজি সভ্যতা শিখ্‌ছিস্‌। আমি আর একটুর জন্য কথা রাখি কেন ? এখন বল্‌—আমার পছন্দ সুন্দর হয়েছে কি না ?"

কালীধন বলিল;—"মা, যার সব সুন্দর, তার পছন্দও সুন্দর। আর পছন্দ না হলেই বা উপায় কি ?"

মিত্রগৃহিণী কহিলেন;—"পছন্দ না হয়, এখনও বল্‌,—সময় আছে, উপায় হবে।"

কালীধন বলিল;—"তুমি বুঝি আমার মুখ দিয়ে 'পছন্দ হয়েছে' এ কথা বার না করে ছাড়্‌বে না ! এখন ক্ষিদে পেয়েছে, খাবারের থালাটা আমার সাম্‌নে দেও দেখি—আগে পেট ঠাণ্ডা করি।"

মিত্রগৃহিণী তাড়াতাড়ি খাবারের থালাটা টেবিলের উপর রাখিলেন। বলিলেন;—"এখন বল্‌—পছন্দ হয়েছে কি না ?"

কালীধন খাইতে খাইতে বলিল;—"আরও কি করে বলতে হবে মা ?"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন;—"দেখ্, আমি তোর তেমন মা নই যে, মনে কবাট দিয়ে বাইরে বাইরে প্রণাম করবি। পেটে ক্ষিদে মুখে লজ্জা আমার কাছে খাটবে না। লজ্জা কচ্ছিস্ কেন বাবা ? যে তোকে আরাধ্য জ্ঞানে পূজা করবে, তুই যাকে সুখে-দুঃখে জীবনসঙ্গিনী করবি, তার বিষয়ে মতামত প্রকাশ কর্ত্তে লজ্জা কিসের ? যার উপর তোর সুখশান্তি নির্ভর কচ্ছে,—তাকে পছন্দ হল কি না বলতে লজ্জা কিসের বাবা ?"

কালীধন কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কণ্ঠে প্রতি উত্তর দিল,—"সঙ্কোচটাই ত স্বাভাবিক।"

মিত্রগৃহিণীও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন;—"দেখ্, সব জায়গায় সঙ্কোচ প্রকাশ কর্ত্তে গেলে, অনেক সময় ঠকতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে লজ্জা সরলতায় আঘাত করে।"

কালীধন হাসিয়া বলিল;—"মা, তুমি এত জানলে কি করে ?"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন;—"তোর মত ছেলে পেয়ে। যশোদা নীলমণিকে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন।"

কালীধন বলিল;—"ধন্যও হয়েছিলেন, শেষে কাঁদতেও হয়েছিল।"

মি গৃ। সে কাঁদাও সুখের। তেমন কাঁদা ক'জন মা কেঁদেছে ?

কা। তুমিও কাঁদবে ত ?

মি গৃ। সেই সুখের কান্না কাঁদবার চেষ্টায় আছি। এখন বল্—পছন্দ হয়েছে কি না ?

কা। মা—ধন্য তুমি !

মি গৃ। সেত আগেই বলেছি,—তোকে পেয়ে আমি ধন্য।

কা। তোমাকে মা পেয়ে, আমি তার চেয়ে ধন্য।

মি গৃ আর তোকে স্বামী পেয়ে একজন শত ধন্য হতে আস্‌ছে, বল্‌ তুই তাকে ধন্য কর্‌বি ? বল্‌ পছন্দ হয়েছে ?

কা। হয়েছে—খুব হয়েছে—যথেষ্ট হয়েছে,—এখন হল ত ?

মিত্রগৃহিণী থালার পানে চাহিয়া বলিলেন ;—"সন্দেশটা আবার রাখ্‌লি কেন ?"

কালীধন বিনা বাক্যব্যয়ে সন্দেশটা গালে পূরিয়া দিল

—:০:—

(১৭)

দেখিতে দেখিতে দুইটী বৎসর ছুটিয়া চলিয়া গেল। দত্ত মহাশয়ের চারি আনার পোষ্টকার্ড খরচে, মিত্রগৃহিণী আরও যোলশত টাকা তাঁহার কবল-গত করিলেন। কিন্তু এই রাহুর উদর থাকিলেও বার্দ্ধক্যবশতঃ পরিপাক-শক্তি ক্ষীণ হইয়াছিল। বিশেষতঃ, কেতু মস্তকবিশিষ্ট হওয়ায়, তাঁহাকে অবধি গ্রাস করিতে আসিল ! সুতরাং, তিনি ভীত চিত্তে রূপচাঁদকে একটু চুষিয়া লইয়া কেতুকে দিলেন। কেতু দেখিলেন—চাঁদ খাইলেই ত ফুরাইয়া যাইবে;—আর খাওয়া অপেক্ষা চাঁদ দেখায় সুখ বেশী। তিনি তাহা হইতে গহনা প্রস্তুত করাইয়া দেখিতে লাগিলেন। কেতু-রূপিণী দত্তগৃহিণীর বাহার কি ! আবার দেখাইবার অধিক আনন্দে আহার থাকে না,—আকণ্ঠ আনন্দে পূর্ণ হয়,—আকণ্ঠ পূর্ণ হইলে বাক্যে রুচি থাকে না, দত্তগৃহিণীরও মুখরতা কমিয়া গিয়াছে। গৃহিণী প্রসন্না,—সুতরাং, রাহুরূপী দত্ত মহাশয়েরও বিষণ্ণতা কমিয়াছে। দেহধনু দেহযষ্টিতে পরিণত হইয়াছে,—ধনু যষ্টি হইলে মধ্যস্থল মোটা হইবারই কথা।

দত্ত মহাশয়ের দেহপুষ্টির আরও একটা প্রধান হেতু আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—পঞ্চভূতের প্রথম ভূত ক্ষিতির সহিত, পঞ্চমাদকের শেষ বা চরম মাদক অহিফেনের সামঞ্জস্য আছে। পুরাকালে পৃথুরাজা রাজ্য-রক্ষাকল্পে গাভীরূপিণী বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন, এজন্য ক্ষিতির অপর নাম পৃথিবী। ইহাতেই বুঝা যায়,—ক্ষিতির সহিত দুগ্ধের এবং দুগ্ধের সহিত মানবের এত আত্মীয়তা কেন? আবার ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়,—ভূমণ্ডলতুল্য অহিফেন-বটিকার সহিত দুগ্ধের আত্মীয়তা না থাকিয়া চলিতে পারে না। দুগ্ধের সহিত অহিফেন-সেবীর বড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মধ্যে দত্ত মহাশয় অর্থাভাবে দুগ্ধলাভে বঞ্চিত ছিলেন, তন্নিবন্ধন কোষ্ঠ-কাঠিন্যের সহিত কায়া-কাঠিন্যের কারণ উদ্ভূত হইয়াছিল। এক্ষণে রূপচাঁদ-চোষণের ফলে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইল। পীযূষ-পরিতৃপ্ত দত্ত মহাশয়ের এখন নাতিদীর্ঘ ভুঁড়ি হইয়াছে!

জলেই জল বাধে। সুখই সুখ চায়। খাইতে পাইলে শুইতে ইচ্ছা হয়। দত্ত মহাশয় বাটী খানিকেও একটু গুছাইয়া লইয়াছেন। তবে কোটা করেন নাই,—গৃহিণী বলিয়াছেন,—"কোটা—কেলের।"

গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। গোবর্দ্ধন দত্ত ঘরে বসিয়া হারাধন ফিরিয়া পাইয়াছে। কালীধন বড় লোকের বাড়ীতে প্রতিপালিত হইয়া, সুশিক্ষিত হইয়া, বড় ডাক্তার হইয়া, বাড়ী আসিতেছে। বড় লোকের বাড়ীতে তাহার বিবাহ,—বড় ঘটা। গ্রাম শুদ্ধ লোক বরযাত্র যাইবে;—ন'পাড়ায় যাহা কখনও হয় নাই, তাহাই হইবে।

দত্তগৃহিণীর বাক্য-ঝঙ্কার কমিয়াছে,—দত্ত মহাশয়ের অবস্থাও ফিরিয়াছে। সুতরাং, তাঁহার নূতন আটচালায় সকাল-সন্ধ্যায় আর লোক ধরে না সমপন্থী বৃদ্ধের দল তাম্রকূটের জন্য অর্থব্যয় করেন না, হাটখোলার দোকান দারও বাঁচিয়াছে।

একদিন সেই ধূমাচ্ছন্ন, হুক্কা-ধ্বনি-মুখরিত বৈঠকখানায় প্রাচীন মণ্ডলীর মধ্যে, রাজা-উজির মারিতে মারিতে, হঠাৎ পুত্র-শাসন বা পিতৃকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কথা উঠিল।

গদাধর ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"ছেলে শাসন করেছে—আমাদের গোবর্দ্ধন ভায়া,—সার্থক শাসন বটে।"

তিনকড়ি বসু বলিলেন,—"হ্যাঁ। ছেলে মানুষ কর্ত্তে হলে—খাওয়াবে হাতির ভোগে,—দেখাবে বাঘের দৃষ্টি।"

গোবিন্দ সমাদ্দার বলিলেন,—"হাতির ভোগ আর খাওয়াতে হয় না,—সে আপন হাতেই খায়,—তবে বাঘের দৃষ্টিটা চাই।"

মদন মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"হাঁ, হাতির ভোগ চাই,—যাতে মস্তিষ্ক পরিষ্কার থাকে, বাঘের দৃষ্টিও চাই, যাতে চরিত্র নির্ম্মল থাকে; আর তার সঙ্গে একটা চাই—সেটা—"

বিরাজ মল্লিক বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার সব তাতে পাণ্ডিত্য। ছেলে ত হল না,—মজাও টের পেলে না। লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না হে, কুকুরকে আস্কারা দিতে নেই।"

এমন সময় এক দুষ্ট বালক কোথায় বসিয়াছিল,—মল্লিক মহাশয়ের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিয়া পলাইল,—"এ আর্‌সির মুখ বাবা,—যা দেখাবে তাই দেখ্‌বে!"

দত্ত মহাশয় সমাদ্দার মহাশয়ের পানে চাহিলেন,—বলিলেন;—"ও গোবিন্‌দা,—দেখ্‌লে ?"

সমাদ্দার মহাশয় বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন;—"ও শালার ছেলের কথা ছেড়ে দেও।"

বালক সমাদ্দার মহাশয়েরই পুত্র!

—:*:—

(১৮)

ক্রমে বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। বিবাহের এক সপ্তাহ থাকিতে, মিত্রগৃহিণী উপযুক্ত অর্থসহ দত্ত মহাশয়ের নিকট লোক-মারফত সংবাদ দিলেন,—তিনি যেন বরযাত্র, পুরোহিত ও নাপিত সমেত বিবাহের একদিন পূর্ব্বে চম্পাপুর বাটীতে আসেন। এখানে গাত্রহরিদ্রাদি হইবে, পরে বিবাহান্তে সকলে একত্রযোগে ন'পাড়ায় উপস্থিত হইবেন। ওখানে ফুলসজ্জাদি সমারোহে সম্পন্ন হইবে। কালীধনের সময় অল্প, যাতায়াতে সময় ও অর্থের ব্যয় অনর্থক।

দত্ত মহাশয় ভাবিলেন, অত ঝঞ্ঝাটে কাজ কি? যে সে প্রকারে অর্থাগম হইলেই হইল। বরপণের টাকাটা হাত লাগিলে হয়।

যথা সময়ে তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উপস্থিত হইলেন। মিত্র-বাটীতে হাট বসিয়া গেল। তামাকের গুল, সিগারেটের ছাই, দগ্ধ-মস্তক দিয়াশালাই কাঠি, কাঠিবিহীন দিয়াশালাই বাক্স ও পানের পিকে বারাণ্ডা ও বৈঠকখানা শ্রীহীন হইয়া পড়িল। নৃত্য-গীত, রঙ্গ–রহস্য, আলাপ-পরিচয়, আদর-আপ্যায়ন ও সম্মান-সম্বর্দ্ধনায় গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল।

সেইদিন কালীধনও বাটী আসিল। সে বৈঠকখানায় প্রণম্যগণকে প্রণাম ও বাল্যসঙ্গিগণের সহিত মিষ্টালাপ সমাপ্ত করিয়া, বাহিরে আসিয়া দেখিল—পিতা দণ্ডায়মান। অমনি প্রণত হইয়া মুখ নত করিয়া দাঁড়াইল। দত্ত মহাশয়েরও মুখ অবনত। মাত্র বলিলেন,—"কালী—এই এলি? আমরা আরও ভাব্‌ছি—তা যা—বাড়ীর মধ্যে কাপড়-চোপড় ছাড়্।" কেমন যেন অপ্রতিভ কণ্ঠে এই কথাগুলি বলিলেন!

কালীধন কিছুই বলিল না—ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। পথে মিত্রগৃহিণীর সহিত দেখা হইল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া কালীর হাত

ধরিলেন—বলিলেন,—"এই যে কালী এসেছে। আমি কত খানা ভাব ছিলাম। বৈঠকখানায় সবার সঙ্গে দেখা করেছিস্? বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

কা। হাঁ।

মি গৃ। প্রণাম করেছিস্?

কা। হাঁ।

মি গৃ। কি বল্‌লেন?

কা। বেশী কিছু বল্‌লেন না। আচ্ছা মা, মা না থাক্‌লে বাপের ব্যবহার আর এক রকম হয়ে যায়—সেটা কি ঠিক?

মি। আর এক রকম হওয়াটাই অন্যায়। যার মা নেই, বাপ্ তার মা ও বাবা, আর যার বাপ্ নেই, মা তার বাবা ও মা। তোমার বাবা বড় লজ্জিত হয়েছেন, তাই তোমার সঙ্গে বেশী কিছু বল্‌তে পারেন নি। ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে। এস, একটু বিশ্রাম করো।

*   *   *   *

পরদিন সন্ধ্যায় যথাযোগ্য আড়ম্বরের সহিত কালীধন বিবাহ করিতে গেল। বরযাত্রীরা আসর-সজ্জা ও যত্ন-খাতির দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং দত্ত মহাশয় বরসজ্জা, বরাভরণ ও বরপণ প্রদানের ব্যবস্থা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। পাঁচ-হাজারী মহলের তহশীলে যে টাকা তিনি না দেখিয়াছেন, আজ একযোগে তাহা তাঁহার হস্তগত হইল।

বৈকালে বর, কনে, বরকর্ত্তা, বরযাত্র প্রভৃতি সকলে মিত্রবাটীতে আসিলেন। আজ এইখানেই রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা, প্রভাতে দেশে রওনা হইতে

হইবে। দত্ত মহাশয় বুঝিলেন, বরসজ্জা প্রভৃতি সমস্ত লইয়া গেলে, তাঁহার উঠানেও স্থান-সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। মিত্রগৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া, একেবারে সব লইয়া গেলে জিনিষ তছরূপ হইতে পারে, সুতরাং, আবশ্যক দ্রব্যাদি বাদে সমুদয় রাখিয়া যাইবেন, স্থির হইল।

মিত্রগৃহিণীর আজ আর আনন্দের সীমা নাই। কখন কালীর ঘরে যাইতেছেন,—কখন সুপ্রভার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে আসিতেছেন।

আজ কালরাত্রি। নব দম্পতির পরস্পর মুখদর্শন নিষিদ্ধ।

---

(১৯)

হেমন্তের কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাত। প্রাচী-গগন-প্রান্তে দিনমণি সঙ্কুচিত-চিত্তে ম্লানারুণ ছটায় উদিত হইতেছেন। স্বল্প-নিদ্রালু দত্ত মহাশয় নিম্নতলস্থ বৈঠকখানা-সংলগ্ন বারাণ্ডার উপর পিরাণ গায়ে, মাথায় চাদরের পাগড়ী বাঁধিয়া, হুক্কাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে কাশিয়া সর্দ্দি উদ্গীরণ করিতেছিলেন। বরযাত্রিগণের অনেকে গাত্রোত্থান করিয়া গাড়ু-হস্তে বহির্গত হইতেছেন, কেহ কেহ উক্ত জল-পাত্রের প্রতীক্ষায় কোঁচার কাপড় গায়ে জড়াইয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাই তুলিতেছিলেন। আট দশখানি গোযান আরোহিগণকে বহন করিবার জন্য নত মস্তকে দণ্ডায়মান। গাড়োয়ানেরা কেহ নিজাসনে বসিয়া, কেহ গাড়ীর ছৈএর পার্শ্বে হেলান দিয়া, গামছা-গায়ে দত্ত মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছিল, আর গরুগুলি তৃণ-বিরল প্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ খাদ্যান্বেষণ করিতে করিতে ফোঁস ফোঁস্ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িতেছিল।

দত্ত মহাশয় ডকিলেন;—"কালী!"

কালীধন বাটীর ভিতর হইতে উত্তর দিল;—"আজ্ঞে?"

দত্ত মহাশয় বলিলেন;—"আর দেরী কেন? শেষে গাড়ী পাওয়া যাবে না।"

কালীধন উত্তর করিল;—"না—আর দেরী কি? ফটিকে ওদের বলুন জিনিষ-পত্র গাড়ীতে তুলুক্।"

এমন সময়ে সদ্যঃস্নাতা মিত্রগৃহিণী ডাকিলেন;—"কালী!"

কালী বলিল;—"এই যে মার স্নান হয়েছে। তাহলে আর দেরী করো না। ওদিকে বাবা তাড়া দিচ্ছেন।"

মিত্রগৃহিণী হাসিয়া বলিলেন;—"আমি যে তোর আগে সেজে বসে আছি। এখন চল একবার ঠাকুর ঘরে। হাঁরে, তোদের বাড়ী পৌছুবো কখন্? ভাব্‌ছি—শিবপূজোটা সেরে নেবো কি না?"

কালীধন বলিল;—"মা, এখন শিবপূজো কর্ত্তে গেলে সময় থাক্‌বে না। এতক্ষণ সেরে নিলে হত। আমাদের পৌছুতে বেলা দু'টো। কি কর্‌বে? সেখানে গিয়ে কল্লে চল্‌বে না?"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন;—"তা ভিন্ন ত আর উপায়ও দেখি না। আয়—ঠাকুরঘরে আয়—যাত্রা কর্‌বি।"

এই বলিয়া তিনি দক্ষিণ হস্তে কালীধনের বাম হস্ত এবং বাম হস্তে সুপ্রভার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া, ঠাকুর ঘরের নিকটবর্ত্তিণী হইলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন;—আঙ্গিনায় তখনও ঝাঁট পড়ে নাই। যেন তাঁহারই তাচ্ছিল্যে শেফালি ফুলগুলি ধুলাকাদা মাখিয়া, কতক রোয়াকের উপর, কতক আঙ্গিনায় গড়াগড়ি যাইতেছে! ক্ষণিকের জন্য মিত্রগৃহিণীর হৃদয়ে উদ্যমহীনতার ছায়া পড়িল। তিনি কালীধনের হাত ছাড়িয়া শিকল খুলিলেন।

গৃহে প্রবিষ্ট হইতেই একটী মূষিক কিচ্ মিচ্ করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল। তিনি পদে কিসের একটা স্পর্শ অনুভব করিলেন। গবাক্ষ উন্মুক্ত, কিন্তু কুয়াসাবৃত, ক্ষীণ সূর্য্যরশ্মি তখনও গৃহাভ্যন্তর আলোকিত করে নাই।

মিত্রগৃহিণী দেখিলেন,—পদস্পৃষ্ট পদার্থ একটী বিল্বপত্র ; অমনি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তিনি কম্পিত হস্তে বিল্বপত্রটী মস্তকে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন;—"তাই ত—কাল নানা কাজে এ গুলো পুকুরে দিয়ে আসা হয়নি,—বড় অন্যায় কাজ হয়েছে।"

গৃহের মধ্যে যাইতে আলোক অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হইল। মিত্রগৃহিণী দেখিতে পাইলেন,—তাম্রকুণ্ডে ফুল বিল্বপত্র নাই। মৃণ্ময় শিবলিঙ্গ কয়টী কেহ বজ্রহীন, কেহ মস্তক-ছিন্ন, কেহবা পার্শ্ব-দষ্ট অবস্থায়, তাম্রকুণ্ডের অনতিদূরে পড়িয়া আছে। ফুল, বিল্বপত্র সমস্ত ঘরে ছড়াছড়ি।

মিত্রগৃহিণী তাড়াতাড়ি সে গুলিকে তাম্রকুণ্ডে রক্ষা করিতে করিতে বলিলেন;—"ইঁদুরের বড় উপদ্রব,—ঘরে কিছু রেখে শান্তি নেই।"

কালীধন বলিল;—"মা, ইঁদুরের দোষ কি? আজ কাল তোমার বড় ভোলা মন হয়েছে।"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন;—"তা কি করি বল্? যে দিকেই না দেখ্‌বো—অগোছালো হয়ে যাবে। এখন কি করি? এগুলো পুকুরে দিয়ে আস্‌তে পার্‌লে ভাল হত।"

কালীধন বলিল;—"দেও আমার কাছে—আমি দিয়ে আস্‌ছি—নতুন পুকুরে তুমি এখন যেতে পার্‌বে না।"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন;—"থাক্ তোমার আর খালি পায়ে অত দূর যেতে হবে না। ঐ তাকের উপর তাম্রকুণ্ড উপুড় করে রেখে দিচ্ছি। নে—প্রণাম কর্ দেখি তোরা।"

কালীধন ও সুপ্রভা প্রণত হইল।

পরিশেষে মিত্রগৃহিণী গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিলেন। বলিলেন;—"বাবা আশুতোষ! অপরাধ নিয়ো না, কালীর আমার ভাল কর।"

(২০)

দত্ত-গৃহে আসিয়া মিত্রগৃহিণী দেখিলেন,—যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহার কিছুই হয় নাই। দত্ত মহাশয় পুরাণো মন্দির চুণকাম করিয়াছেন, কেবল বাহিরের চালাটী নূতন হইয়াছে।

কালীধনও অবাক্ হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে বলিল,"—মা, দেখ্‌লে যথা পূর্ব্বং তথা পরম্!"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন;—"থাক্ এখন—তুই চুপ্ কর্ দেখি।"

কালীধন আর কিছুই বলিল না। সে বরাবর পিতার উপর শ্রদ্ধাহীন। শুধু মিত্রগৃহিণীর একান্ত চেষ্টায় তাহার মন সামান্য পরিমাণে নরম হইয়াছিল। প্রেম-প্রীতি, ভক্তি-ভালবাসা জোর করিয়া হয় না,—হৃদয়ের মধ্যে ব্যবধান পড়িয়া গেলে, তাহা মুছিতে যাওয়া ব্যর্থ চেষ্টা। কাপড়ে লোহার দাগ লাগিলে তাহা আর উঠে না। কালীধন কিছু বলিল না বটে, কিন্তু মা ভস্মে ঘৃতাহুতি দিয়াছেন ভাবিয়া, বড় দুঃখিত হইল।

যাহা হউক, আমাদের দত্তগৃহিণী কিন্তু নূতন গহনা গায়ে দিয়া, নূতন বেনারসী চেলী পরিয়া, পুত্র-পুত্রবধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন!

খুব ঘটা করিয়া ফুলশয্যা, বৌভাত সম্পন্ন হইল। এঁটো পাতে খানা ভর্ত্তি হইল। কুক্কুরের চীৎকারে পার্শ্বস্থ গ্রাম অবধি মুখরিত হইল। ঘরে

মিঠাই-মিষ্টান্নের গন্ধে টেঁকা দায় হইল। গ্রামস্থ সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। স্ত্রী, পুরুষ সকলে বলাবলি করিল;—"কালীধনের মা এসেছে, অমন মা আমরা কখনো দেখিনি;—রাধ্‌তে-বাড়্‌তে, দেখ্‌তে-শুন্‌তে, দিতে-থুতে সব তাতেই চমৎকার। দত্তর বাড়ী যেন মা অন্নপূর্ণা এসেছেন—তাই দত্তর অবস্থা ফিরেছে। শুন্‌ছি, তাঁর নামও নাকি তাই! আহা, এমন লক্ষ্মীও বিধবা হয়! কপাল—" ইত্যাদি।

এই কথা দত্তগৃহিণীর কর্ণে পৌছিল। তিনি হিংসায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কিন্তু মুখ-নাড়া দিতে গেলে হাত-নাড়া আপনি আসে,—হাত নাড়িতে গিয়া দেখিলেন—তাগা—বালা! তিনি বেশী কিছু বলিলেন না। অলঙ্কারে অহঙ্কার বাড়ে—ঝঙ্কারও বাড়ে। আবার সময় সময় অহঙ্কারও চূর্ণ হয়, ঝঙ্কারও কমিয়া যায়। হোমিওপ্যাথির মূলমন্ত্র,—যাহাতে উৎপত্তি, তাহাতেই নিবৃত্তি।

বিবাহ মিটিয়া গেল। প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বদিন মিত্রগৃহিণী দত্তগৃহিণীকে বলিলেন;—"দিদি! একটা কথা বল্‌বো?"

দত্তগৃহিণী বলিলেন;—"কি বলনা।"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন;—"টাকা দিলাম বাড়ী কর্ত্তে, হলনা কেন দিদি?"

দত্তগৃহিণী বলিলেন;—"ওই কথাই তোমাকে বল্‌বো বল্‌বো কচ্ছি, বল্‌তে সময় পাচ্ছি না। এই শোন—কর্ত্তাটী আমাদের শনি! ছেলেকে দিলেন তাড়িয়ে। আমি ত কেঁদে আকুল—শয্যে নিলাম। শেষে ওঁরও দুঃখু উথ্‌লে উঠ্‌লো, খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে গেলেন আবাদে। তার পরে পাগল মত হয়ে চাকরী খুইয়ে, বাড়ী এসে বস্‌লেন। হাতে গাঁটে যা ছিল,—গেল উড়ে। চিরকাল খরচ করে এসেছে—পার্‌বে কেন? তাতে মাথার নেই ঠিক। বিষয়-আশয় যা ছিল সব ত ঘুচুলেন, শেষে বাড়ীখানা অবধি বন্ধক!

তারপর তোমার পত্র পেলাম,—ভাই, যেন আগুনে জল ছিটিয়ে দিলে! 'ছেলে আছে—তুটো-তুটো পাশ করেছে, জলপানি পেয়েছে' শুনে দিদি, তুমি যা লিখেছিলে ঠিক,—আমাদের বুকও দশহাত হয়ে উঠ্‌লো। তোমার কাছে টাকা আন্‌তে গেল। এনে বলে কিনা—'ছেলে আমার মানুষ হয়েছে,—গাঁ শুদ্ধু নেমন্তন্ন কর্ব্বো, বাড়ী কর্ব্বো, হ্যান্ কর্ব্বো, ত্যান্ কর্ব্বো।' আমি বল্‌লাম,—'লোক খাওয়াবে,—বাড়ী কর্ব্বে—কোথায়? আগে বাড়ী খালাস করো,—যাকে না দিলে নয়-দেও। তারপর যা হয় করো।' অনেক ঝগড়া-ঝাঁটির পর দিদি, এই যা দেখ্‌তে পাচ্ছ, নইলে এও দেখ্‌তে পেতে না। আর আমরা আরও ভেবে দেখ্‌লাম,—গ্রামের মধ্যে আমাদের কালী যা একটু মানুষ হয়ে উঠ্‌লো। এ দেশের পোড়া কপাল!—শুন্‌ছ ত—দিনে শিয়াল ডাক্‌ছে! বন, জঙ্গল,—রাস্তা নেই, ঘাট নেই, ডাক্তার নেই, বদ্যি নেই, নাপ্‌তে নেই। যত ভূত-পেরেতের আড্ডা—এখানে কি মানুষ বাস করে? কালী আমাদের হয়ত কল্‌কাতায় বাড়ী কর্‌বে। সে কি এখানে বাস কর্‌বে?"

ইতিমধ্যে কালীধন সেখানে আসিল।

মিত্রগৃহিণী বলিলেন;—"যাক্—যা হবার হয়েছে। আমি তোমার শেষ কথার একটু উত্তর দিই। মানুষ হলে, দেশে বাস কর্ত্তে নেই, দেশের অবস্থা খারাপ বলে দেশ ছাড়্‌তে হবে—এ কেমন কথা? বন, জঙ্গল, বাঘ, ভালুক, ভূত, প্রেত—কল্‌কাতার কথা বল্‌ছ,—কল্‌কাতায় ছিল না? এখন কল্‌কাতা সহর,—বন-জঙ্গল কেটে সহর। মানুষ হলে, বন-জঙ্গল কেটে এই গ্রামও আবার সহর করে নেওয়া যেতে পারে। মানুষ হয়ে যদি গ্রামের ছেলে নিজের গ্রামের উন্নতি একটুও না কর্ত্তে পারে,—সে মানুষ হয়ে লাভ? বড় খেতাব নিয়ে, জুড়ি-গাড়ী চড়ে, সাহেবের খানা খেয়ে মানুষ মানুষ হয় না, মানুষ মানুষ হয় দেশের সেবায়। আমার মত,—দত্তমশায় এই

বরপণের টাকা নিয়ে বাড়ী আরম্ভ করুন্।" পরে কালীধনের পানে চাহিয়া বলিলেন :—"কি বলিস্ কালী, তোর কি মত ?"

কালী বলিল ;—"তোমার মতে অমত করার সাধ্য আমার নেই।"

দত্তগৃহিণী হেট-মুণ্ডে বলিলেন ;—"তবে এবার তাই হোক্।"

———০:০———

(২১)

চম্পাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া কালীধন কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। সুপ্রভা পিতৃগৃহে আনীতা হইল।

পরিণয়ের পর হইতে কালীধনের জীবনের মধ্যে এক অভিনব ভাবের মলয় হিল্লোল বহিতে লাগিল। কি এক অননুভূত প্রসন্নতা, কি এক বিশ্বপ্রীতি-পরিলিপ্ত কুসুমপেলব কোমলতা আসিয়া, ধীরে ধীরে তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল। কে যেন তাহার অন্তরের অন্তস্তল ধ্বনিত করিয়া বলিতে লাগিল ;—"এই সৌন্দর্য্যের পথ, এই মাধুর্য্যের সোপান, এই ঔদার্য্যের বিশ্রামস্থান,—এইখানেই মানব-জীবনের—গার্হস্থ্য-জীবনের সার্থকতা।"

কালীধন দেখিল,—সুপ্রভার সুন্দর মুখখানির মধ্যে এক স্বর্গীয় মাধুরী বিজড়িত আছে, যাহা তাহার জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে তাহার ধারণা ছিল,—নারীপ্রেমের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িলে, জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধূলিমুষ্টির ন্যায় বিঘূর্ণিত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে ; নারী হৃদয়ের সহিত পুরুষের প্রতিভাসমূহ সংঘৃষ্ট হইয়া, তাহার পুরুষোচিত বীর্য্যবত্তা চূর্ণ হইয়া যায় ; দুগ্ধে অম্লনিষেকের ন্যায়, রমণীর রমণীয়তায় পুরুষের

পুরুষত্ব নারীত্বে পরিণত হয়। সম্প্রতি তাহার সে সংস্কার অলীক বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন সে বুঝিতেছে,—এককশক্তি অপেক্ষা যুক্তশক্তি উন্নতির পক্ষে অধিক সহায়ক। সুতরাং, যাহা তাহার প্রতিবন্ধক বলিয়া ধারণা হইয়াছিল—আজ দেখিল,—তাহাই তাহার পরম মিত্র!

বস্তুতঃ, উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে অনুরাগের বীজ উপ্ত হইলে, তাহা হইতে অঙ্কুরিত ভালবাসারূপ বৃক্ষে বিশ্বপ্রেমের প্রসূনরাজি মুকুলিত হয়। ক্রমে মানবের উচ্চমনোবৃত্তিরূপ বল্লরীসমূহ সেই মহাদ্রুম বেষ্টন করিয়া কুসুমসম্ভারে বিভূষিত হয়। কিন্তু সেই বীজ যদি লালসা-কীট-দষ্ট হয়, অথবা সেই হৃদয় ঊষর হয়, তাহা হইলে কিছুরই আশা করা যায় না—তাহাতে বীজ ও ক্ষেত্রজীবন উভয়ই ব্যর্থ হয়। এইজন্য অনুকূল ভাগ্যফলের প্রয়োজন। কালীধনের সে ভাগ্যানুকূল্য ঘটিয়াছিল। সুপ্রভা বিলাসের উপকরণ-রূপে তাহার অঙ্কগত হয় নাই। সুতরাং, পরিণয় বা প্রাণ-বিনিময় সার্থক হইয়াছিল।

কালীধন মধ্যে মধ্যে যখন চম্পাপুর আসিত, সেই সময় মিত্রগৃহিণী সুপ্রভাকে গৃহে আনিতেন। কালীধন দেখিত, ইহাতে পড়াশুনার কোনও ব্যাঘাত হয়না,—বরং সহায়তা হয়। কালীধন ক্লান্ত হইয়া শয়ন করে,—সুপ্রভা শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করে, কখন্ বা গায়ে হাত বুলাইয়া দেয়; কখন্ বা জাগিয়া বসিয়া নিজে পড়ে এবং যথাসময়ে কালীধনকে পড়িবার জন্য ডাকিয়া দেয়। কোনও কোনও দিন কালীধন নিজেই উঠে, তখন সুপ্রভা ঘুমায়

একদিন শীতকালে কালীধন অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া বাটী আসিয়াছে। সেদিন এত শীত যে, ঘরের মধ্যেও গায়ের কাপড় গায়ে দিয়া শীত মানায় না। কালী-ধনের গৃহের গবাক্ষসমূহ সার্সি-সমেত বন্ধ। তবু সেই অবরোধ ভেদ করিয়া, হিম-ঋতু ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। কালীধন নিদ্রিত, কিন্তু সেই ভীষণ শীতে সুপ্রভা চেয়ারের উপর বসিয়া, "দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর" পড়িতেছে।

রাত্রি দুইটা বাজিয়াছে, আজ তখনও সে কালীধনকে ডাকে নাই। পরিশ্রান্ত বলিয়া রাত্রি সাড়ে চারিটার সময় ডাকিয়া দিবে স্থির করিয়াছে। কিন্তু সহসা কালীধনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল,—দুইটা বাজিয়া সতের মিনিট। সুপ্রভাকে ডাকিল;—"সু—"

সুপ্রভা চমকিয়া উঠিল,—বলিল—"কি—এখনি উঠ্‌লে যে? শরীরটা খারাপ,—আর একটু ঘুমোও। ঠিক সময়ে আমি তোমাকে ডেকে দেবো।"

কা। তুমি উঠে এস,—এই শীতে রাত জেগে কি করে বসে আছ? আজ আর তোমাকে ডাকৃতে হবে না।

সুপ্রভা উঠিয়া আসিল, বলিল;—"কেন—এই শীতে রাত জেগে তুমি বসে পড়্‌তে পার, আর আমি তোমাকে পড়্‌তে ডাকৃবার জন্য একটু বসে থাকৃতে পারবো না! মাসিমার কাছে শুনেছি, স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী—মহাভারত পড়্‌ছি—তাতেও তাই শিখ্‌ছি। তুমি ঘুমোও—আমি তোমাকে ডেকে দেবো এখন।"

কা। তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, আবার অর্দ্ধাঙ্গিণী, কাজেই তোমার কষ্ট দেখ্‌লে আমারও কষ্ট হয়। গ্রীষ্মকালে তুমি বসে বাতাস দেও, আর আমি মজা করে ঘুমুই, এ আমার বড় স্বার্থপরতা বলে মনে হয়।

সুপ্রভা একটু হাসিয়া বলিল;—"বটে! আগে গরমের সময় মাসিমা যখন তোমাকে বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়াতেন, তখন স্বার্থপরতা বলে বোধ হত না,—আর এখন—"

কা। তা সে না হয় তুমি বাতাস দিও—আমি কিছু মনে কর্‌বো না। কিন্তু আজ আমি এইটুকু ভাব্‌ছি,—তুমি আমাকে পড়্‌তে ডাকৃবে বলে, রাত আড়াইটা অবধি বসে পড়্‌ছো,—সাড়ে চারটা অবধি পড়্‌বে ঠিক করেছ,—আর আমি পড়্‌বো বলে এতক্ষণ ঘুমিয়ে আছি! সু, আজ তুমি আমার শিক্ষয়িত্রী!

সু। আমি তোমার দাসী। দাসীর সৌভাগ্যে যদি হিংসা হয়, তবে এস,—তুমিও পড়, আমিও পড়ি।

কা। না, সুপ্রভা,—তোমার সুন্দর মুখখানা আমার সাম্‌নে ফোটা ফুলটীর মত জেগে থাকৃলে আমার পড়ায় মন লাগ্‌বে না। এখন তুমি ঘুমোও—আমি পড়ি।

সুপ্রভা হাসিয়া বলিল;—"তোমার জয়েই আমার সুখ।"

কালীধন লেপ ছাড়িয়া উঠিয়া সুপ্রভার মুখচুম্বন করিল।

-:*:-

(২২)

কালীধন মেডিকেল কলেজ হইতে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইল—এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইল। বাড়ী আসিয়া মিত্রগৃহিণীকে বলিল,—"মা, সিংহগড় রাজার অধীনে একজন ভাল ডাক্তারের দরকার। তিন শ' টাকা মাইনে, বাইরে প্রাকৃটিশও চলৃবে। কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল আমাকে যেতে অনুরোধ কচ্ছেন। তুমি কি বলো ?"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন ;—"আমার মতে কিন্তু তোমার দেশে বসাই ভাল। দেশে ভাল ডাক্তার কবিরাজ নেই। বিনা চিকিৎসায় কত লোক মারা যায়। আর এক কথা, দেশে না থাকৃলে দেশে মন বসে না, দেশের উপকারও করা যায় না। এ বিষয়ে তোমার বাপ্‌-মায়ের মত কি জেনেছ ?"

কা। মা, এবার আমি তোমার বড় সুবোধ ছেলে হয়েছি। বাবাকে তোমার বলৃবার আগেই পত্র দিয়েছি। বাবা লিখেছেন,—"তুমি পত্র-পাঠ

ঐ চাকরী গ্রহণ কর। তবে আমরা তোমার সঙ্গে থাক্‌বো। দেশে আর আমার ভাল লাগ্‌ছে না। আর বৃদ্ধ হয়েছি, এমন সময় তীর্থ-ধর্ম্ম করা দরকার। দেশে বসে কিছু হবে না, বরং তোমার কাছে থাক্‌লে তার সুবিধা হবে।" তবে তুমি যা বল্‌ছ, সেটাও ঠিক,—পরের দাসত্ব না করে দেশে বসে যা করা যায়—তা গৌরবের। কিন্তু মা, একটু গুছিয়ে নিয়ে দেশে গিয়ে বস্‌লে ভাল হয় না কি ?

মি গৃ। তা ঠিক্‌,—দেশ গরীব। তোমার বাপ্‌-মার তীর্থ-ধর্ম্ম করানও তোমার কর্ত্তব্য। তবে ঐ চাকরীই নেও।

কা। তা হলে কে কে যাবে সেখানে ?

মি গৃ। সুপ্রভাকে নিয়ে যাও। আর তোমার বাপ মা যাচ্ছেন।

কালীধন অভিমানপূর্ণ কণ্ঠে বলিল ;—"আর তুমি বুঝি যাবে না ? তোমার তীর্থ-ধর্ম্ম করানর অধিকার বুঝি আমার নেই ?"

মিত্রগৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—"অমনি ছেলের মান হল ! বেশ করে ভেবে দেখ্‌ দেখি—আমার যাওয়া কি উচিত ? আর গেলেও কি চলে ? তারপর আমি কাশীতে বাড়ী কিনেছি। শেষ জীবনটা সেখানেই কাটাবো মনে কচ্ছি। সকাল সকাল বিশ্বেশ্বরের পায়ে আশ্রয় নিই। তোরা সুখে ঘর-সংসার কর্‌। আমি সেখান থেকে শুনে সুখী হবো।"

কা। মা, তোমার সদুদ্দেশ্যে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তবে কষ্ট হয়, তোমার কোলে মানুষ হয়ে উঠ্‌তে না উঠ্‌তে, তুমি ছেলেকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছ। আশা ছিল, যে ঋণে তুমি আমাকে বেঁধেছ, যদি তার এক কণাও শোধ কর্ত্তে পারি। কিন্তু তুমি আমাকে সে অবসরও দিতে চাইছ না ! শুধু দিয়েই গেলে, প্রতিদানের সুযোগ আস্‌তে না আস্‌তে পালিয়ে চল্লে ! আর আমি তোমার মত মাকে দূরে রেখে,

অকৃতজ্ঞ সন্তানের ন্যায় সুখে সংসার কর্ব্বো! মা, এ সংসার কার?

মি গৃ। তোমার—আমার ছেলের।

কা। এ ছেলে পেয়ে ছিলে কোথা হতে? একদিন বলেছিলে, মনে পড়ে, শিবপূজার ফলে তুমি আমাকে পুত্ররূপে পেয়েছ?

মি গৃ। পড়ে,—এখনও বলি, তুমি আমার তাই।

কা। তুমি তোমার সেই শিবপূজার ফলকে দূরে ফেলে, স্থির হয়ে থাকৃতে পারবে?

মি গৃ। তোকে পেয়ে তোর ওপর আমার যা কর্ত্তব্য, আমি তা সাধ্যমত পালন করেছি। তোকে মানুষ করেছি, তোকে তোর বিয়ে দিয়ে সংসারী করেছি, তোকে তোর বাপ মায়ের সাথে মিলিয়ে দিয়েছি। এই কর্ত্তে গিয়ে, তুইত কত দিন লক্ষ্য করেছিস্, আমি আমার ইষ্টদেবের সেবায় ত্রুটী করেছি। বাবা, আমি যে বিধবা। তাই ভয় হয়, এজন্মে এই হয়েছি, পর জন্মে আবার না জানি ভাগ্যে কি হবে!

কা। মা! বুঝি সব। কিন্তু ছেড়ে যেতে আমার প্রাণ ফেটে যায়। কেবল এই মনে হয়,—এমন প্রাণ ভরে মা বলে আর ত কাউকে ডাকৃতে পাবো না। মা তোমার মত আদর-যত্ন আমায় তুমি ছাড়া আর কি কেউ কর্ত্তে পারবে?

কালীধনের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। মিত্রগৃহিণীও কাঁদিলেন। "বাবা আমার, আমি মধ্যে মধ্যে তোমার ওখানে যাবো। ছিঃ! কেঁদো না।" এই বলিয়া তিনি অঞ্চল দিয়া কালীধনের চক্ষু মুছাইয়া দিলেন।

অশ্রুর জয় হইল!

॰[*]॰

(২৩)

দত্ত মহাশয় বাড়ী ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। গৃহিণী বলিয়াছেন,—"দুটো ঘরের বেশী যদি একখানা ইট গাড়ো ত নুড়ো জেলে দিয়ে বেরোবো।"

অগত্যা তাহাই হইতেছে।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল,—কালীধন ডাক্তারী পাশ হইয়াছে, ৩০০৲ টাকার মাহিনার চাকরী ঠিক হইয়াছে। ইহা শুনিয়া দত্তগৃহিণী বলিলেন;—"দেখ্‌লে আমার কথা খাট্‌লো কি না? ওঁর কালী বাড়ী আস্‌ছে—বাড়ীতে বসে ডাক্তারী কর্ব্বে! বয়ে যাচ্ছে তার। মাগী ন্যাকা বুঝিয়ে গেল—আমরা নাকে ভাত দিই কি না!"

দ ম। তাত হল—এখন কি কর্‌বে বল?

দ গৃ। পুরুষ মানুষ হয়েছিলে কেন? বুঝ্‌তে পারছেন না কিছু! এই হল—বড় লোকের বড় শিকার! আর কি?—এইবার ত এক বছরে পড়ানর খরচা উঠে যাবে। তারপর সব লাভ। কি ধড়িবাজ! এই ধড়িবাজী যদি ভাঙ্‌তে পারি, তবে আমি কানাই দের মেয়ে। নেও—এখন তল্পী বাঁধো। কোটা এই ভাবেই থাক্। ছেলেকে ভূতে পেয়ে রেখেছে। সে ভূত আগে ছাড়াও—তারপর যা হয় কোরো। ছেলের সঙ্গে-সঙ্গে যেতে হবে,—ছেলেকে হাত কর্ত্তে হবে,—মাগীটাকে তাড়াতে হবে। পেত্নী দূর কল্লে, তবে মঙ্গল। নচেৎ তোমার দুঃখে শিয়াল কুকুর কাঁদ্‌বে।

দ ম। তবে তাই হোক্।

গৃহিণী গর্জ্জিয়া বলিলেন;—"এ রাবণ রাজার স্বগ্‌গে সিঁড়ি দেওয়া নয়—যে কথা সেই কায। আজই লিখে দেও—'চাকরী ছেড়ো না, আমরা তোমার কাছে থাক্‌বো, কোনও কষ্ট হবে না।'"

দত্ত মহাশয় সেই দিনই পত্রের উত্তর লিখিলেন। গৃহ-নির্ম্মাণ স্থগিত হইল। পত্র আসিলেই যাত্রা করিবেন বলিয়া, তৈয়ারি হইয়া বসিয়া রহিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই সংবাদ আসিল ;—সত্বর চলিয়া আসিবেন।

* * * *

আজ দত্ত মহাশয়ের বৈঠকখানায় শেষ বৈঠক। বৃদ্ধের দল সকলেই বিমর্ষ—আজ এই চারি পাঁচ বৎসরের আস্তানা নির্ধূম হইবে! কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না,—ইতিমধ্যে গ্রামের অকর্ম্মণ্য যুবক-সম্প্রদায় এখানে একটী সখের যাত্রার আকৃড়া খুলিবে বলিয়া ঠিক্‌ঠাক্ করিয়াছে। ধূমের সহিত কত 'ধুম' চলিবে, তাহার ইয়ত্তা থাকিবে না!

মদন মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন ;—"ভায়া চল্‌লে ত। কিন্তু একটু বুঝে চলো। আজ কালের ছেলে—ভারি তেজী। তাতে তোমার ছেলের-মত ছেলে। তার অমতে কোনও কায কর্ত্তে যেয়ো না। সর্ব্বদা মিষ্ট ব্যবহার কর্ব্বে। আর এটা মনে রাখ্‌বে,—বার্দ্ধক্যে পুত্রই পিতা, আর পিতাই পুত্র।"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন ;—"হাঁ, ছেলেকে 'মশায়—মশায়' কর্ত্তে হবে, ছেলের বোয়ের পদসেবা কর্ত্তে হবে—তবে মন পাবে!"

সমাদ্দার মহাশয় বলিলেন ;—"আজ কাল ত তাই হয়েছে,—ছেলের চেয়ে ছেলের বোয়ের পায়া ভারী! বধূমাতা যদি সন্তুষ্ট থাক্‌লেন, তবেই মঙ্গল,—তবেই বাপ তিনি বাপ—মা তিনি মা। আর তা নইলে কোথাকার কে? হায় রে কলি!"

মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন ;—"দেখ, সেটা আমরাই করেছি। ছেলে বাপের অনুকরণ করে। তুমি যদি তোমার বাপকে ধরে মারো, আর তোমার ছেলে যদি তাই দেখে—তা হলে সে কি তোমাকে দুধের বাটী দেবে?"

সমাদ্দার মহাশয় চড়িয়া উঠিলেন—বলিলেন ;—"আমি আমার বাবাকে মারি—বলে কোন্ শালা?"

মুখুয্যে মহাশয় উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বসু ও দত্ত মহাশয় একযোগে ডাকিলেন ;—"ও মদন দা—আরে শোন শোন, তামাকটাই খেয়ে যাও।"

মুখুয্যে মহাশয় আর ফিরিলেন না।

—:০:—

(২৪)

ছয় মাস হইল, কালীধন সিংহগড়ে আসিয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রে বলে,—যে পদার্থের Valency অর্থাৎ আণবিক আকর্ষণ বেশী, সেই পদার্থ রাসায়নিক সংসক্তিবশতঃ মিশ্র পদার্থ হইতে, অপেক্ষাকৃত তুল্যশক্তিবিশিষ্ট পদার্থকে আকৃষ্ট করে এবং তাহার ফলে, অপেক্ষাকৃত হীনশক্তিবিশিষ্ট পদার্থ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আমাদের কালীধন, দত্ত মহাশয় ও দত্তগৃহিণীর সহিত এই নিয়মটী অনেকটা খাটিয়া গিয়াছে। তবে গৃহিণীর উপর দত্ত মহাশয়ের যে আকর্ষণ ছিল,—সেটী বিজ্ঞান-সম্মত কোনও আকর্ষণের অঙ্গীভূত নহে,—উহা ছিল বিভীষিকাকর্ষণ! যেমন প্রহৃত বালক ভীত হইয়া প্রহর্ত্তা শত্রুরও কণ্ঠ-লগ্ন হয়, দত্ত মহাশয় এই বৃদ্ধ বয়সে সেইরূপ গৃহিণী-লগ্ন হইয়াছিলেন। কালীধন তাঁহার ঔরসজাত সন্তান, তাহার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক

আকর্ষণ দিন-কতকের জন্য গৃহিণীর ভ্রূকুটী-ভঙ্গীর অন্তরালে পড়িয়া, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল। এখন সেই ভ্রূকুটী-তাড়না কথঞ্চিৎ প্রশমিত হওয়ায় এবং তাঁহার উগ্রচণ্ডী অবধি কালীধনের প্রতি বাহ্যভাবে প্রসন্ন হওয়ায়, সেই অন্তরালের যবনিকা ঈষৎ ছিন্ন হইল। অধিকন্তু, পূর্ব্বকৃত দুর্ব্ব্যবহারের তুষানল-সদৃশ অনুতাপ কালীধনের প্রতি তাঁহার সেই স্বভাব-সঞ্জাত আকর্ষণ আরও জাগরিত করিয়া তুলিল। প্রবলশক্তি কালীধন, অপেক্ষাকৃত তুল্যশক্তি দত্ত মহাশয়কে টানিয়া লইল—সুতরাং, গৃহিণী একটু দূরে পড়িলেন। গৃহিণী যে তাহা বুঝিতে পারিলেন না—এমন নহে,—তবে কি জানি কি ভাবিয়া, মনের আগুন মনে চাপিয়া রাখিলেন। কিন্তু আগুন বেশীক্ষণ চাপিয়া রাখিলে, হয় তাহা নিবিয়া যাইবে, নচেৎ একটু একটু করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। দত্তগৃহিণীর মনের আগুন নির্ব্বাপিত হইল না,—একটু একটু করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল।

একদিন কালীধন মাহিনা পাইয়া, তাহা আনিয়া পিতার হস্তে দিলেন। পিতা বৃদ্ধ, তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে,—তিনি তাহা লইয়া নিজের নিকট না রাখিয়া, বাড়ীর মধ্যে আসিয়া সুপ্রভাকে বলিলেন ;—"মা, এই নেও, তোমার জিনিষ তুমি নেও।"

সুপ্রভা সেই টাকাগুলি লইয়া, অদূরস্থিতা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট গিয়া বলিল ;—"মা, বাবা এই টাকাগুলো দিলেন—রাখো।"

গৃহিণী রাগে গর গর করিতেছিলেন। তিনি থাবা মারিয়া সুপ্রভার হস্ত হইতে টাকা ও নোটগুলি মেজেয় ছড়াইয়া দিলেন। বলিলেন,—"আমি তোমাদের কে? আমি এখানে দাসী-বিত্তি কত্তে এসেছি,দাসী-বিত্তি করেই চলে যাবো। আমার অত ঝঞ্ঝাটে দরকার কি? বুড়োর ভীমরতি ধরেছে বলে বাপু, তোমারও কি বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই? তোমাকে রাখ্তে বল্লেন তুমিই রাখো।"

টাকাগুলি কুড়াইতে কুড়াইতে সুপ্রভা বলিল ;—"মা, এ তোমার ভারি অন্যায়। বাবা দিয়ে গেলেন,—তোমার ছেলের টাকা তুমি রাখ্‌বে না কে রাখ্‌বে ?"

দত্তগৃহিণী বলিলেন ;—"আমার ছেলের টাকা হলে, টাকা এনে আমার হাতেই দিত।"

সুপ্রভা বলিল ;—"এবার তুমি নেও। আমি তাঁকে বলবো,—এবার মাইনে এনে যেন তোমার হাতে দেন।"

দত্তগৃহিণী নিজের চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন ;—"ওরে কলি ! ছেলেকে শিখাবেন ছেলের বউ ! বলে,—'তুমি আমার সর্ব্বেশ্বরী, পা ধুয়ে দেও গণ্ডূষ করি !' অমন মায়ের পোড়া কপাল না !"

দত্তগৃহিণী কপাল চড়াইতে লাগিলেন। বিপদ সঙ্গীন দেখিয়া সুপ্রভা দত্তগৃহিণীর পা-দুখানি ধরিয়া বলিল ;—"মা, আমার অপরাধ হয়েছে, আমায় মাপ করো।"

বহুদিন-পরিচিত চীৎকার শুনিয়া, দত্ত মহাশয় ঘরে আসিয়া, এককোণে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। এমন সময় কালীধনও প্রবেশ করিল। তাহার ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে তাড়াতাড়ি গিয়া মাতার পা জড়াইয়া ধরিল,—বলিল ;—"মা, অপরাধ আমারই। এমন কাজ আর কর্‌বো না। এবার আমায় ক্ষমা করো।"

দত্তগৃহিণী শান্ত হইলেন

(২৫)

সম্প্রতি কালীধন বড় বিপন্ন! এক দুষ্ট-ক্ষত আজ প্রায় একমাস হইল, তাহাকে বড়ই যন্ত্রণা দিতেছে। চিকিৎসা-ব্যবসায় শ্লাঘার বিষয় বটে, কিন্তু এমন বিপজ্জনক,—এত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য জগতে বিরল। অহিতুণ্ডিক বিষধরের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া, তবে তাহার সহিত খেলা করে,—কিন্তু ইহা কালকূটময় কালান্তকের সহিত খেলা বা রণরঙ্গ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নিজের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হয়। আবার একটু অসাবধানতায় একটু তাচ্ছিল্যে পরের জীবন-সংশয় ঘটিবে, ইহা কি সহজ কথা!

কোনও এক রোগীর দূষিত ও পচনশীল ব্রণ অস্ত্র করিতে গিয়া, দুর্ব্বিপাক-বশতঃ ছুরিকার অগ্রভাগ কালীধনের বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলির মস্তকে বিদ্ধ হয়। তৎক্ষণাৎ রোগীর ক্ষতদেশ সেলাই করিয়া না দিলে, পাছে তাহার কোনও প্রকার বিপদ ঘটে এবং সেখানে সহায়তাকারী উপযুক্ত চিকিৎসক উপস্থিত না থাকায়, ক্ষিপ্রহস্ততাসত্ত্বেও নিজ ক্ষতের প্রতীকার করিতে কালীধনের একটু বিলম্ব হয়। ফলে, সেই ক্ষত নিরাময় না হইয়া, এক্ষণে পচিতে আরম্ভ করিয়াছে; অঙ্গুলির এক সব আক্রমণ করিয়াছে এবং যত দিন যাইতেছে তত নীচে নামিয়া আসিতেছে। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া, কালীধন রাজাকে এ বিষয় জানাইয়াছে। কর্ম্মদক্ষতা-গুণে রাজা কালীধনকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তিনি এই কথা শুনিয়া সাহেব ডাক্তার আনাইয়া কালীধনের চিকিৎসা করাইতেছেন। পূর্ব্ব হইতে ঔষধ-প্রয়োগ চলিতেছিল। ডাক্তার সাহেবও আসিয়া নানাবিধ ঔষধ দিয়াছেন, কোনও ফল হয় নাই। অতঃপর দুইবার অস্ত্রচালনাও ব্যর্থ হইয়াছে। অগত্যা অঙ্গুলিটাকে দেহ

হইতে বিচ্ছিন্ন করাই এখন ডাক্তার সাহেবের মত। কালীধনও তাহাতে না বলিতে পারে নাই।

কল্য প্রত্যুষেই অস্ত্র হইবে। রাত্রিতে কালীধন বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। সুপ্রভা বিষণ্ণভাবে পার্শ্বে বসিয়া বাতাস দিতেছিল।

ক্ষণকাল পরে কালীধন বলিল,—"ওঃ বড় যন্ত্রণা! সু—"

সুপ্রভা বলিল,—"কি কর্‌বো বল?"

কা। সু—তুমি একটু ফুঁ দেও। হয়ত পাখার বাতাসের চেয়ে তোমার ফুঁ ঠাণ্ডা। একটু ফুঁ দেও সু—

সুপ্রভা মস্তক অবনত করিয়া স্বামীর অঙ্গুলিতে ফুঁ দিতে লাগিল। খানিক পরে কালীধন বলিল;—"থাক্‌—আর দিতে হবে না—তোমার কষ্ট হচ্ছে।"

সুপ্রভা ফুঁ থামাইয়া বলিল;—"হোক্‌ আমার কষ্ট,—"তুমি ত একটু আরাম পাচ্ছ?"

কালীধন বিষাদ-হাসি হাসিয়া বলিল;—"আমারই ভুল, ফুঁ দিয়ে কি ঘরের আগুন নিবান যায়? ও কিছু হচ্ছে না, তোমার মুখ ব্যথা হচ্ছে মাত্র। থাক্‌,—তুমি বরং বাতাস দেও।"

সুপ্রভা আবার বাতাস দিতে লাগিল। কালীধন একটু স্থির হইয়া বলিল;—"তাইত, কাল আঙুলটা কেটে ফেল্‌বে। কি আর হবে? দুষ্ট বলদের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।"

সুপ্রভা চমকিয়া উঠিল, বলিল;—"কি বল্‌লে—আঙুল কেটে ফেলবে?"

কা। তা ভিন্ন আর উপায় কি?

সুপ্রভা কাঁদিয়া ফেলিল,—বলিল;—"তাহলে কি হবে?"

কা। হবে আর কি—সেরে যাবে। তোমার ভয় হচ্ছে? ভয় কি? আমি যে কত লোকের হাত পা কেটে দিয়েছি।

সু। ওগো ভয় কচ্ছি না। তুমি যখন বল্‌ছ,—ভয় কি, তখন ভয় কত্তে যাবো কেন? আমি ভাব্‌ছি,—তোমার এমন সুন্দর দেহের একটা অঙ্গ-হানি হবে,—আমি তা কেমন করে দেখ্‌বো?

কালীধন এত যন্ত্রণার মধ্যেও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল,—বলিল;—"পাগ্‌লি,—সামান্য একটা আঙুল গেলে লোকের কি হয়? আর সৌন্দর্য্য ত অন্তরে,—বাহিরের সৌন্দর্য্যে কি আসে যায়?"

সু। ও কথা বল্‌লে এখন আমি শুন্‌ব কেন? সেদিন ঐ পাহাড়গুলোর নীচে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল, তুমি আমাকে ডেকে দেখালে—আর বল্‌লে;—"ঐ দেখ, ভগবান পৃথিবীকে শুধু সুজলা-সুফলা করেন নি,—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত করেছেন। তেম্‌নি মানুষের অন্তরের ও বাহিরের সৌন্দর্য্যও ভগবানের দান।" আজ তুমি সেই ভগবানের দেওয়া সৌন্দর্য্য হতে বঞ্চিত হতে যাচ্ছ। ভেবে দেখ্‌ দেখি—আমার কত কষ্ট!

কালীধন মুগ্ধ হইল। সে সুপ্রভার গণ্ডে চুম্বন অঙ্কিত করিয়া বলিল;—"সু আমার, আজ আমাকে এই আঙ্‌লের যন্ত্রণায় যত না অধীর করেছে,—তোমার কথাগুলি তার চেয়ে বেশী আনন্দে অধীর করে তুলেছে। যেদিন তোমাকে আমি ঐ কথাগুলো বলেছিলাম,—সেদিন এই সাহেব ডাক্তারের মুখে শোনা আমেরিকার আর একটী গল্প তোমার কাছে করেছিলাম, মনে পড়ে? তাই কত্তে পার্‌লে উপায় হয়। কিন্তু সে বদ্‌ ফরমাস। কি কর্‌বে বল? ভগবান্‌কে ডাক, তিনিই তোমার মনের অভাব দূর কর্বেন।"

—:০-*-০:—

(২৬)

বাসন্তী প্রভাত। সিংহগড়ের অদূরবর্ত্তী পাহাড়-শ্রেণীর অন্তরাল হইতে দিনমণির বালারুণ-রশ্মি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। প্রাঙ্গণোপকণ্ঠস্থ শাল, পলাশ ও বন্য-কদম্ব বৃক্ষের শ্যাম পল্লবগুলি সুগন্ধ সমীরণভরে হেলিয়া দুলিয়া, মর্ম্মর ধ্বনি তুলিতে ছিল এবং প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থ নাতি-বৃহৎ উদ্যান হইতে বেলা ও মল্লিকার মধুর সুরভি চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া বেড়াইতেছিল।

এইমাত্র বৈঠকখানায় কালীধনের অঙ্গুলিচ্ছেদ সমাধা হইল। ডাক্তার সাহেবের সহকারী এখনও ব্যাণ্ডেজ-বন্ধনে নিযুক্ত। সাহেব হস্ত-প্রক্ষালন করিয়া, চেয়ারে বসিয়া এইমাত্র সিগারেটটী মুখে ধরাইয়াছেন,—এমন সময় বাড়ীর মধ্যে পরিচারিকার চীৎকার শ্রুত হইল ;—“ওগো তোমরা কে কোথা—এস গো,—আমার কথা শুনলেন্ না,—আনাজ কুট্‌তে গিয়ে মা আঙুল কেটে দুখানা করে ফেলেছেন।”

অদূরে দত্ত মহাশয় দণ্ডায়মান ছিলেন, চমকিত হইয়া ডাকিলেন ;—“সাহেব !” সাহেব বাঙ্গালা দেশে থাকিয়া বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। এসিষ্ট্যাণ্ট্‌কে বলিলেন ;—“You better see Mr. Dutt. I've another call” (তুমি মিঃ দত্তকে দেখ,—আমার আর একটা ডাক এসেছে।)

ডাক্তার সাহেব দত্ত মহাশয়ের সহিত অন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখেন—রক্তের নদী বহিয়া যাইতেছে! তরকারিগুলি রক্তময়। বটীখানি রক্ত-মাখিয়া কাৎ হইয়া আছে, আর তাহার পার্শ্বে সুপ্রভা রক্তাক্ত বসনে পড়িয়া আছে। তাহার শিথিল দক্ষিণ হস্তে বামহস্তের কর্ত্তিত মধ্যমাঙ্গুলি! এখনও ক্ষতস্থান দিয়া রক্তস্রাব হইতেছে।

"O God!"(হা ঈশ্বর!) বলিয়া সাহেব দৌড়িয়া গিয়া, বিচ্ছিন্ন স্থান চাপিয়া ধরিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া, কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অজস্র রক্তপাতে ও ভীষণ যন্ত্রণায়ও সুপ্রভার সংজ্ঞালোপ হয় নাই, কেবল মুখখানি পাংশুবর্ণ,—কিন্তু কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে পূর্ণ!

সাহেব বাঙ্গালায় বলিলেন ;—"বেটি, এ কি করিয়াছিস্?"

সুপ্রভা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল ;—"সাহেব, শুনেছি—তুমি নাকি পায়ের খিল খুলে আবার জোড়া দিয়েছ! এই নেও,—আমার আঙল, আমার স্বামীর আঙুলে পরিয়ে দিয়ে যাও।"

সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। আজ ৪৫ বৎসর তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায় করিতেছেন, বোধ হয়, হাজার Operation Case (অস্ত্রোপচারের রোগী) তাঁহার হস্তে নিরাময় হইয়াছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত রোগী ত তিনি চক্ষে দেখেন নাই! এক দেহ হইতে দেহান্তরে প্রত্যঙ্গ সংযোজিত করা যায়, আমেরিকায় থাকিতে তিনি তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন, জর্ম্মণীতে তিনি তাহাতে পূর্ণকাম হইয়াছেন, কিন্তু এমন ভাবের দেহ-সংযোগ তিনি তাঁহার জীবনে করেন নাই। ডাক্তার ধীরে ধীরে সুপ্রভার হস্ত হইতে শীর্ণ-ম্লান অঙ্গুলিটা তুলিয়া লইয়া, তাঁহার ক্রস্‌চিহ্নিত লকেটে স্পর্শ করিলেন, পরে রুমাল বাহির করিয়া তাহাতে জড়াইয়া পকেটে রাখিলেন।

তাহার পর সুপ্রভার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন ;—"বেটি, তুই আমার মা, বল্ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিবি?"

সুপ্রভা বলিল ;—"কি সাহেব—বল?"

সাহেব বলিলেন ;—"দেখ্, তুই যাহা করিয়াছিস্—এমন বড় কেহ করে না। অঙ্গুলি কাটিয়াছিস্,—কিন্তু কাটা ত ঠিক হয় নাই, ইহা—ত

তোর স্বামীর হাতে মিলিবে না,—ইহা আমাকে দে, আমি পূজা করিব। মেম-সাহেবকে দেখাইব,—ভারতবর্ষে এমন সুন্দর লেডী আছে। আর স্পিরিটে রাখিব—ঠিক থাকিবে। আমি যত দিন বাঁচিব—তোর নাম করিব—তোর পূজা করিব।”

সুপ্রভা প্রথমে কিছুই বলিতে পারিল না,—সে সাহেবের মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল—আর যেন গভীর ব্যর্থতার ক্ষোভে তাহার অক্ষিপ্রান্তে দুইটী মুক্তাবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। সাহেবের চক্ষুতেও জল আসিল! তিনি সস্নেহে সুপ্রভার মুখমণ্ডল হইতে অবিন্যস্ত চূর্ণালকগুলি সরাইয়া দিতে দিতে, একদৃষ্টে সেই সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া, উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একটু সুস্থ হইয়া সুপ্রভা ধীরে ধীরে বলিল ;—“সাহেব! ও আঙুল আমার ত নয়,—আমার স্বামীর।”

(২৭)

তখন কালীধনের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছে, শরীরও অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। সাহেব আসিয়া বলিলেন ;—"Well Mr. Dutt, how are you ?" (মিঃ দত্ত,—কেমন আছ ?)

কালীধন বলিল ;—"Thanks, getting well" (ধন্যবাদ, ক্রমেই সুস্থ বোধ কর্‌ছি।)

সাহেব বলিলেন,—"I see Mr. Dutt, you are fortunately fortunate. I've never seen such an exemplary sweet-heart as yours. She's sacrificed her middle finger for your sake! She ought to be revered." (মিঃ দত্ত, আমি দেখ্‌ছি, তুমি বিশেষ রূপে সৌভাগ্যবান্। আমি তোমার স্ত্রীর মত আদর্শ পত্নী কখনও দেখিনি। সে তোমার জন্য তার মধ্যমাঙ্গুলিটা বলিদান দিয়েছে ! এরূপ নারী পূজার যোগ্য।)

কালীধন চমকিয়া উঠিল। সাহেব কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন,—বলিলেন,—"Take nerve. Remember you are a medical man." (স্থির হও, মনে রেখো—তুমি একজন চিকিৎসক।)

কালীধন স্থির হইল। তখন সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—"Well Mr. Dutt, my fees ?—Extra of course, for extra labour and that from you,—not from the Rajah !" (তারপর মিঃ দত্ত, আমার পারিশ্রমিক ? অবশ্য অতিরিক্ত পরিশ্রমের দর্শনীটার কথাই বল্‌ছি। সেটা রাজার নিকট থেকে নয়—তোমার কাছ থেকেই চাই।)

কালীধন আশ্চর্য্য-ভাব-ব্যঞ্জক স্বরে বলিল ;—"Extra labour !" (অতিরিক্ত পরিশ্রম !)

সাহেব গম্ভীর ভাবে বলিলেন ;—"Yes, extra it is and for a feat extraordinary. I beseech thee, my friend, can you spare this token of divine love and self-sacrifice ?" (হাঁ, এ এক অসামান্য কার্য্যের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম। প্রিয় বন্ধু! আমি তোমার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা কচ্ছি,—আমাকে এই স্বর্গীয় ভালবাসার ও আত্মোৎসর্গের নিদর্শনটী দেবে কি ?) এই বলিয়া সাহেব ডাক্তার রক্ত-মাখা রুমাল হইতে অঙ্গুলিটী বাহির করিলেন এবং কালীধনের পার্শ্বে বসিয়া, তাহার নিকট সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিলেন। কালীধন বুঝিল,—সাহেব যাহা বলিতেছেন—তাহা কোন অংশে অযৌক্তিক নহে। তখন তাহার হৃদয় গরিমায় পূর্ণ হইয়াছে,—সে সাহেবের কথা ফেলিতে পারিল না,—অঙ্গুলি সাহেবকে লইতে বলিল। সাহেব রাজার নিকট আর ভিজিট্ লইলেন না,—দর্শনী-স্বরূপ সেই অঙ্গুলিটাই স্পিরিটের বোতলে পূরিয়া লইয়া গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন।

*　　*　　*　　*

তৎপরে এক মাস অতীত হইয়াছে। কালীধন ও সুপ্রভা দুইজনই নিরাময় হইয়াছে। দুইজনই যেন মানব-জীবনের উচ্চতর স্তরে উত্থিত হইয়াছে। মেঘ-নির্ম্মুক্ত আকাশের ন্যায় উভয়ের মুখমণ্ডলে চন্দ্র-কান্তি বিভাসিত হইতেছিল।

কালীধন একখানি ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত, আর সুপ্রভা তাহার পার্শ্বে একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট। উভয়ে এইরূপ কথোপকথনে নিযুক্ত ছিল ;—

কা। তা আঙুল কেটে ছেলেমি কল্লে কেন ?

সু। সহ্য কত্তে পারিনি। তোমার আঙুল যাবে,—আর আমার আঙুল থাকবে!

কা। কাটলে—কাটলে মাঝেরটা কাটতে গেলে কেন?

সু। আমি একদিন মিলিয়ে দেখেছিলাম, তোমার অনামিকা আর আমার মধ্যমা দেখতে প্রায় এক।

কা। ধন্য তুমি! ভাল কথা, সাহেব ডাক্তারের মেম তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

সু। ও ধন্যবাদ আমার প্রাপ্য নয়—তোমার। আর সবাই এত ধন্য ধন্য কচ্ছে কেন, বুঝতে পার্চ্ছি না! আমি এমন কি ধন্যবাদের কায করেছি! যে দেশের মেয়েরা আগে স্বামীর সহমৃতা হত, এখনও যে দেশের মেয়েরা বিধবা হয়ে সারা জীবন কঠোর সংযমে কাটায়,—পিপাসায় ছাতি শুকিয়ে গেলেও, একাদশীর দিন এক বিন্দু জল গ্রহণ করে না, সে দেশের মেয়ে আমি, স্বামীর জন্য—নিজের স্বার্থের জন্য সামান্য একটা আঙুল কেটে ফেলেছি—একি এত বেশী হয়েছে!

সুপ্রভার মুখ-মণ্ডল গম্ভীর—গরিমাময়। তখন আকাশে পূর্ণ-চন্দ্র উঠিয়াছে। সেই মধ্য প্রদেশের পূর্ণ সুধাকরের সুবিমল রজত কিরণ বাতায়ন পথ দিয়া, অংসোপরে, বক্ষে ও চূর্ণ-কুন্তল-শোভিত অপ্রসন্ন ললাটে পড়িয়া সুপ্রভার সর্ব্বাঙ্গ সুধাময় করিয়া তুলিয়াছিল। কালীধন দেখিল, সুপ্রভার দেহ-দর্পণে সীতা ও সাবিত্রীর প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে! সে নির্নিমেষ নেত্রে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া,—অন্যমনস্কভাবে বলিল;—

"সু,—তুমি আমার কে?"

সুপ্রভা বলিল;—"কতদিন জিজ্ঞাসা কর্ব্বে?"

কা। আজ আবার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে,—বল সু, তুমি আমার কে?

সু। আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিণী।

কালীধন সুপ্রভাকে বুকে টানিয়া লইয়া, আবেগময় কণ্ঠে বলিল ;—"তুমি আমার সর্ব্বাঙ্গিণী—হৃদয়ের একচ্ছত্রা রাণী।"

---

(২৮)

ইতিমধ্যে দত্তগৃহিণীর সহিত চাকরাণী ও রাঁধুনী বামনের এক তুমুল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার বৃত্তান্ত এইরূপ ;—

একদিন দত্তগৃহিণী তরকারী কুটিতে কুটিতে বলিলেন,—"বামনটাকে রোজ বলি,—বটীখানাকে একবার আগুনে পুড়িয়ে দিতে,—তা আর হল না। একজনকে খেয়েছে, কবে আবার আমাকে খাবে।"

বামনঠাকুর তখন রাঁধিতেছিল,—এই কথা শুনিয়া সে হাসিতে হাসিতে বলিল ;—"কেন—ও বটী ত পবিত্র হয়ে গেছে!"

দত্তগৃহিণী বলিলেন ;—"হাঁ, তা পবিত্র হয়েছে বই কি! রান্নাঘরের মধ্যে এসে ম্লেচ্ছ ঢুক্‌লো,—ঘরের বোয়ের মাথায় কেমন হাতখানা বুলিয়ে দিলে! পবিত্র কত ;—'মা গঙ্গা সুরধনি, পুরাণে মহিমা শুনি!'"

ঝি অদূরে কূপ হইতে জল তুলিয়া, ছাড়া কাপড় গুলি কাচিতে ছিল,—সে সহসা বলিয়া বসিল ;—"দিদিমণি! ও কথা বল্‌ছ কেন? অমন অবস্থার আর উপায় কি? সাহেব খুব ভাল গো,—অমন সাহেব যদি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, তাহলে আমি বত্তে যাই।"

দত্তগৃহিণী বলিলেন ;—"তা তোর আর কি বল্? তিন কুল খেয়ে ঝি-বিত্তি কত্তে এসেছিস্,—বত্তে যাবিই ত। ভদ্দর গেরস্তের ঘরে তা হয় না।"

ঝি রাগিয়া বলিল ;—"দেখ দিদিমণি ! যা বল—তা বল, জাত-কুল ধরে কথা বল কেন ? ঝি-বিত্তি কত্তে এসেছি বলে, অত কথা শুন্‌তে আসি নি।"

দত্তগৃহিণী চড়িয়া বলিলেন ;—"মাগ্‌না ঝি-বিত্তি কচ্ছিস্—না ? বল্‌বো না—একশ' বার বল্‌বো। কোট্‌না আর কুট্‌নীর সব তাতে ফোড়ন্ দেওয়াটী আছে।"

তখন ঠাকুর চটিয়া বলিল ;—"দেখ মা, বেশী বেশী কথা বলো না। আমরা তোমার অত কথা শুন্‌তে পার্‌বো না। আমরা তোমার খাই-ও না পরি-ও না,—তুমি অত চোক্ রাঙাবে কেন ?"

গৃহিণী অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন ;—"বটে,—হারামজাদা—পাজি, আচ্ছা দাঁড়া, তোদের জব্দ করে দিচ্ছি"—এই বলিয়া বুক চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে ও চীৎকার করিতে করিতে কালীধনের উদ্দেশে ছুটিলেন।

ঠাকুর ও ঝি—"চল আমরাও যাচ্ছি"—বলিয়া পশ্চাদনুসরণ করিল।

দত্তগৃহিণী কালীধনের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন ;—"দেখ বাপু, হয় তোমার পিয়ারের ঝি—বামন নিয়ে থাক,—আমাকে বিদেয় দেও ; আর তা যদি না হয়,—ওদের শাসন কর। ওদের যত বড় মুখ না—তত বড় কথা—বলে কিনা আমার খায় না পরে !"

কালীধন ঝি ও বামনঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল ;—"তোমরা ওই কথা ওঁকে বলেছো ?"

ঠাকুর বলিল ;—"হাঁ বলেছি, উনি গালাগালি দিলেন কেন ? শেষে বাপ পর্য্যন্তও তুলেছেন।"

ঝি বলিল ;—"উনি আমার কুল তুলে গাল দিলেন কেন ? বোল্ বল্‌তে ওঁর্ যা মুখে আসে—তাই বলেন।"

কালীধন দেখিল, মহা মুস্কিল ! প্রতিবাদীর অপেক্ষা বাদীর দোষই বেশী।

কিছুক্ষণ পরে বলি —"দেখ ঠাকুর মশায়, তোমরা ওঁরই খাও—এটা মনে রেখো। খবদ্দার, তোমরা ওঁকে বেশী কিছু বল্‌বে না। ফের যেদিন শুন্‌বো—তোমরা আমার মাকে অপমান করেছ,—সেদিন তোমাদের চাকরী থাক্‌বে না। এবার তোমাদের ক্ষমা কল্লাম—খুব সাবধানে চল্‌বে,—বুঝ্‌লে ?"

দত্তগৃহিণী বঙ্কিম দৃষ্টিতে ঝি ও বামনের পানে চাহিয়া—"কেমন—হয়েছে ?" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ঝি ও বামনঠাকুর যাইতে উদ্যত হইল। এমন সময় কালীধন বলিল;—"দাঁড়াও ঠাকুর মশায়, তোমরা তোমাদের গত মাসের মাইনেটা নিয়ে যাও।" এই বলিয়া মনিব্যাগ হইতে টাকা বাহির করিয়া প্রত্যেকের হস্তে দিল।

তাহারা বাহিরে আসিয়া গণিয়া দেখিল,—দুইজনই দুইটী টাকা বেশী পাইয়াছে !



(২৯)

আজ দেড় বৎসরের পর কালীধন মিত্রগৃহিণীকে পত্র দিয়াছে। একটী রজ্জুর দুই প্রান্ত ধরিয়া, দুই জনে সবলে টানাটানি করিতে করিতে, যদি সেই রজ্জু সহসা ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে আকর্ষণকারী দুই ব্যক্তিই ছিট্‌কাইয়া, পরস্পরের দূরে গিয়া পড়ে। কালীধন ও মিত্রগৃহিণীর ঠিক তাহাই হইয়াছিল। আকর্ষণ-জনিত অভিমান দুজনেরই চিত্ত অধিকার করিয়া,—দুজনকেই তফাৎ করিয়া দিয়াছিল।

কালীধন ভাবিল,—দেখি, মা আমার কেমন ছেলেকে ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে;—মিত্রগৃহিণীও ভাবিলেন,—দেখি, ছেলে আমার কেমন মাকে প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া না ডাকিয়াই বা কি করিয়া থাকে। দূরে অবস্থানের সময়ই আঁখির অন্তরালে পরীক্ষা করা মানবের স্বভাব। এক্ষণে ফল-প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে, যখন উভয়েই বিফল-মনোরথ হইলেন,—তখন উভয়েই দেখিলেন,—হৃদয়াকাশ অভিমানের জলদজালে সমাবৃত হইয়াছে!

যে দেশে ছয় মাস দিন, ছয় মাস রাত্রি,—সেই মেরুপ্রান্তের লোক, দিনে হাসে, খেলে, কায করে, আবার আমাদের দেশের রাত্রির ঘুমও তাহারা দিনেই ঘুমায়। পক্ষান্তরে, রাত্রি আসিলে পূর্ব্ববৎ দৈনন্দিন কার্য্যসমূহ সম্পাদন করে,—তাহার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। দিবা ও নিশাগমের দীর্ঘ ব্যবধানের মধ্যে বোধ হয়, তাহাদের কেহ কেহ কিয়ৎকালের জন্যও দিন বা রাত্রির কথা বিস্মৃত হয়। কালীধনের বোধ করি সেই অবস্থা হইয়াছিল। সে এখন সেই মেরুপ্রান্তের রাত্রির মধ্যে অবস্থান করিতেছিল। দত্ত-গৃহিণীর নানাবিধ বিগর্হিত ব্যবহার তত্রত্য উৎকট শীতলতা,—আর

সুপ্রভার স্বর্গীয় অনুরাগজড়িত মধুরিমা তত্রত্য সীমান্ত-তারকা (Aurora Borealis)। বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত অশান্তির মধ্যেও,—নানাবিধ দৈব-দুর্ব্বিপাকরূপ ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যেও, সেই সীমান্ত-তারকার কান্তদ্যুতিই তাহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল,—সেই জন্য মিত্রগৃহিণীর নিঃস্বার্থ স্নেহরূপ বিভাকরের কবোষ্ণ কিরণমালার কথা তাহার মনে ছিল না।

মিত্রগৃহিণী দেখিলেন,—পরের ছেলেকে মানুষ করিতে গিয়া, তিনি বড়ই জড়াইয়া পড়িতেছেন। স্বামীর অতুল ঐশ্বর্য্য-রূপ অগাধ বারিরাশির মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াও, শুষ্কতালু সিক্ত করিবার উপায় তাঁহার নাই। এই শীতল সলিলে অবগাহন করিয়া স্বামী-বিয়োগ-জনিত পিপাসার নিবৃত্তি হয় না, প্রলেপে এ রোগের উপশম নাই—বরং বৃদ্ধি হয়। হায়! যিনি তাঁহাকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি ত তাঁহাকে বারি-পানের অধিকার দিয়া যান নাই! তবে আকণ্ঠ ডুবিয়া লাভ কি? প্রকারান্তরে, তিনিই ত তাঁহাকে তীরে উঠিতে বলিতেছেন। পূর্ব্বজন্মে হয়ত তিনি স্বামীর অনুজ্ঞা অবহেলা করিয়াছিলেন—তাই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। এ জন্মেও যদি তাঁহার অনুজ্ঞা পালন না করেন, পর জন্মেও আবার কাঁদিতে হইবে। আবার ভাবিলেন,—কালী মানুষ হইয়াছে—দূরে গিয়া বোধ হয় তাঁহাকে আর তাহার মনে নাই;—ভালই হইয়াছে—আপনিই বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে,—আর তাহাতে নিজেকে জড়াইবেন না—তিনিও তাহাকে ভুলিবেন। সেই জন্য আশুতোষকে তুষ্ট করিয়া, ভবিষ্যৎ জীবনে স্বামিসুখে চিরসুখিনী হইবার প্রত্যাশায় তিনি কাশীবাসিনী হইয়াছেন; বিশ্বস্ত গোমস্তার হস্তে বিষয়-তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত করিয়া, শিবধামে শিবপূজা-নিরত হইয়াছেন। কিন্তু বহুক্ষণ প্রহৃত শিশু যেরূপ ক্রন্দন-নিবৃত্তির পরও ক্ষণে ক্ষণে ফোঁপাইতে থাকে, মিত্রগৃহিণীর মনও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে

কালীধনের জন্য কাঁদিয়া উঠিত। অতি কষ্টে তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিতেন। অধিকন্তু, পূর্ব্বোক্ত অভিমান তাঁহাকে কতকটা স্থির রাখিয়াছিল।

কিন্তু পুত্র-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কালীধনের অভিমান টুটিল। দুঃখে অভিমান প্রবল হয়, কিন্তু সুখের বন্যায় অভিমানের আবর্জ্জনা ভাসিয়া যায়। কালীধনের অভিমান ভাসিয়া গেল। তাহার উপর সুপ্রভার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সে কিছুতেই এড়াইতে পারিল না। সে আরও ভাবিয়া দেখিল,—যাঁহার স্নেহ-করুণার ছায়াতলে মানুষ হইয়া, আজ তাহার এই সুখের সন্ধান মিলিয়াছে,—সেই স্নেহময়ীকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য এই সুখের অংশ হইতে বঞ্চনা করা, তাহার পক্ষে কোনক্রমে সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং, সে স্থির করিল,—তাঁহাকে তাঁহার ভাগ বুঝাইয়া দিয়া, তাহার দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবেই।

কালীধন মিত্রগৃহিণীকে লিখিল ;—

"মা !

এতদিন ভাবিয়াছিলাম, দেখি—'মা হারে কি পুত্র হারে।' আজ দেখিতেছি—পুত্রই হারিল। হারিবারই কথা,—মা যে পাষাণী! মধ্যে মধ্যে আসিবে বলিয়াছিলে,—এ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যস্থল খুঁজিয়া পাইলে না ?

অনেক দিন মা অন্নপূর্ণার অন্ন খাই নাই। তাহার উপর চামুণ্ডার কোপে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। তুমি না আসিলে এ দুর্ভিক্ষ দূর করে কে ?

দুইটী বসন্ত চলিয়া গিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র শরতে অকাল-বোধন করিয়াছিলেন,—আমিও তাহাই করিতেছি কি ? রামচন্দ্র মাকে পাইয়াছিলেন, আমার কি সে সৌভাগ্য হইবে না ?

মনে আছে কি ?—একদিন বলিয়াছিলে,—'তুমি মা যশোদা আর আমি তোমার নীলমণি।' আজ ছয়মাস হইল,—তোমার নীলমণির একটী

নীলমণি হইযাছে। যশোদা নীলমণির নীলমণি দেখিবার ভাগ্য করিয়া আসেন নাই,—দেখিতেও পান নাই। তোমার সে সৌভাগ্য হইয়াছে, একবার দেখিয়া যাইবে না?—নীলমণির নীলমণিকে একবার কোলে করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবে না?

পূর্ব্বে গোপাল মথুরার রাজা হইয়াছিলেন, আর যশোদা 'গোপাল গোপাল' বলিয়া কাঁদিয়া গোকুল ভাসাইয়াছিলেন। এবার যশোদা কাশী-বাসিনী, আর গোপাল 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে! যদি ব্রজে আর না এস, পত্রে পদরজঃ পাঠাইও—তিন জনে মাথিয়া ধন্য হইব। ইতি—

তোমার—কালী"

—:*:—

(৩০)

তীর্থগণাগ্রগণ্যা বারাণসী মহাদেবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত। সেজন্য কাশীতে ভূমিকম্প হইবার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন হয়। পাতকীর পাপ-কর্দ্দমে শূলপাণির ত্রিশূলে এমন মরিচা পড়িয়াছিল,—যে তাহাতে তাহার কাশীর ভার রক্ষা করা ভার হইয়াছিল। পিনাক বোধহয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—সুতরাং, বারাণসী ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ভূমিকম্প হইবেইত!

এমন কাশীতেই যদি ভূমিকম্প হয়,—তবে কাশীবাসিনী মিত্রগৃহিণীর আসনই বা টলিবে না কেন? কালীধনের পত্র পাইয়া তিনি বিচলিতা হইয়াছেন। বিশেষতঃ, গত রাত্রিতে এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছেন,—তাহাতে তাঁহাকে আরও কাতর করিয়াছে। দেখিয়াছেন,—তিনি যেন শূন্যপথে শিব-দূতের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছেন। উচ্চে,—অতি উচ্চে শুভ্রমেঘা-

স্তরালে তাঁহার পরমপূজ্য স্বামীদেবতার দিব্যকান্তি ধূম-বেষ্টিত অগ্নি-শিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। দূতবর বায়ুগতিতে চলিয়াছেন,—তিনিও যেন কি এক আকর্ষণে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সহসা নিম্নে করুণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল। তিনি যেন মুখ নত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্নেহের কালীধন তাঁহার অনুবর্ত্তী! তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই শূন্যদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু পরক্ষণে সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন,—সে শিবদূত অন্তর্হিত,—স্বামী-মূর্ত্তিও নিকষকৃষ্ণ ঘনাবরণে লুক্কায়িত হইয়াছে! আবার নিম্নে চাহিয়া দেখিলেন, কালীধন অধঃপতিত হইতেছে,—অতি দ্রুত—দ্রুততর গতিতে উর্দ্ধপদ হইয়া পতিত হইতেছে,—আর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে,—"মা, এই আমি চলিলাম,—জন্মের মত চলিলাম,—আর দেখা হইবে না।" অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল।

স্বপ্ন-দর্শনের পরদিন প্রভাতেই মিত্রগৃহিণী কালীধনের পত্র পাইলেন। অভিমান ত চূর্ণ হইলই,—সাধনার পথ হইতেও বুঝি একটু দূরে সরিয়া পড়িলেন। মিত্রগৃহিণী ভাবিলেন;—শিবপূজার অভীষ্ট-ফল পুত্রের প্রতি উদাসীনতার জন্যই তিনি ঐ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। মনে ধিক্কার আসিল। বলিলেন;—"কালীধন যথার্থই লিখেছে,—আমি পাষাণীই ত!"

অল্প দিন মধ্যে মিত্রগৃহিণী পুত্র-গৃহে উপনীত হইলেন।

* * * *

একদিন তিনি কালীধনের নবশিশুকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে সুপ্রভাকে বলিলেন,—"এত কাণ্ড কল্লি তোরা,—আচ্ছা বাপু, তুইই কোন্ আমাকে একখানা পত্র দিলি!"

সুপ্রভা বলিল ;—"মাসিমা, দেবো কি ?—আমি লিখ্‌তে গেলে তোমার ছেলে যে এসে বারণ কত্তেন,—বল্‌তেন—'অমন কাযটী করো না—যোগমায়ার যোগ ভঙ্গ হবে !'"

নিকটে কালীধন দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। মিত্রগৃহিণী তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এখন ছেলে হয়েছে,—ছেলের দরদ বুঝ্‌তে পেরে বুঝি আমাকে মনে পড়েছে ?"

কালীধন জবাব দিল ;—"মা, কুপুত্র যদিও হয়—কুমাতা কখনো নয়।"

মাতা বলিলেন ;—"তবে ? তা যদি জান্‌লি, পত্র দিলি না কেন ?"

পুত্র বলিল ;—"মা, ওটা উভয়তঃ।"

মাতা বুঝিলেন—বলিলেন ;—"ও—আমি তোর কুমাতা ?"

পুত্র। আর অমি বুঝি তোমার কুপুত্র ?

মাতা। কে বলে ? অমন কুপুত্র কার আছে ?

পুত্র। অমন কুমাতাও ক'জনের আছে ? তবে আসল কথা,—যদি কোনও কারণে তোমার মন শিবপূজা থেকে বিরত হয়, তাই তোমাকে পত্র দিই নি। ছেলেটা হতে—মনটা একটু খুসী হল,—তোমাকে দেখাতে ইচ্ছা হল। সুপ্রভাও ছাড়্‌লে না, তাই তোমাকে আস্‌তে পত্র দিলাম। যাক্‌, আবার কাশী যাচ্ছ কবে বল দেখি ?

মাতা। কেন ? একদিন তুই বলেছিলি,—তুই আমার ভার-বোঝা, আর আজ বুঝি আমি তোর ভার-বোঝা হয়েছি ?

পুত্র। ভীমসেন জতুগৃহ-দাহের সময় কুন্তীদেবীকে মাথায় করে পলায়ন করেছিলেন। মা ! আমিও যে তোমার স্নেহে বলীয়ান্‌—ভীমসেন।

মাতা হাসিলেন, বলিলেন,—"কি জানি, পরশুরাম আবার মাতৃহত্যাও করেছিলেন ”

পুত্র বলিল ;—"আমার বোধ হয়, পরশুরাম পিতার নিকট হতে মাতৃ-ভক্তি শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু আমি যে আমার মায়ের নিকট হতে পিতৃভক্তি শিক্ষা করেছি।"

মাতা অন্য কথা পাড়িলেন।

"তা যেন হল—কিন্তু সুপ্রভার কি কচ্ছিস্? এমন সোণার বর্ণ কালী হয়ে গেছে—তার কি ব্যবস্থা কচ্ছিস্?"

কালীধন হাসিতে হাসিতে বলিল ;—"নন্দরাণী 'হা-গোপাল-যো-গোপাল' বলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে দেহত্যাগ করেছিলেন,—উনি বোধ হয় গোপাল কোলে হাস্‌তে হাস্‌তে দেহত্যাগ কর্ব্বেন।"

সুপ্রভা কালীধনকে বলিল ;—"তোমাদের রেখে যেতে পারি ত সে আমার সৌভাগ্য।"

মিত্রগৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন ;—"বালাই ষাট্‌,—আগে আমি যাব, তবে ত তোরা। ভাল কথা নয় বাবা,—একটু সাবধান হ। তারপর খোকার ভাত দিবি কবে?"

কালীধন হাসিতে হাসিতে বলিল ;—"খোকার ভাত খেয়ে তারপর যাবে? তা হলে তোমার যেতে এখনও অনেক দেরী!"

"তা হোক—কবে দিবি বল?"

কালীধন ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলিল ;—

"খোকার অন্ন—অন্নপূর্ণাই দেবেন।"

(৩১)

মিত্রগৃহিণী আসা অবধি, দত্তগৃহিণীর পশার একদম মাটী ! ঝি ঠাকুরের সঙ্গে ত বনেই না,—কালীধন ও সুপ্রভার সঙ্গে এতদিন যেমনটী ছিল, মিত্রগৃহিণী আসার পর হইতে ঠিক যেন তেমনটীও নাই। আবার মিত্রগৃহিণী উঁহাদের দুজনকে টানিয়া লইলেন দেখিয়া, মিত্রগৃহিণীর উপরও তাঁহার সুনজর পড়িল না। দত্তগৃহিণী ভাবিলেন ;—"যাও ছিল রয়ে বসে—তাও নিল বর্গী এসে,—এত বড় জ্বালা !"

কিন্তু দত্তগৃহিণীর দোসর জুটিল। দত্ত মহাশয়ই ঘুরিয়া ফিরিয়া গোঁজের গোড়ায় আসিলেন। এখন,—কালীধন অপেক্ষা মিত্রগৃহিণীর Valency অর্থাৎ আণবিক শক্তি বেশী, সুতরাং, কালীধন দত্ত মহাশয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মিত্রগৃহিণীর সহিত মিলিত হইল। অগত্যা দত্ত মহাশয় তাঁহার—"অসময়ের সম্বল—লোটা আর কম্বল"—গৃহিণীকে সার করিলেন।

কিন্তু তাই বলিয়া, কালীধন বা সুপ্রভা যে উঁহাদের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে লাগিল, তাহা নহে। গৃহে পরমাত্মীয় আসিলে, গৃহস্থ যেমন পরিবার-ভুক্ত অন্যান্য পরিজনকে দেখে, তাহারা সেইরূপ দেখিতে লাগিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে ভাবে দেখিলে চলিবে কেন ? জামাতা শ্বশুর বাটী আসিলে, শ্বশ্রূঠাকুরাণী রুইমাছের মুড়াটী ছেলের পাতে না দিয়া জামাতার পাতেই দেন,—ছেলে তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইতে পারে,—কেননা, তাহার ভগিনীপতি খাইতেছে। মিত্রগৃহিণীর বিষয়ে সে দৃষ্টান্ত খাটিবার কথা নয় ত !

ভুক্তভোগী—ব্যথার ব্যথী না হইলে, মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া সুখ নাই। সেই জন্যই রামচন্দ্র গুহকচণ্ডালের সঙ্গে মিত্রতা করিয়াছিলেন,—দুই জনই পিতৃকর্তৃক বিতাড়িত। দত্ত মহাশয় ও দত্তগৃহিণী আজ তুল্য-

দশায় পতিত হইয়াছেন, সুতরাং, পরস্পরের সহানুভূতি থাকিবারই কথা। তবে পূর্ব্বানুষ্ঠিত অকৃতজ্ঞতার জন্য দত্ত মহাশয়কে মধ্যে মধ্যে দত্তগৃহিণীর শ্লেষবাক্য সহ্য করিতে হইত। কেবল অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া, তাহা তাঁহাকে বিশেষ অস্থির করিতে পারিত না।

বিশেষতঃ, আজ তিনি বড় বিপন্ন—বেচারীর আফিং ফুরাইয়াছে! চাহিবারও উপায় নাই, কারণ সেদিন কালীধন বলিয়াছে,—"বাবা আপনি দিন দিন আফিংএর মাত্রা বড় চড়াচ্ছেন,—ও ত ভাল নয়। ওতে আপনার শরীর ক্রমেই খারাপ করে ফেল্‌ছে। মাত্রা কমিয়ে দিন্। এই ভাগ করে দিলাম, এতে আপনার সাত দিন হবে।"

কিন্তু দত্ত মহাশয় পাঁচদিনে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া বসিয়া আছেন! আফিং মাত্রায় কম হইলে চলে,—কিন্তু একেবারে বন্ধ হইলে মহামুস্কিল। তিনি নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় দত্তগৃহিণীর নিকট বসিয়া আছেন, যদি মুস্কিল আসান হয়।

মানসিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলেও, দত্তগৃহিণী এখনও গৃহের কর্ত্রী। কেবল গত মাসের উপার্জ্জিত অর্থ কালীধন মিত্রগৃহিণীর নিকট দিয়াছে। তাহার কারণ, মিত্রগৃহিণী কালীধনের পুত্রের অন্নপ্রাশন দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। বেশী টাকা ত সঙ্গে আনেন নাই। চম্পাপুর হইতে আনাইতেও দেরী হইবে। এইজন্য ঐ টাকা আপাততঃ ধারস্বরূপ লইয়া গহনা গড়াইতে দিয়াছেন। কিন্তু দত্তগৃহিণী তাহা উল্টা বুঝিয়াছেন। তিনি উপবিষ্ট দত্ত মহাশয়কে বলিলেন ;—

"আফিং ফুরিয়েছে, তা আমার কাছে বসে ন্যাজ নাড়্‌লে কি হবে? যাও না,—ছেলের মা এসেছে,—তার কাছে যাও। আমি ত তার সৎমা। মা পেলে সৎমাকে কি মনে থাকে? এখন মা-ই সব—উড়ে এল চিল, জুড়ে নিল বিল!"

দত্ত মহাশয় অপ্রতিভভাবে ঈষৎ বিরক্তিব্যঞ্জককণ্ঠে বলিলেন ;—"আহা আস্তে বলনা ছাই, ওরা শুন্‌লে কি ভাব্‌বে ?"

অপেক্ষাকৃত উচ্চগ্রামে সুর চড়াইয়া দত্তগৃহিণী বলিলেন ;—"শুন্‌লে ত বয়ে গেল। ন্যায্য কথা বল্‌তে আমি বাপকেও ডরাই না। এই আমি খুব গলা করে বল্‌ছি,—ওগো দিদি, তোমার ছেলের বাপের আফিং ফুরিয়েছে গো। আমার কাছে এসে ভিড়্ ভিড়্ কচ্ছেন। একটু আফিং দেও গো—আফিং দেও।"

দত্তগৃহিণীর কথা শেষ হইতে না হইতে, দত্ত মহাশয় তাড়াতাড়ি বাহিরে উঠিয়া গেলেন। কিন্তু কথাগুলি মিত্রগৃহিণীর কর্ণগোচর হইল। তিনি অতি সরলচিত্তা। অতি বুদ্ধিমানও কুটীলের কূটনীতি বুঝিতে পারে না। তিনি বুঝিলেন,—পিতা উপযুক্ত পুত্রের নিকট আফিংএর কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। তিনি কালীকে ডাকিয়া বলিলেন ;—"হ্যাঁরে কালী, তোর বাপের আফিং ফুরিয়েছে,—আনিয়ে দিস্ নি ?"

কালীধন বলিল ;—"সে কি ? বেশী মাত্রায় আফিং খান বলে আমি নিজে মাত্রা ভাগ করে দিয়েছি,—সে আফিং এখনও ত দুদিন হওয়ার কথা। আফিং অত খাওয়া কি ভাল ?"

মিত্রগৃহিণী হাসিয়া বলিলেন ;—"দেখ্,—বুড়ো বাপের ওপর আর ও ডাক্তারীটা চালাস্ নি। খাওয়া-দাওয়া গেছে। খান—আফিং আর দুধ। দে—দে আফিং আনিয়ে দে—মোটে আফিং নেই। আহা, কত কষ্ট পাচ্ছেন !"

অগত্যা কালীধন আফিং আনিতে লোক পাঠাইল।

০[*]০

(৩২)

রাখালের পালে বাঘ পড়ার মত, সময় সময় অনেক হাসি-তামাসার কথা সত্য সত্যই ফলিয়া যায়। কালীধনের কথাও আজ সত্যে পরিণত হইতে চলিল। প্রসবের কালে সুপ্রভা অত্যন্ত কষ্ট পায়,—এমন কি, জীবন সংশয় ঘটে। ভাগ্যক্রমে সে সে যাত্রা রক্ষা পাইল, সন্তানেরও প্রাণহানি হইল না বটে, কিন্তু শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার দিন কতক পরে, দুশ্চিকিৎস্য সূতিকা দেখা দিল। প্রথমে কালীধন নিজেই চিকিৎসা করিতেছিল। যখন বুঝিল,—জরায়ুতে ক্ষত দেখা দিয়াছে, তখন সুপ্রভাকে নিজের চিকিৎসাধীনে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না। সেই সাহেব ডাক্তারকে আনিবার জন্য কলিকাতায় টেলীগ্রাম পাঠাইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সংবাদ আসিল,—সহসা কোনও কার্য্য-ব্যপদেশে ডাক্তার সাহেব ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। অগত্যা অন্য ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা-কার্য্য চলিতে লাগিল।

মিত্রগৃহিণীর সিংহগড়ে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই সুপ্রভার অসুস্থতা আরম্ভ হইয়াছে। তবে খোকার অন্নপ্রাশন অবধি তাহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। বিদেশে,—বঙ্গদেশের বাহিরে অন্নপ্রাশনে যতটুকু আড়ম্বর সম্ভব হইতে পারে, মিত্রগৃহিণী তাহার ত্রুটী করেন নাই। সেই সময় বেশী চলাচল ও নানাবিধ অনিয়মে, অন্নপ্রাশনের চারি পাঁচ পরে সুপ্রভার প্রবল জ্বর ও যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল—সুপ্রভা শয্যাশায়িনী হইল। জ্বরের প্রাবল্য দেখিয়া কালীধন ভীত হইল ও দুইজনে বিশেষ সাবধানে চিকিৎসা করিতে লাগিল। তথাপি রোগের বৃদ্ধি বই হ্রাস দেখা গেল না।

মিত্রগৃহিণীর কাশী যাওয়া ঘুস্‌ড়াইয়া গিয়াছে। তিনি এক প্রকার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, অহোরাত্র রোগিনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন।

আজ দুইদিন হইতে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সুপ্রভার ১০৫ ডিগ্রী জ্বর;—তাহার উপর অত্যধিক যন্ত্রণায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শ্বাস-রোধের উপক্রম হইতেছে।

হায়! সুপ্রভা আর বাঁচে না। সোণার কমল অকালে শুকাইবে,—সোণার সংসার ছারখার যাইবে,—কালীধনের হৃদয় শ্মশান হইবে,—এই সকল মিত্রগৃহিণীর মনে উদিত হইতেছে, আর অব্যক্ত যন্ত্রণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে। যখন একান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছেন, তখন তিনি লুকাইয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। লুকাইয়া—পাছে সুপ্রভা বুঝিতে পারে,—ইহা তাহার বিদায়-অভিনন্দন!

কালীধনের অবস্থার কথা আর কি বলিব? উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞ ডাক্তার সে,—প্রতিদিন যে ব্যক্তি মৃত্যুকে লইয়া কন্দুক-ক্রীড়া করে,—আজ সে বড় অধীর। তবে সে অধীরতা বাহিরে নহে—হৃদয়ে;—বক্ষে স্তূপীকৃত উচ্ছ্বাস্ লুক্কায়িত রাখিয়া, সে স্থিরভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু আগ্নেয়গিরি সঞ্চিত অগ্নিরাশি কতক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারে? বর্ষণোন্মুখ জলধর-দল স্নিগ্ধ-সমীর-স্পর্শে কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? প্রাণের বস্তুর প্রাণবিয়োগের সময় নিকট হইলে, হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী-দেবীর বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিলে, মানসী-বীণার প্রধান তন্ত্রী ছিন্ন হইবার উপক্রম হইলে, অতি-বড় দৃঢ়চেতারও ধৈর্য্যের বাঁধ শিথিল হইয়া পড়ে।

ডাক্তার সে,—আসন্ন বিপদের করালমূর্ত্তি সে বহু পূর্ব্বেই মনশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া,—শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে, এতদিন সহিষ্ণু হইয়া ছিল,—কিন্তু আজ সুপ্রভার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া,—নিজেকে কিছুতেই স্থির রাখিতে পারিল না,—শত চেষ্টা করিয়াও পারিল না। সে কাঁদিল,—বালকের ন্যায়ই আত্মহারা হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

যখন মিত্রগৃহিণী বলিলেন ;—"কালী দেখ্,—আজ সুপ্রভা যেন অনেকটা ভাল। জ্বরও নরম পড়েছে,—কেমন জ্ঞানের মত কথা বল্‌ছে। তুই অমন করে চেয়ে রয়েছিস্ কেন ? দেখ্ না—অনেক ভাল।"

তখন কালীধন একেবারে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"মা,—তুমি বল্‌ছ—ভাল,—কিন্তু—আমি দেখ্‌ছি—ভাল নয়,—ওই শেষ ভাল।"

এই কথা শুনিয়া মিত্রগৃহিণীও কাঁদিয়া উঠিলেন। এমন সময় ডাক্তার বাবু ছুটিয়া আসিলেন—বলিলেন ;—"কালীবাবু, কি কচ্ছেন ? শুধু বসে বসে কাঁদ্‌ছেন ! এই ঔষধটা আগে খাইয়ে দিন্—"

কিন্তু সুপ্রভা অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল ;—"আর কেন ওষুধ দিয়ে আমার যাতনা বাড়াও ? আমাকে সজ্ঞানে সহজ অবস্থায় সুখের মরণ মর্ত্তে দাও। মাসিমা, খোকাকে আন। সবাইকে ডাক।"

কালীধন ডাক্তার বাবুটীর হাত হইতে ঔষধের শিশিটা কাড়িয়া লইয়া ঘরের মেঝেয় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল !

—:o:—

(৩৩)

সুপ্রভা চলিয়া গেল,—বড় গৌরবের সহিতই চলিয়া গেল। এই অকাল-বৈধব্য-পরিপূরিত বঙ্গদেশের অনেক রমণীর তুলনায়, সুপ্রভা বড় ভাগ্যবতীর মরণই মরিয়াছে। স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া, সীমন্তিনী নাম সার্থক করিয়া, সুন্দর সাটী পরিয়া, পদতল অলক্তক-রাগ রঞ্জিত করিয়া, বুকের ধন, সুকুমার শিশু-রত্নকে বুকে ধরিয়া,—সে কেমন সুন্দর সুচির-নিদ্রায় নিদ্রিত হইল!

যে যায়—সে বেশ যায়,—কিন্তু যাহার যায়,—তাহার যে সর্ব্বনাশ করিয়া যায়! আজ কালীধনের যে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, সমস্ত জগতের বিনিময়ে তাহা পূরণ হইবার নহে। যে সৌন্দর্য্য-প্রতিমা তাহার সমগ্র হৃদয়খানিকে সুন্দর করিয়া বসিয়াছিল, তাহার বিহনে হৃদয় কি আর সৌন্দর্য্যময় হইবে? হৃদয়দেশ একবার মরুভূমি হইলে, আর তাহাতে শ্যামলতা আসে কি? তরু একবার ভস্মীভূত হইলে, আর তাহা মুঞ্জরিত হয় কি?

হিন্দুর বহুবিবাহ শাস্ত্র-সম্মত। বিশেষতঃ, বিপত্নীকের দারপরিগ্রহ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নহে। অন্যান্য জাতির শাস্ত্রেও উহা দূষণীয় নয়। অবশ্য, সামাজিক শৃঙ্খলার হিসাবে উক্ত প্রথা যুক্তি-সঙ্গত বলা যাইতে পারে। কিন্তু পরিণয়ের উদ্দেশ্য যদি প্রাণ বিনিময় হয়, দান-প্রতিদান যদি প্রণয়ের রীতি হয়, তাহা হইলে, একবার বিনিময়-কার্য্য সংঘটিত হইলে, একবার আদান-প্রদান হইয়া গেলে, উৎসৃষ্ট হৃদয় লইয়া পাত্রান্তরে পুনরর্পণ ও তাহার বিনিময়ে পরস্ব অপহরণ করিয়া, অকৃতজ্ঞতার ক্রীতদাস মানুষ কখনও সুখী হইতে পারে?

আবার যাহার যায়,—ভালটাই যায়। জগতের যেটী সুন্দর, যেটী লোকে বড় আপনার বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করে,—সেইটীই আগে যায়। "যে নির্ব্বংশ

হয়, তার পৌত্র মরে আগে”—ঠিক কথা। যেটী সুন্দর, সেইটীর উপরই কালের লোলুপ দৃষ্টি। কাঁদাইয়া কালের আনন্দ,—ভালটী না লইলে মানুষ কাঁদিবে কেন?

এইজন্য আমাদের ধর্ম্ম, মানবকে গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী থাকিতে বলে; গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস মোক্ষ-লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। সংসারে সন্ন্যাসী হইলে, কাল মানবকে কাঁদাইতে পারে না,—শোক তাহাকে মুহ্যমান্ করিতে পারে না। মোহই ত বন্ধন,—সেই মোহ তাহাকে বশীভূত করিতে পারে না। কিন্তু সে বড় কঠিন,—রাজর্ষি জনক কয়জন হইতে পারে? কুসুমের ন্যায় কোমল হইয়া পাষাণের ন্যায় কঠিন জগতে কয়জন হইতে পারে?

কালীধনও পারিল না। তাহার বুকে যেন একটী যুগ-প্রলয় হইয়া গেল,—আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি সে কালীধন আর নাই!

সুপ্রভার অস্তিত্বের শেষ-নিদর্শন দেহ-রত্ন শ্মশানে ভস্মাবশেষ করিয়া আসিয়া কালীধন মিত্রগৃহিণীকে গাঢ় কণ্ঠে ডাকিল;—“মা!”

মিত্রগৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন;—“বাবা, এই যে আমি?—”

কালীধন বলিল,—উন্মত্তের মত বলিল;—“এখনও তুমি এখানে আছ?—কাশী যাওনি?”

মিত্রগৃহিণী প্রথমে কিছুই বলিতে পারিলেন না। দুঃখের আবেগে,—পুত্রের অভিমানপূর্ণ উক্তির কোনও যুক্তিপূর্ণ উত্তর তখন তাঁহার মাথায় আসিল না। তিনি শুধু কালীধনের হাত দুটী ধরিয়া, নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে শোকের উচ্ছ্বাস্ মন্দীভূত হইলে, একটু ধৈর্য্য-ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন;—“বাবা কালী! তুমি বিদ্বান্,—বুদ্ধিমান্, কৃতী তুমি—অনেকের আদর্শ। তুমি যদি পুরুষ হয়েও এত

বিহ্বল হও, তবে আমরা স্ত্রীলোক হয়ে কি করে সান্ত্বনা পাব? আজ আমাদের প্রবোধ দেবে তুমি। তুমি অমন হলে চলে কি?"

কালীধন বলিল,—"বুঝ্ছি সব—জান্ছি সব,—জগতের এই রীতি তাও জানি। আমি শুধু ভাব্ছি—তুমি কেন আমাকে সংসারী করেছিলে?—যদি সংসারীই করেছিলে, এমন রত্নের হার আমার গলায় পরিয়ে দিলে কেন? আমায় কেন মানুষ কল্লে—কেন এমন ফাঁসি পরালে মা! কেন এমন ইচ্ছা করেছিলে মা!"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন ;—"আমি ত কিছুই করিনি বাবা! তিনিই তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, তিনিই তোমাকে মানুষ কত্তে বলেছিলেন, তিনিই তোমাকে সংসারী কত্তে বলেছিলেন,—আবার তিনিই আজ তোমাকে সন্ন্যাসী করেছেন। সব তাঁরি লীলা,—আমিত উপলক্ষ্য মাত্র। এখন এস, একটু ঠাণ্ডা হও। বেশীর ভাগ দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন,—তবু তার মধ্যে কায করে যেতে হবে। জগতের অনেক কায এখনও তোমার হাতে। শোকে অধীর হওয়া তোমার পক্ষে শোভন নয়। মানুষ যদি শোকের যুদ্ধে হেরে যায়,—তবে সে আর কিছুতেই জয়-লাভ কত্তে পারে না—সে একেবারে অপদার্থ হয়ে যায়। তার সময় ফুরিয়েছে,—সে চলে গেছে। চেষ্টা ত করেছিস্ যথেষ্ট। কি কর্ব্বি,—সে থাক্‌বার নয়, তাই সব ব্যর্থ। তবে সান্ত্বনা,—তার স্মৃতি রেখে গেছে,—তোকে এমন সোণার চাঁদ ছেলে দিয়ে গেছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্—সব শীতল হয়ে যাবে। আয়—দেখ্বি আয়।"

এমন সময় শিশু ঘরের মধ্যে কাঁদিয়া উঠিল। কালীধন আর দ্বিরুক্তি করিল না,—ধীরে ধীরে ঘরে আসিল। মিত্রগৃহিণী শিশুপুত্রটীকে

আনিয়া কালীধনের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন ;—"দেখ্ দেখি,—সুপ্রভার মুখের ছবি এই মুখটুকুতে আছে কি না ?"

নির্ব্বিকার শিশু পিতার মুখের দিকে নীলোৎপল-দল-তুল্য চক্ষু দুইটী বিস্ফারিত করিয়া, অতি সুন্দর হাসি হাসিল।

পিতা সিক্ত-চক্ষে পুত্রকে বুকে লইয়া চুম্বন করিল।

—:০-*-০:—

(৩৪)

নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ মানুষের ভাগ্যে নাই,—তাহা থাকিলে জগতের শৃঙ্খলা রক্ষিত হইত না। কালই প্রতিনিয়ত সেই শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। তাই কালই মানুষকে কাঁদায়,—তাহার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয়,—আবার কালই সেই ক্ষত নিরাময় করে। কিন্তু এত-বড় শক্তিশালী কাল,—যাহার অঙ্গুলি-তাড়নায়, কত সুপ্রতিষ্ঠিত সংসার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, কত পরাক্রান্তের প্রচণ্ড বিক্রম নিমেষে বিধ্বস্ত হইয়া ধরাশায়ী হয়, যাহার অভয়-স্পর্শে নিতান্ত নিঃস্ব-ও তাহার নৈরাশ্যময় রিক্ততার মাঝখানে, নবোদ্যমের সাড়া পাইয়া, আবার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠে,—সেই অমিত-প্রতাপ কালেরও পরাজয় আছে। কাল হৃদয়ের ব্যথা তাহার সুধা-প্রলেপে প্রশমিত করিতে পারে বটে,—বিরহ-জনিত শোকের উদ্দাম উচ্ছ্বাসকে সে নিবৃত্ত করিতে পারে বটে,—কিন্তু প্রকৃত হৃদয়ে কাল-দত্ত-আঘাত-জনিত ক্ষত নিরাময় হইলেও, শুধু যে দাগ থাকিয়া যায়,—তাহা নহে,—কিছু কিছু ব্যথাও থাকিয়া যায় ;—শোকের উচ্ছ্বাস শুষ্ক

হইলে, তাহার প্লাবন-চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হয় না,—সে হৃদয়ের কোনও না কোনও স্তরে তাহার ধ্বংস-লীলার স্মৃতি জাগরূক রাখিয়া যাইবেই যাইবে। সুতরাং, কালক্রমে কালীধন শান্ত হইল। কিন্তু সুপ্রভার পুণ্যময়ী স্মৃতি তাহার হৃদয়-মর্ম্মরে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া, অমরত্ব লাভ করিল। ইতঃপূর্ব্বে কালীধন যে মৃৎপুত্তলিকা বুকে ধরিয়া খেলা করিয়াছিল, আজ তাহার প্রতিকৃতি সিংহাসনে বসাইয়া, দেবীজ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিল।

কালীধন আবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

একদিন মিত্রগৃহিণী কালীধনকে বলিলেন ;—"যা হবার তা ত হয়ে গেল, এখন আমার প্রিয়ধনের একটা ব্যবস্থা কর্।"

"ও কথা কেন বল্‌ছ মা ?"

"এ ভাবে তাকে আর কত দিন রাখ্‌বি ?"

"কেন ? ছেলে ত তোমার কাছে রয়েছে। তুমি তার বাপকে মানুষ কত্তে পেরেছ, আর তাকে মানুষ কত্তে পার্‌বে না ?"

"বোকা ছেলে, আমি কি তাই বল্‌ছি ?"

"তবে কি বল্‌ছ ?—আবার কি ব্যবস্থা কর্‌বো ?"

"দেখ্,—আমার মতে ছেলে-পুলেকে নীচ জাতের মেয়ের মাই খেতে দেওয়া ভাল নয়। আজ কাল সভ্যতার খাতিরে বাবুয়ানীর জন্য সাহেবদের দেখাদেখি, অনেক বড় লোকের বাড়ীতে যে-সে জাতের আয়া রাখা হয়। আমি ওটাকে ভাল বলে বুঝিনা। নীচবৃত্তি স্ত্রীলোকের বুকের রক্ত চুষে চুষে, ছেলেরও প্রবৃত্তি নীচ লোকের মত হয়ে যেতে পারে।"

"মা, খুব ঠিক কথা বলেছ। মাতৃস্তন্যে শিশুর স্বাস্থ্য ও চরিত্র দুইই নির্ভর করে। মাতৃদুগ্ধের অভাবে যদি সেই শিশুকে হীনবংশীয়া পরস্ত্রীর স্তন্যপান করান হয়, তা হলে সেই পরস্ত্রীর যত রোগ, যত কুপ্রবৃত্তি ও কুনীতি সেই

শিশুতে সংক্রামিত হতে পারে। মা, তুমি বড় মূল্যবান্ কথা বলেছ। কিন্তু এখন উপায় কি?"

"উপায় আছে। আমাদের প্রিয়ধনের ছোট মামার একটী ছেলে পাঁচ মাস হয়ে মারা গেছে। আহা বউটা মর্ম্মে মরে আছে। চাঁপাপুরে পত্র লেখ্। তারা এসে আদর করে নিয়ে যাবে। বউটাও খানিকটা ঠাণ্ডা হবে, আমার প্রিয়ধনেরও কোনও কষ্ট হবে না।"

"তা—সে ভাল কথা। কিন্তু মা, আমি কি করে থাকবো? যখন প্রাণটা কেমন করে, একবার ওকে বুকে নিলেও সব জ্বালা ক্ষণকালের জন্য জুড়িয়ে যায়;—ওকে ছেড়ে আমি কেমন করে থাক্‌বো?"

"তাই যদি বল্‌লি,—তা হলে আমিই বা কাশী গিয়ে, তোকে এই অবস্থায় ছেড়ে,—আমার প্রিয়ধনকে পরের কোলে দিয়ে কেমন করে থাক্‌বো?"

কালীধন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল;—"মা আমি তোর ছেলে,—তুই পারিস্ ত আমিও পার্‌বো। আজই পত্র দেবো।"

* * * *

দিন কতক পরে প্রিয়ধনের ছোট মামা সস্ত্রীক আসিয়া, পরম আগ্রহে প্রিয়ধনকে চম্পাপুরে লইয়া গেল। কালীধন প্রিয়ধনের ভবিষ্যতের পানে চাহিয়াই, এক প্রকার পাষাণে বুক বাঁধিয়া, তাহার সান্ত্বনার একমাত্র অবলম্বন, সুপ্রভার শেষ স্মৃতিকে দূরে পাঠাইয়া দিল। মিত্রগৃহিণী প্রিয়ধনকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন,—কিন্তু যখনই তাঁহার অশ্রুপ্লাবিত চক্ষু কালীধনের মুখমণ্ডলে আসন্ন ঝটিকার নিবিড়-কৃষ্ণ

মেঘের ছায়া লক্ষ্য করিল,—অমনি তখনই তিনি সাবধান হইলেন ;—তিনি প্রিয়কে তাহার ছোট মামিমাতার বক্ষে দিয়া, শুধু বলিলেন ;—"খুব সাবধানে রাখিস্ মা,—আমার সুপ্রভা-কালীর সর্ব্বস্ব আজ তোর কাছে গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত হলাম,—দেখিস্, যেন বাছার আমার কোনও কষ্ট না হয়।" পরে কালীধনের পানে চাহিয়া বলিলেন ;—"কালী, ওদের তা হলে ট্রেনে তুলে দিয়ে আয়,—গাড়ী আস্‌বার সময় হয়েছে। বেশী দেরী করিস্‌নি,— আজ কিন্তু গীতায় অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনটা আমাকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে বল্‌তে হবে।"

—০[*]০—

(৩৫)

একদিন কালীধন আসিয়া সহসা মিত্রগৃহিণীকে বলিল ;—"মা, আচ্ছা স্ত্রীলোক বিধবা হলে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, আর পুরুষ বিপত্নীক হলে করেনা কেন ?"

মিত্রগৃহিণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন ;—"আজ আবার তোর মনে এ কথা উদয় হল কেন ?"

"আগে তুমি বলো—কেন ? তারপর বল্‌বো।"

"এত বই পড়্‌ছিস্,—জান্‌ছিস্, শুন্‌ছিস্,—তবু সেই ছেলে-বেলার মত আমার কাছে জান্‌তে হবে ? আচ্ছা ছেলে বটে ! আমি বেশী কি জানি বল্ ত ? এইটুকু জানি, স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ অবলা, আর পুরুষ স্বভাবতঃ সবল। সব বিষয়ে পুরুষের সাহস বেশী, সামর্থ্য বেশী, ধৈর্য্য বেশী। আরও

পুরুষের অনিয়মে সংসারে যত ক্ষতি হয়, স্ত্রীলোকের অনিয়মে তার চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি হয়। পুরুষ চঞ্চল হলে স্ত্রীলোক সংসারকে তবু খানিকটা গুছিয়ে রাখ্‌তে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক চঞ্চলা হলে পুরুষের শত চেষ্টাতেও সে সংসারে আর আঁট্‌ বাঁধে না। দেখনা কেন,—পুরুষ বেশ্যাসক্ত মাতাল হলে সংসার তবু চলে, কিন্তু স্ত্রী কুলটা হলে সে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়।"

"মা, তোমার মুখে এই সব কথা শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগে। তুমি যেটা বল, সেটা আমার প্রাণে বড় খেটে যায়। আচ্ছা, তুমি যে স্ত্রী-জাতিকে অবলা বল্‌ছ,—কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকই ত আবার শক্তিরূপিণী?"

"দেখ্‌,—এখন আমি কি তোর সব কথার উত্তর দিতে পারি? আমি কি-ই বা বুঝি,—আর কি-ই বা জানি? তুই যে ঐ সেদিন রাত্রে পড়ছিলি,—সংস্কৃত বইখানা, আর আমাকে বাঙলা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলি,—'প্রকৃতি হলেন পুরুষের ইচ্ছাশক্তি, কিন্তু পুরুষের সাহচর্য্যেই শক্তিমতী হয়ে কার্য্য করেন।' ওটা ধরে মিলিয়ে দেখ্‌না, বোধ হয় বুঝ্‌তে পার্‌বি।"

"ও সব মুনি-ঋষিদের চালাকি। নিজের জাতকে প্রশ্রয় দেওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য।"

মিত্রগৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন;—যুক্তকর কপালে স্পর্শ করিয়া বলিলেন;—"ছি, ও কথা বল্‌তে নেই বাবা,—তাঁরা সংযমী, সংসারত্যাগী মহাপুরুষ,—তাঁদের মুখ দিয়ে পক্ষপাতের কথা বেরুতেই পারে না। নারীকে তাঁরা কখনো নীচু আসন দেননি, আদ্যাশক্তি তাঁদের আরাধ্যা দেবী, গায়ত্রী তাঁদের আরাধনার মূলমন্ত্র। তাঁরা ত্রিকালদর্শী ছিলেন। তাঁরা যা বলে গেছেন তাই ঠিক। এখন তোর আসল কথা কি তাই বল্‌?"

"দেখ মা, আমি এই মাছ-মাংসটা আপাততঃ ছেড়ে দেবো মনে কচ্ছি। সুপ্রভা বল্‌ত,—'এ দেশে মাছ ত ন'মাসে ছ'মাসে পাওয়া যায়, একদিন ছুদিন খেয়ে পাপ জড়ান কেন?' আমি তখন হেসে উড়িয়ে দিতাম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, সে যা বল্‌ত, কথাটা ঠিক। আর মাছ-মাংস খাই বলে এখানকার অনেক লোকে আমাকে ঘৃণা করে। এমন কি অনেক রোগী মরে গেলেও আমাকে দেখায় না।"

"যদি সামান্য মাছ-মাংসের জন্য লোকের উপকারে ব্যাঘাত হয়, তা হলে ও গুলো ছাড়্‌তে দোষ কি? কিন্তু তোদের ডাক্তারীতে বলে না—মাছ খেলে চোক্ ভাল থাকে?"

"এখানে দুধ-ঘিয়ের অভাব নেই—আর দুধ-ঘিয়ের তুল্য জিনিষ-বোধ করি দুনিয়ায় নেই। দুধ-ঘি খেলেও চোক্ ভাল থাকে। এ দেশে আতপ-চা'ল ভিন্ন অন্য চা'ল পাওয়া যায় না। বেশ হবে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য চল্‌বে।"

মিত্রগৃহিণী একটু ভাবিলেন, পরে বলিলেন;—"দেখ্ কালী, আমি ঠিক কচ্ছি কি?—তুই দেশে যা। দেশের লোক তোর পানে চেয়ে আছে। এখন গিয়ে দেশে বস্‌লে, তোর দ্বারা দেশের খুব উপকার হবে।"

কালীধন বিস্ময়-ব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিল;—"সে কি মা, আমি যে তোমার সঙ্গে কাশী যাবো বলে ঠিক করেছি।"

"পাগল,—তাই কি উচিত? তোর বুড়ো বাপ-মা রয়েছে, তাদের মুখ তাকাবি না? এখনও তোর বয়স কি?"

কালীধন একটু আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল;—"মা, কি বল্‌ছ তুমি! আমি আবার বিয়ে কর্ব্বো,—সংসারী হবো? এই আঙুলটাতে যে আমাকে আত্ম-বলিদানের শিক্ষা দিয়ে গেছে তাকে ভুলে, আজ আমি অনায়াসে নূতন ঘর পাতিয়ে বস্‌বো? তা হবে না, কালীধন তোমার ততটা অকৃতজ্ঞ নয়।

তুমি বলত—আমি দেশে যেতে রাজী আছি। কিন্তু বিয়ে আর কর্ব্বো না। বিয়ে মানুষের একবারই হয়—দুবার হয় না।"

মিত্রগৃহিণী সিক্ত-চক্ষে বলিলেন ;—"তবে তুই যা ভাল বুঝিস্ কর্।"

---

(৩৬)

যে দিন এই কথা হইতেছিল,—তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে, দত্ত মহাশয় ও দত্তগৃহিণী এইরূপ কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমেই দত্তগৃহিণী কথা পাড়িলেন ;—

"দিব্যি আফিং ঠুস্‌ছ, আর দাড়ি ডুবিয়ে দুধ খাচ্ছ। এ দিকে যে পর্দ্দা ফাঁক হতে চল্‌ল,—তার কিছু খোঁজ রাখ ?"

"কেন ?—পর্দ্দা ফাঁক হল আবার কিসে ?"

"ভাগ্যি,—আমি তোমার ঘরে এসেছিলাম,—নইলে তোমার দুঃখে শিয়াল কুকুর কাঁদ্‌তো। ছেলে যে উদাসী হয়ে চল্‌লো। মাগীর সঙ্গে কাশী যাবে বলে ঠিক করেছে। রাতদিন মাগীর সঙ্গে ধর্ম্ম-পুরাণ নিয়ে ব্যাখ্যা হচ্ছে। আর দুধ জুটছে না, আমরক্ত হয়ে মর্ত্তে হবে।"

"ধর্ম্ম-পুরাণ নিয়ে ব্যাখ্যা কচ্ছে—তাতে কি ? আহা, বউটা সে দিন মারা গেছে। মনে একটু ঘা লাগবারই কথা। আমারও দু' একদিন ওই রকম হয়েছিল। শেষে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তোমাকে বিয়ে কল্লাম—ব্যস্, সব ঠাণ্ডা। দু'দিন যাক্, বাড়ী নিয়ে বিয়ে দেবো, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"তোমার মাথা আর মুণ্ড। 'বলে যুদ্ধ কবে—না কাল,—তবে আমি যাবো পরশু।' ছেলে ওদিকে ভেক্ নেবার উয্যুগ করে বেরিয়ে চল্‌লো,

আর উনি বাড়ী নিয়ে যাবেন—বিয়ে দেবেন—এখনও যুক্তি আঁট্‌ছেন—সব ঠিক হয়ে যাবে। মাগীটা দুধের সঙ্গে তোমাকে অবধি ওষুধ কল্লে! মাগী-টাকে কম ভেবো না। ঐ মাগীটাই কাল। চোকের উপর দেখ্‌লে ত, জল-জীয়ন্ত বউটা ধড়ফড়িয়ে মরে গেল। কেন জান?—ওই সব্বনাশী এল বলে।"

"তুমি যা বল্‌ছ—আমার সব যেন উল্টো বলে বোধ হচ্ছে।"

"তা হবেই ত। আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি—হয়েই থাকে। ছেলেকে পড়িয়েছে, মানুষ করেছে,—আর তুমি রাজা হয়েছ! ছেলের বিয়ে দিয়েছে,—খুব ঘটা করেছে, তোমার হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছে, আর তুমি বত্তে গিয়েছ! কিন্তু 'তেল দেও—সিঁদূর দেও, ভবী ভোলে না'—কানাই দের মেয়ে ভুল্‌বার মেয়ে নয়। শকুনি উপরে উঠলেই সে বুঝতে পারে, কোথায় তার নজর। মাগী বেড়ায় ডালে ডালে—আমি বেড়াই পাতায়, মাগী ডুব দিয়ে জল খেতে চায়। বিয়ে দিয়ে যা কর্‌বে ভেবেছিল, তা হয়নি,—'উল্টো বুঝ্‌লি রাম'—হয়ে গেল। তাইত এসে ঘাড়ে জেঁতে বস্‌লো—বউটাকে খেলে,—ওমা দুধের বাছাটা ছিল,—পাছে কোনও বাগ্‌ড়া পড়ে, তাকে পর্য্যন্ত মন্ত্রণা দিয়ে ভাগালে! এখন আর কি?—আপনি আর কোপ্‌নি!—আমাদের দুটোকে পগার পার কত্তে পাল্লে,—ব্যস্—ভোগদখলের আর কেউ বাদী থাক্‌বে না।"

"আহা, ছেলেটা ছিল,—কোলে পিঠে কত্তাম। হ্যাঁগা, আমাদেরও তাড়িয়ে দেবে, বলেছে না কি?"

"পোড়া কপাল তোমার। শুন্‌ছ কাশী যাবে—দুটোয় মিলে। তোমা-দের মাসোহারার বন্দোবস্ত কর্ব্বে। বাড়ী গিয়ে কাশী থেকে টাকা আস্‌ছে টাকা আসছে করে, হা-পিত্তেশে বসে থেকো। তারপরে ক্রমে ক্রমে বাসি চুলোর ছাই আস্‌তে আরম্ভ হবে। তখন তাই খেয়ো, আর হাই তুলো।"

"ও সর্ব্বনাশ, তা হলে ত বড় বিপদের কথা বল্‌তে হবে গিন্নি! তা হলে—তাই ত এখন কি করা যায় বল দেখি?"

"এতক্ষণে,—চোকে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলে,—তবে বুঝ্‌লেন। সাধে কি নায়েবী কত্তে গিয়ে জেল খেটেছিলে!"

"আহা ছেড়ে দেও না,—কোন্ কালে কি হয়েছে, তাই নিয়ে দিন-রাত্রি খোঁটা! এখন উপায় কি তাই বলো।"

"উপায়?—ছোঁড়াটাকে ভূত ছাড়িয়ে বাড়ী নিয়ে গিয়ে, বিয়ে দেওয়া ভিন্ন আর উপায় কি? প্রথমে ভূত দিয়ে ভূত কিলোতে হবে। আগে মাগীটাকে মিষ্টি করে বলতে হবে। দেখ্‌ছ ত, ছেলে মাগীর কথায় ওঠে বসে। ওকে দিয়েই, ছেলের বিয়ের মত করাতে হবে। শুনেছি নাকি,—মাগী গোড়ায় বলেছিল,—ছেলেকে দেশে বস্‌তে। এখন সেই কথা তুলে,—কালীর বাড়ী যাওয়ার ব্যবস্থা কত্তে হবে। যদি মাগীটা সঙ্গে যায়—যাক্,—কায হাঁসিল করে, তারপর খেংরা মেরে তাড়াবো। যদি তা না হয়,—যদি কোনও বাগ্‌ড়া দেয়,—এখানেই যা হয়, একটা হেস্তনেস্ত করে যাবো। ও যে কেমন মাগী,—আর আমি যে কেমন কানাই দের কন্তে, সেইটী দেখিয়ে দিয়ে যাবো।"

"তাই ত গিন্নি,—তা হলে আর দেরী নয়, কালই এর একটা ঠিক্‌ঠাক্ করে ফেলো। যদি কোনও গোলমাল হয়, এখন থেকে তার জন্য তৈরি হওয়া দরকার। আমি মদনদাকে কালই খবর দিচ্ছি,—বাড়ী ঘর একটু সারিয়ে রাখ্‌তে। কালী বাড়ী যায় ভালই, না যায়,—আমাদের ত সেই কুঁড়েতে মাথা গুঁজ্‌তে হবে। কিন্তু গিন্নি, কথাটা তুমিই ঐ মাগীকে বলো,—আমি দেখি যদি পারি, কালীকে একবার বল্‌বো।"

"তুমি যে মাগীকে বল্‌তে পার্‌বে না, তা আমি আগে হতেই জানি। তা হোক্, আমিই বল্‌বো। কালই আমি মাগীর দৌড় কতদূর, বুঝে নেবো। বাড়ী ত যাবই,—কিন্তু ছেলে নিয়ে উনি যে মজা করে কাশীবাসী হবেন,—কানাই দের মেয়ে থাক্‌তে তা কখনই হবে না। তুমি কালীকে বুঝিয়ে বলো,—আর আমি মাগীর পিণ্ডি চট্‌কাই। ভাল কথায় দেখ্‌বো, না হয় তারপর—"

এমন সময় দত্ত মহাশয়ের নাসিকা-গর্জ্জন আরম্ভ হইল। দত্তগৃহিণী আর কিছু বলিলেন না,—তবে মনে মনে ভাবিলেন ;—"বুড়ো আফিং খায়,—তবু এত ঘুম !—আগে ত ছিল না,—এখানে এসে হয়েছে।"

—:*:—

(৩৭)

দ্বিপ্রহর বেলায় মিত্রগৃহিণী ও কালীধনে কথা হইল। বৈকালে মিত্রগৃহিণী কালীধনের জন্য নিজে দুধ জ্বাল দিতেছেন,—এমন সময় দত্তগৃহিণী আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া বলিলেন ;—

"দিদি, একটা কথা বল্‌বো ?"

"কি কথা বল না।"

"বল্‌ছি কি ?—এ ভাবে আর কতদিন কাট্‌বে ?"

"কি ভাবের কথা বল্‌ছ,—আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, একটু খুলে বল।"

দত্তগৃহিণী বিরক্তভাবে অথচ তামাসার ছলে হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—"নেকি ! কিছু বুঝতে পাচ্ছেন না। কালীধনের বৈরাগ্যির কথা বল্‌ছি গো—"

"ওঃ—তা বৈরাগ্য এমন কি? তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এক রকম কাজে লাগিয়েছি। অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে।"

"তাত বুঝ্ছি—কাযেও লেগেছে—ঠাণ্ডাও হয়েছে। তবে এই যে শুন্ছি বেহ্মচারী হবে না কি হবে? মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়েছে? এ সব কি? মা বাপ্ বর্ত্তমান থাকৃতে এ গুলো করা কি ভাল? আমাদের মনে কত কষ্ট হয় বল দেখি?"

"সে কথা কতকটা ঠিক বটে। কিন্তু কি কর্‌বো বোন্,—সে খেয়াল ধরেছে। এখন বাধা দিতে গেলে হয়ত হিতে বিপরীত হবে। আর বল্‌ছেও সে মন্দ কথা নয়। এখানকার লোকে মাছ-মাংস খায় না। যে খায়, তাকে বড় ঘৃণা করে। রোগী বিনা-চিকিৎসায় মরে—তবু তার কাছে আসে না। এত কষ্ট করে ডাক্তারী শিখে, যদি মাছ-মাংসের জন্য রোগী না পায়, তা হলে সে মাছ-মাংস খেয়ে লাভ কি? আমার মতে অমন মাছ-মাংস না খাওয়াই ভাল।"

মতের বিরুদ্ধে কথা বলিলে কাহার না রাগ হয়? বিশেষতঃ, দত্তগৃহিণীর ত নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু তবু তিনি মনের আগুন মনে চাপিয়া বলিলেন;—"তা যেন হল,—কিন্তু সংসারের অবস্থাটা ত বুঝ্ছ? এই অল্প বয়সে যদি ছেলে বেহ্মচারী হয়ে বেড়ালে, বিয়ে-থা না কল্লে—মা বাপ কি করে মুখে অন্ন তোলে বল দেখি?"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন;—"দিদি সবই বুঝ্‌তে পাচ্ছি? এ অবস্থায় ছেলেকে দেখ্‌লে, বাপ্‌মার প্রাণে ব্যথা লাগ্‌বারই কথা। কিন্তু কি কর্‌বে বল? বিয়ে কত্তে সে একেবারেই নারাজ। আমি একবার তাকে বলেছি—আর তাকে বলতে পার্ব্বো না।"

দত্তগৃহিণীর আর সহ্য হইল না,—তিনি দাঁড়াইলেন,—সক্রোধে বলিলেন ;—"তা ত পার্ব্বেই না। তা হলে যে তোমার বুকে তিগ্‌ড়ি থোড়া হবে।"

মিত্রগৃহিণী বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন ;—"দিদি, ও কি রকম কথা বল্‌ছ তুমি ? ছেলে যদি আবার বিয়ে করে, আমার তাতে আহ্লাদ বই দুঃখ হবে কেন ?"

দত্তগৃহিণী গর্জ্জিয়া বলিলেন ;—"থাক্ থাক্—আর 'ছেলে ছেলে' কর্ত্তে হবে না। বলে 'মার চেয়ে অধিক টানে, তাকেই বলে ডান্।' ছেলে পেয়েছিলি কোথা হতে ?"

মিত্রগৃহিণী স্তম্ভিত! ক্ষণপরে বলিলেন ;—"ও আবার কি কথা দিদি ? তোমাদের ছেলে—তোমাদেরই ত আছে। তোমাদের ছেলে আমার কাছে ছিল—আবার তোমাদের কাছেই ত ফিরিয়ে দিয়েছি।"

দত্তগৃহিণী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন ;—"আমাদের ছেলে উনি দয়া করে আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। তবে আবার কন্ধে এসে চেপেছিস্ কেন ?—শতেক খোয়ারি—"

মিত্রগৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিলেন—বলিলেন ;—"দিদি,—তাই যদি তোমাদের মনে ধারণা হয়ে থাকে, আমি আজই চলে যাবো।"

দত্তগৃহিণী দ্বিগুণ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন ;—"যা যা—এখনই দূর হয়ে যা,—লজ্জা করে না,—ছেলে পাতিয়ে ছেলের সঙ্গে পীরিত কর্ত্তে—"

আর বলিতে হইল না। মিত্রগৃহিণীর হাত হইতে দুধের কাঠি খসিয়া পড়িল। তিনি চুল্লীপার্শ্বে মূর্চ্ছিতা হইলেন। ঝি আসিয়া তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলিল এবং তাঁহার চক্ষে জলের ঝাপ্টা দিতে লাগিল।

ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময় কালীধন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দত্তগৃহিণীর শেষ কথা কয়টী স্বকর্ণে শুনিল। তাহার আর সহ্য হইল না। সে তৎক্ষণাৎ বজ্র-নিনাদী কণ্ঠে কহিল;—"মা, সাবধান, কাকে কি বল্‌ছ, তা তুমি জান?"

দত্তগৃহিণীও উত্তেজিতা। দুর্গ্রহবশে তিনিও চীৎকার করিয়া উত্তর দিলেন;—"যা বলেছি,—ঠিক বলেছি,—আর একশ'বার বল্‌বো। মাগীর ভে—"

কথা শেষ হইতে না হইতে কালীধন সিংহের মত আসিয়া দত্তগৃহিণীর উপর পড়িল—কিন্তু আক্রমণ ব্যর্থ হইল। দত্তগৃহিণী তখন রোয়াকের সীমায় আসিয়া পড়াতে, উল্টাইয়া নীচে পড়িয়া গেলেন। এ দিকে বেগতিক দেখিয়া, দত্ত মহাশয় আসিয়া কালীধনের হাত দুইখানি ধরিলেন এবং কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন;—"বাবা কালী, কার গায়ে হাত তুলছিস্?"

কালীধন হাত কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল;—

"হাত ছেড়ে দিন্, যে আমার মায়ের নিন্দা করে, সে আমার কেউ নয়।"

মিত্রগৃহিণীর মূর্চ্ছা স্থায়ী হয় নাই। তিনি একটু পরেই সুস্থ হইয়া চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন,—ব্যাপার ভীষণ। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ডাকিলেন—"কালীধন!"

কালীধন মাতার পানে চাহিয়া, একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল,—বলিল;—"মা!"

মাতা শুধু বলিলেন;—"আমার সঙ্গে এস।"

মিত্রগৃহিণী ধীরে ধীরে অগ্রগামিনী হইলেন, আর অতি সুবোধ বালকের মতই কালীধন তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

---

(৩৮)

বারাণ্ডা হইতে পড়িয়া দত্তগৃহিণীর সংজ্ঞালোপ হইল না বটে, তবে উঠিতে একটু বিলম্ব হইল। তাহার প্রথম হেতু, কালীধনের জামদগ্ন্য-মূর্ত্তি তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি করিয়া রাখিয়াছিল ; দ্বিতীয় কারণ, তিনি পতন-নিবারণে চেষ্টা পাইয়া, বামহস্তে বিলক্ষণ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন কালীধন চলিয়া গেল, তখন তিনি উঠিয়া বসিয়া দত্ত মহাশয়কে বলিলেন ;—"দেখ্‌লে ?"

কালীধন চলিয়া গেলে, দত্ত মহাশয় কিয়ৎক্ষণ বিমূঢ় হইয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন। তাই ত, গৃহিণী যাহা বলিয়াছে, তাহা বর্ণে বর্ণে ঠিক ! কালীধন আমার কথা গ্রাহ্য করিল না, কিন্তু মিত্রগৃহিণী ডাকিতেই মন্ত্র-চালিতের ন্যায় চলিয়া গেল ! কিন্তু গৃহিণীর কথা কর্ণে প্রবেশ করিতে তাঁহার জ্ঞান হইল। তিনি তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন ;—"দেখ্‌লাম বই কি।"

"বল, আর দেখ্‌তে চাও ?"

"আর কি দেখ্‌বো,—যথেষ্ট হয়েছে।"

"এখন আমি যা বল্‌বো—শুন্‌বে ?"

"শুন্‌বো।"

দত্তগৃহিণী বলিলেন ;—"এক কায করো,—আগে আমার হাতের কব্‌জীতে একটা জলপটী দেবে এস।"

কর্ত্তা ও গৃহিণী দুইজনে তাঁহাদের ঘরে ঢুকিলেন এবং সে রাত্রে দুই-জনের কেহই জলগ্রহণ করিবেন না,—এই সংবাদ দত্তগৃহিণী নিজেই সশব্দে দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া, সকলকে বিশেষভাবে জানাইয়া দিলেন।

*　　*　　*　　*

গৃহের মধ্যে গিয়া, কালীধন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল;—"মা,—আর আমার এ জীবনে ফল কি? আজ তোমার মিথ্যাপবাদ আমাকে শুন্‌তে হল—আমার জন্মে ধিক্!" মিত্রগৃহিণী সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন;—বাবা, গঙ্গার উপর দিয়ে সারি গেয়ে গেলে গঙ্গা তাতে অপবিত্র হন কি?"

"গঙ্গা অপবিত্র না হতে পারেন,—কিন্তু গঙ্গাভক্তের প্রাণে কতটা আঘাত লাগে!"

"তাতে সারি নিবারণ হয় কি?"

"যদি তা নিবারণ কর্‌বার ক্ষমতা না থাকে,—তবে সে গঙ্গাভক্তের গঙ্গাপ্রাপ্তি হওয়াই উচিত।"

"তার চেয়ে সারি গানে মন না দেওয়াই ভাল, অথবা যেখানে সারি গান শোনা যায় না,—সেখানে যাওয়াই ভাল।"

"তা হলে মা,—আর আমি ওঁর কোন সংশ্রবে থাক্‌বো না। দেশে আমি যাবো না। যদি পায়ে ঠাঁই দেও—তোমার কাছেই থাক্‌বো। আর তা যদি না দেও—যেখানে ইচ্ছা চলে যাবো।"

মাতা বাৎসল্যপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন;—"তুমি আমার ছেলে,—আর কোথাও যেতে হবে না—তুমি আমার কাছেই থেকো। কিন্তু তোমার বাপ্ মায়ের উপায়?"

কালীধন কিছুক্ষণ মিত্রগৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া শুধু বলিল,—"মা!"

মিত্রগৃহিণী ঈষৎ ভর্ৎসনাসূচক স্বরে বলিলেন;—"ছি ছি, অমন কায কত্তে নেই। আগুনে হাত দিলে, ইচ্ছায় পোড়ে, অনিচ্ছায়ও পোড়ে।

গুরুজন নিজে অপরাধী হয়ে, বিনা-কারণে অভিসম্পাত দিলেও লঘুর অমঙ্গল হয়-ই। আর তোমার বাবা ত কোনো দোষ করেন নি।"

কালীধন বলিল,—"মা, তবে আগে যা ঠিক করেছিলাম—তাই করবো। ওঁদের বাড়ী পাঠিয়ে দি,—মাসোহারার বন্দোবস্ত করি—কেমন?"

মিত্রগৃহিণী একটু ভাবিয়া বলিলেন ;—"তবে আপাততঃ তাই করো।"

* * * *

ওদিকে রাত্রি তিনটা অবধি দত্তগৃহিণী ও দত্ত মহাশয়ের নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে। কথায় কথায় দত্তগৃহিণী বলিয়া উঠিলেন ;—

"খুন করে জেলে গিয়েছিলে—আর এটা পারবে না?"

"খুন আমি করিনি। আমি পাইকদের বলেছিলাম, প্রজাকে মারতে মারতে কাছারী আনতে। তারা তাকে মেরে ফেলে তারপর আমার কাছে হাজির করেছিল।"

"যাক্,—সে যা হবার তা হয়ে গেছে। তোমার ত বেশী কিছু কত্তে হবে না—শুধু এনে দেবে। আমার যদি চিনে আন্‌বার ক্ষমতা থাক্‌তো, তাহলে তোমার পায়ে তেল দিতে যেতাম না। দোহাই তোমার—এতে আর অমত করো না। আমার আর কি?—তোমার ভালর জন্যই বল্‌ছি,—শুধু এই টুকু করো,—একটু চিনে এনে দেও। তারপর আর সব আমি আমার এই ভাঙ্গা হাতখানা দিয়েই না হয় কর্ব্বো। তাও পার্ব্বে না? তবে তুমি তোমার ছেলের চাকর হয়ে থাকো। মাগীর ঝ্যাটা খেয়ে, আমি আর এস্থলে থাক্‌বো না। দেখ, এখনও বল্‌ছি, তোমার ছেলে খারাপ নয়,

ঐ মাগীটাই যত নষ্টের মূল। এখনও হাতে আছে, হাতছাড়া হলে আর ফেরাতে পার্ব্বে না। তোমার অনন্ত দুর্গতি হবে।"

দত্তমহাশয় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন ;—"আচ্ছা দেখি কি কত্তে পারি।"

সেদিন আকাশের বড় দুর্য্যোগ। জলদ-জালে আকাশ পরিব্যাপ্ত। সারারাত্র বিষম ঝড় ও প্রবল বৃষ্টির বিন্দুমাত্র বিরাম ছিল না।

দত্তমহাশয় আজ আর বাহিরে আসিলেন না। দ্বার খোলা নাই দেখিয়া, চাকর তামাক সাজিয়া ফিরাইয়া লইয়া গেল। মিত্রগৃহিণীও দত্ত-দম্পতির খোঁজ লইতে সাহস করিলেন না।

——— ——:০-*-০:

(৩৯)

রাত্রি প্রভাত হইলেই, দত্তগৃহিণী আসিয়া মিত্রগৃহিণীর পদমূলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন ;—"দিদি, কাল রাগের মাথায় তোমাকে কত কি বলেছি, তাতে কিছু মনে করো না। আমার অপরাধ হয়েছে, আমাকে মাপ কর। এই দেখ, আমি তার সাজাও পেয়েছি,—পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙ্গে দুখানা হয়ে গিয়েছে।"

মিত্রগৃহিণী দত্তগৃহিণীর অশ্রু-প্লাবিত মুখখানি দেখিয়া এবং বাহু-সন্ধিতে সত্যসত্যই আঘাত লাগিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, বড়ই ব্যথিতা হইলেন। তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন ;—"যা হবার—তা হয়ে গেছে। তার জন্য আর পায়ে ধর্‌বার দরকার কি দিদি! শুধু মুখে বল্‌লেই যথেষ্ট

হত। দিদি, তুমিও কিছু মনে করো না। আহা, হাতখানা যে বড়ই ফুলেছে!"

এই বলিয়া মিত্রগৃহিণী ডাকিলেন ;—"কালী!" তখনই কালীধন আসিয়া উপস্থিত হইল। মিত্রগৃহিণী তাহাকে বলিলেন ;—"তোমার মায়ের পায়ের ধুলো নেও, আর পড়ে গিয়ে ওঁর হাতে আঘাত লেগেছে, আগে তার একটা ব্যবস্থা করো।"

কালীধন প্রণত হইল। পরে ঔষধ আনিবার জন্য পাশের ঘরে যাইতে দেখিল,—তাহার পিতৃদেব উঁকি মারিতেছেন, সে তাঁহাকেও প্রণাম করিল। দত্ত মহাশয় কিছু বলিলেন না, কেবল একবার দত্তগৃহিণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন,—গৃহিণীও তাঁহাকে কি ইসারা করিলেন। কালীধন চলিয়া গেল। দত্ত মহাশয়ও সরিয়া গেলেন।

এই ঘটনার পর হইতে দত্তগৃহিণী দিব্য হাসিমুখে বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু দত্ত মহাশয়ের সঙ্কোচপূর্ণ সন্নতদৃষ্টি, যেন কি এক অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ও তাহারই বিষময় ফলস্বরূপ কোনও এক অনির্দ্দিষ্ট ভাবী অনর্থপাতের আশঙ্কাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায়, প্রায় সর্ব্বক্ষণই অতি সন্তর্পণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এই ভাবে দিবা অতিবাহিত হইল।

* * * *

ক্রমে রাত্রি আসিল। কল্য হইতে রাত্রিতে আকাশের মরণ ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। আজও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু কল্যকার অপেক্ষা অবস্থা আজ যেন আরও ভয়ানক।

কাল কালীধনের বৃষ্টিতে ভিজিতে হইয়াছিল। আজ সে সকাল সকাল রোগী দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার শরীর একটু অসুস্থও হইয়াছে। কিন্তু আজ তাহার মনটা যেন অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল। লুপ্তরত্ন পুনরুদ্ধৃত হইলে, মনে যে ভাবের সঞ্চার হয়, কালীধনের মনের ভাব আজ যেন তেমন-ই।

কালীধনের ঘরে টেবিলের উপর বাতি জ্বলিতেছে। সে চেয়ারে বসিয়া আমেরিকার একখানি মাসিক পত্রিকা সম্মুখে রাখিয়া, দোয়াত-কলম-লইয়া কি লিখিতেছে। লেখা সমাপ্ত হইলে কালীধন ডাকিল ;—"মা !—"

পার্শ্বের ঘর হইতে মিত্রগৃহিণী উত্তর দিলেন ;—"কি কালী, ডাক্‌ছিস্ ?"

কালীধন বলিল ;—"হাঁ, শীঘ্র একবার এখানে এস।"

মিত্রগৃহিণী আসিলে কালীধন বলিল ;—"মা, আজ সে সাহেব ডাক্তারের সংবাদ পেয়েছি। আহা, তিনি ও তাঁর মেম সেই ক্যালিডোনিয়া জাহাজে ছিলেন।"

মিত্রগৃহিণী অতি ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ;—"বলিস্ কিরে! আহা তার পর—তার পর! তাঁরাও তা হলে রক্ষা পান নি ?"

কালীধন বলিল ;—"না। কিন্তু কি গৌরবের সহিত-ই তাঁরা দুজনে জীবন বিসর্জ্জন করেছেন—আর সেই সূত্রে আমার জীবনকে পর্য্যন্ত গৌরবান্বিত করে গেছেন, —শোন। এখনই আমি সেটাকে বাঙলায় তর্জ্জমা করে ফেলেছি।" শোন ;—

"এই প্রলয়-ব্যাপারে যে সকল মনীষী ও মহাত্মা চিত্ত-ঔদার্য্য ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিষা, অনন্ত-শয্যায়, অনন্ত-নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার বেরিংটন একজন। ইউরোপ, আমেরিকা ও এসিয়াখণ্ডের বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে, বিশেষতঃ, চিকিৎসক-সমাজে তাঁহার নাম জানেন না, এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল। বার্দ্ধক্যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়

দিনকতক সমুদ্র-বাস-বাসনায়, তিনি এই জাহাজে সস্ত্রীক অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। তুষার-পর্ব্বত-সংঘাতে অর্ণবপোত বিধ্বস্ত হইলে, লাইফ্-বোটে আরোহণ করিবার জন্য, যখন মিসেস্ বেরিংটনের নিকট পূর্ব্ব-বার্ত্তা প্রদান করা হইল, তখন ডাক্তার বেরিংটনও তাঁহাকে অম্লানবদনে বিদায় দিতে চাহিলেন। কিন্তু মিসেস্ বেরিংটন স্বামীকে বলিলেন ;—"আমার জীবন তোমার জীবন অপেক্ষা কি এতই মূল্যবান্? তুমি বাঁচিয়া থাকিলে জগতের কত উপকার হইত, কত নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইত, বিজ্ঞানের কত উন্নতি হইত। তুমি চলিলে, আমি বাঁচিয়া কি কাযে আসিব?" ডাক্তার সাহেব উত্তর করিলেন ;—"ইংলণ্ডে আমাদের দুই কন্যা ও এক পুত্র আছে, তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার তোমার উপর।" ডাক্তার-পত্নী বলিলেন ;—"তাহাদের কোনও অভাব নাই। কন্যারা তাহাদের সংসার বুঝিয়া লইয়াছে,—ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াছে। ভগবান তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। বরং, দেখ ঐ যে লোকটী এক-পার্শ্বে অধোবদনে বসিয়া আছে,—আমি উহার ঘরের খবর লইয়াছি ;—বাড়ীতে উহার রুগ্না পত্নী, দুইটী শিশু পুত্র ও বৃদ্ধা মাতা আছে। ঐ ব্যক্তিই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। এস, আমরা আমাদের জীবনের বিনিময়ে ঐ লোকটীর প্রাণরক্ষার উপায় করি।" ডাক্তার-সাহেব চমৎকৃত হইলেন,—বলিলেন,—"তোমার এ ইচ্ছায় বাধা দিবার সামর্থ্য আমার নাই। কিন্তু প্রিয়তমে, এই মহানীতি তুমি কোথা হইতে শিখিলে?" মিসেস্ বেরিংটন উত্তর করিলেন ;—"একটী বঙ্গমহিলা স্বামীর অঙ্গুলির জন্য নিজের অঙ্গুলি বিসর্জ্জন দিতে পারিল, আর আমি তোমার সহ-ধর্ম্মিণী হইয়া, একটী পরিবারের স্তম্ভ-স্বরূপ এই লোকটীর জন্য তোমার সহিত বাঞ্ছিত মরণ মরিতে পারিব না!" মিঃ বেরিংটন আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া,

তাঁহার পত্নীকে লইয়া, সেই লোকটীর উদ্ধার-পন্থার ব্যবস্থা করিতে, ক্যাপ্টেন সাহেবের কামরায় চলিয়া গেলেন। পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বামী স্ত্রী তুই-জনে পাশাপাশি উভয়ে উভয়ের হস্তধারণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। উভয়ের দৃষ্টি টেবিলের উপরিস্থ একটী শিশির উপর নিবদ্ধ, শিশিটীর গাত্রে একটী কাগজের ক্রস্‌চিহ্ন! দেখিতে দেখিতে চিরবিদায়ের বাদ্য বাজিয়া উঠিল।"

পড়িতে পড়িতে কালীধনের মুখখানি গরিমায় আরক্ত হইয়া উঠিল। চক্ষে পুলকাশ্রু গড়াইতে লাগিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে মিত্রগৃহিণী অশ্রু-বিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন;—"তা হলে ঐ শিশিটার মধ্যেই বোধ হয়, মায়ের আমার আঙুলটী ছিল?"

কালীধন বলিল;—"মা,—তাই-ই ঠিক। সুপ্রভার জীবনের শেষ-চিহ্ন যা ভস্মাবশেষ হয় নি,—তা ঐ আদর্শ-দম্পতির জীবনের সঙ্গে অনন্ত-সাগরে বিলীন হয়েছে। মা, বল দেখি, আর কি বিয়ে কর্ত্তে—আর কি সংসারী হতে সাধ যায়?"

মিত্রগৃহিণীর বাক্‌-স্ফূর্ত্তি হইল না। তখন তাঁহার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। কিন্তু তখন তিনি শুধু সেই আদর্শ ইংরাজ-দম্পতির কথা ভাবিতেছিলেন না। তিনি ভাবিতেছিলেন,—তাঁহারই স্নেহ-সিঞ্চিত তরু কালীধন,—কি সুন্দর সে,—কি মহনীয় চরিত্র লইয়া সে তাহার সম্মুখে বিরাজ করিতেছে! হায়! সুপ্রভা—সৌভাগ্যবতী সে বটে, কিন্তু সে তাহার সৌভাগ্য পূর্ণভাবে সম্ভোগ করিয়া যাইতে পারে নাই।

তিনি মুগ্ধ নেত্রে অনেকক্ষণ কালীধনের পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন;—"না কালী,—আর আমি তোকে কোনও দিন বিয়ের কথা বল্‌বো না। তোর আর বিয়ে না করাই উচিত।"

—————০:০—০:০—

(৪০)

মিত্রগৃহিণী ও কালীধনের মধ্যে যে মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ ব্যতীত, আর একটী নিবিড় অন্তরঙ্গতা উভয়ের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহার মুখ্য হেতু,— মিত্রগৃহিণী পতিহীনা, আর কালীধন বিপত্নীক। দুজনের এই তুল্যদশায় অবস্থিতি, উভয়ের চিত্তকে উভয়েই সমবেদনার আকর্ষণে অতি নিকটে টানিয়া আনিয়া, পরস্পর পরস্পরকে এত দরদী করিয়া তুলিয়াছিল যে, কেহ কাহারও সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে যেন কি এক ব্যথা অনুভব করিত। এই যে প্রগাঢ় আত্মীয়তা,—ইহার সহিত মাতৃত্বের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না। স্বামী-সুখ-বঞ্চিতা ও পত্নী-বিরহ-বিধুর দুইটী বুভুক্ষু চিত্তের ক্রন্দনের সুর তারা ও উদারা গ্রামের এক-ই পর্দ্দায় ঝঙ্কৃত হইয়া, যেন কি এক মাধুর্য্যময় ঐক্যতানের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ক্রমে যতই দিন যাইতেছিল,—মিত্রগৃহিণী ততই যেন কালীধনের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতেছিলেন। নারী হৃদয়ের প্রবণতা,—তাহার উপর তাঁহার বাৎসল্য পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার বৈরাগ্য-সঞ্চার হইত এবং সেই বৈরাগ্যের বশে তিনি কালীধনকে ত্যাগ করিয়া,—দূরে থাকিতে পারিতেন,—অন্ততঃ কিছু-দিনের জন্যও। কিন্তু সুপ্রভার মৃত্যুর পর যে দিন হইতে, কালীধন সুপ্রভার প্রেম-গৈরিকে সমস্ত চিত্তটা আচ্ছন্ন করিয়া, এক অভিনব বৈরাগ্যের বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল,—সেইদিন হইতে কালীধনের উপর তাঁহার আকর্ষণ যেন অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়াই চলিল। তিনি ভাবিলেন, এই যে শোকার্ত্ত একটী হৃদয়,—ইহার সান্ত্বনা কোথায়? মাতা নাই, বিমাতা মাতৃত্ব-রসে বঞ্চিতা, পিতা জীবন-সীমান্তে মুখরা নারীর ক্রীড়নক মাত্র—তাঁহার ব্যক্তিত্ব নাই। তবে তাহার সান্ত্বনা কোথায়? তখন তাঁহার সেই

অতীতের স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিল। এই কালীধন,—পিতৃ-বিতাড়িত মাতৃহীন কালীধন, একদিন তাঁহারই ছায়াতলে আসিয়া সান্ত্বনা-লাভ করিয়াছিল। তিনিই ত তাহাকে এত বড়টী করিয়াছেন,—মানুষ করিয়াছেন। আজ বয়সের অনুপাতে তাহার ত আবার সেই পূর্ব্বাবস্থাই ফিরিয়া আসিয়াছে,—সে ত আবার সেই তুল্য-সঙ্কটেই পতিত হইয়াছে। সুতরাং, তিনিই ত তাহার একমাত্র সান্ত্বনা-দাত্রী,—তিনি ত এ অসময়ে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না,—তাহাতে ত তাঁহারও শান্তি নাই!

কিন্তু দত্তগৃহিণীর দুর্ব্বিনীত ব্যবহার ও তাহার সহিত দত্ত মহাশয়ের জাড্য, তাঁহাকে বড় চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। এরূপ বৈসাদৃশ্যের মধ্যে ব্যথিত হৃদয় লইয়া বাস কতদিন চলিতে পারে? প্রত্যহ একটা না একটা উপদ্রব লাগিয়াই আছে,—তুচ্ছ অবান্তর বিষয় লইয়া, প্রতিনিয়ত এইরূপ অশান্তির ভ্রূকুটী কতক্ষণ সহ্য করা যায়? সহ্য করিলেও, ইহাতে ত প্রাণের ক্ষত আরাম হইবে না, বরং, এই পুনঃপুনঃ আঘাতে দুর্ব্বল চিত্ত শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তবে তিনি কালীধনকে এখানে—এই অসামঞ্জস্যের মধ্যে কি সান্ত্বনা দিবেন?

এইরূপে তন্ন তন্ন করিয়া, যতই তিনি কালীধনের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন,—ততই তাহার ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া, তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল,—তিনি যেন ততই দিশাহারা হইয়া যাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অনুক্ষণ চিন্তা হইল,—কি উপায়ে তিনি তাঁহার পক্ষ-পুটে আবৃত রাখিয়া, তাহাকে এই ঝঞ্চা-বিক্ষুব্ধ দুর্দ্দিন হইতে রক্ষা করিবেন। হায়! তিনি বুঝিলেন না,—ঝঞ্চা শুধু শাবক ছিনাইয়া লইতে উদ্দাম আস্ফালন করে না,—সে স-নীড় শাবকের মাতাকে পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া যাইতে পারে!

কিন্তু তিনি না বুঝিলেও, তাঁহার মন বোধ হয় বুঝিয়াছিল ;—কেননা, মন আসন্ন বিপদের বার্ত্তা পূর্ব্বাহ্নেই জানিতে পারে। নভস্তত্ত্ববিদ্ যেমন রৌদ্র-করোজ্জ্বল আকাশের একপ্রান্তে ক্ষুদ্র জলদ-খণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া, বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বাণী করেন,—মানুষের মনও সেইরূপ হয়ত জন্মান্তরীণ অভিজ্ঞতা হইতে আহৃত সংস্কারের সাহায্যে, মানুষের জীবনে যে কোনও আগন্তুক দুর্দ্দৈবের সংবাদ পূর্ব্বাহ্নে জানিয়া, মানুষকে সতর্ক হইবার জন্য, নীরব বার্ত্তা ঘোষণা করে। কিন্তু মোহান্ধ নর সে ইঙ্গিতে সাড়া দিয়াও অনেক সময় আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না ; অধিকন্তু, প্রতীকারের পন্থা স্থির করিতে গিয়া, বিপদকে ক্রমশঃ সমূহ, সন্নিকট ও সঙ্গীন্ করিয়া তুলে। যখন প্রবল ব্যাত্যায় তরণী টলমল করিয়া উঠে,—তখন নাবিকের নিষেধ সত্ত্বেও, বিহ্বল-চিত্ত আরোহিগণ নৌকার ভার-কেন্দ্র স্থির রাখিবার ব্যর্থ-প্রচেষ্টায়, সকলেই একযোগে একবার এদিকে একবার ওদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং তাহাদেরই সেই স-সতর্ক চাঞ্চল্যের পরিণামে, অনেক সময় তরী উল্টাইয়া যায়,—ঝটিকার সহিত যুঝিবার আর তাহার অবসর হয় না।



(৪১)

বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইতেছে। ঝটিকা এত প্রবল যে, সেরাত্রে পথে বাহির হয় কাহার সাধ্য? বাতাসের সহিত প্রস্তরখণ্ডসমূহ ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। কালীধনের বাটীর সম্মুখস্থ শাল, তমাল ও পলাশ বৃক্ষ-নিচয় পার্ব্বত্য প্রদেশের ঝঞ্ঝাবাতে অভ্যস্ত হইয়াও, অন্ধকার ভীম-ব্যাত্যার আস্ফালনে, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য আভূমি প্রণত হইয়া, প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তির উদ্দেশে আত্মরক্ষার প্রার্থনা জানাইতেছে,—কেহবা প্রণাম করিতে করিতে, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক জীব-লীলা সম্বরণ করিতেছে! প্রকৃতির সে দিকে লক্ষ্য নাই—তাহার উদ্দাম নৃত্য সমভাবেই চলিয়াছে।

সন্ধ্যার পরই দত্ত মহাশয় ও দত্তগৃহিণী দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু রাত্রি বারটা বাজিল,—তাঁহারা এখনও ঘুমান নাই। দত্ত মহাশয় আফিং খান,—তাঁহার আজ তন্দ্রাও আসিল না! দত্তগৃহিণী কল্য রাত্রিতে হাতের যন্ত্রণায় ঘুমাইতে পারেন নাই,—দিবসেও ঘুমান নাই। আজ তিনিই বলিয়াছেন,—ব্যথা নরম পড়িয়াছে,—তবে তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই কেন? প্রলয়ের বিভীষিকায় ও অট্টহাস্যে কি তাঁহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে? অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতে একপ্রাণতা আছে,—বোধ হয় তাহাই হইবে।

তখন কালীধনের ঘরেও আলো জ্বলিতেছিল। মিত্রগৃহিণী ও কালীধন তখনও কথোপকথন করিতেছিলেন। কিন্তু মিত্রগৃহিণী আজ যেন বড়ই অন্যমনা। তিনি কালীধনের কথায় জবাব দিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে যেন কেমন এক অসম্বদ্ধ ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। কালীধন প্রথমে তাহা তত লক্ষ্য করে নাই। সে বলিল;—"মা, তা হলে ওঁদের নিকট ত আমার মনোভাব ব্যক্ত করা দরকার?"

মিত্রগৃহিণী অন্য দিকে চাহিয়া উত্তর দিলেন ;—"এত ব্যস্ত কি ?"

"না মা, আর দেরী করা উচিত নয়। এখানে থাকৃতে আমার আর ইচ্ছা কচ্ছে না। যে স্থানে মাতৃনিন্দা হয়, সে স্থান শীঘ্র ত্যাগ করা উচিত। আর তুমি বা এখানে কতদিন থাক্‌বে ? চল যাই,—কাশীধামে গিয়ে নিশ্চিন্ত হই।"

কাশীর নাম করিতে, সহসা মিত্রগৃহিণী যেন কেমন হইয়া গেলেন,—কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া আবেগ-জড়িত কণ্ঠে ডাকিলেন,—"কালীধন !"

কালীধন সে অশ্রুতপূর্ব্ব আহ্বানে চমকিয়া উঠিল এবং মিত্রগৃহিণীর পানে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

মিত্রগৃহিণী ব্যাকুলভাবে বলিলেন ;—"কালী,—বল্, আমার শেষ অনুরোধ রাখ্‌বি ?"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া কালীধন উত্তর করিল ;—"মা, কোন্ দিন তোমার কথা রাখিনি ? আজ ও ভাবে কথা বল্‌ছ কেন ? বল—তোমার বক্তব্য কি ?"

মিত্রগৃহিণী ব্যগ্র ভাবে বলিলেন ;—"বাবা, আমরা চাঁপাপুরে ফিরে যাই চল্।"

মিত্রগৃহিণীর এইরূপ মত-পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া কালীধন আরও বিস্মিত হইল। সে বলিল—"এ আবার তোমার কি কথা মা !"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন,—"দেখ্, কাশী যেতে আমার আর মন সর্‌ছে না। কাশী গেলে আমি আর তোকে রাখ্‌তে পার্‌বো না। সেখানে গেলে মন আর এক রকম হয়ে যায়। আমি একদিন বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখ্‌তে দেখ্‌তে, যেন বুঝ্‌তে পার্‌লাম,—'কালীধন আমার কে ? কেউ নয় ত! তবে তার জন্য কেঁদে মরি কেন ? বিশ্বেশ্বরই আমার

সব। আর আমি কালীধনের জন্য ভাব্‌বো না।' সেই দিন থেকে তোর মা আমি পাষাণী হয়েছিলাম। কিন্তু একদিন এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখ্‌লাম,—আর সেই স্বপ্নে বেশ বুঝেছিলাম,—আমি তোকে ভুল্‌তে গিয়ে ভাল কায করিনি,—আমারই তাচ্ছিল্যে হয়ত আমি তোকে হারাবো। তারপরই তোর পত্র পেয়ে এখানে ছুটে আসি। তবু সুপ্রভাকে হারিয়েছি। সেও আমার তাচ্ছিল্যের ফল বল্‌তে হবে। এখন আর আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। কাশী গেলে পাছে মনে আবার সেই ভাব আসে—তা হলে যে আমি তোকে হারাবো—আমার সর্ব্বনাশ হবে!"

কালীধন হাসিতে হাসিতে বলিল;—"মা, আজ তোমার মুখে সম্পূর্ণ নূতন কথা শুন্‌ছি। কাশী গিয়ে তোমার মনে ত ভাল ভাবই এসেছিল! জগতে কে কার? সত্যই ত আমি তোমার কেউ নই,—তুমিও আমার—"

এইখানেই ভালবাসার দুর্ব্বলতা! যে নিতান্ত আপনার বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া যায়,—তাহার মুখে ভালবাসার প্রতিকূলতা-জ্ঞাপক কোনও উক্তি বহির্গত হইলে, প্রীতি-বিমূঢ় চিত্ত একেবারে অধীর হইয়া পড়ে এবং দারুণ অভিমানের আর্ত্তনাদ ঘৃষ্ট দীপশলাকার ন্যায় দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

কালীধনের কথা শেষ হইতে না হইতে, মিত্রগৃহিণী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন;—"কি বল্‌লি?—আমি তোর মা নই!"

কালীধন মিত্রগৃহিণীর উন্মাদিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, স্তম্ভিত হইল,—পরে অপ্রতিভভাবে উত্তর করিল;—

"মা, আমি ভুল বুঝেছি,—তুমি আমারই মা।"

মিত্রগৃহিণী সেই ভাবে উত্তর করিলেন;—"তবে?—আমার কাশীতে কি সুখ? যদি মা হয়ে তোকে হেলায় হারাই,—তবে আমি তোর মা হয়েছি কি জন্য রে! শিবপূজা করে আমি তোকে পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু সেই

শিবপূজা করে আমি তোকে হারাতে চাই না। তুই সংসারী না হস্ না হবি,—তোকে প্রাণ থাকৃতে সন্ন্যাসী হতে দেবো না। কাশী গেলে হয়ত তোর মন আর এক রকম হয়ে যাবে। তোকে আর পাবো না। তার চেয়ে চল্—চাঁপাপুরে যাই। আমার কাছে যেমন ছিলি, ঠিক সেইভাবে থাকৃবি। প্রিয়ধনকে বুকে করে দুজনের প্রাণ শীতল হবে।"

কালীধন বলিল ;—"মা! আজ যেন তুমি আর একজন হয়ে গেছ! এ ত ভাল নয়। সন্তানের উপর এত আকর্ষণ কেন? কাশী চলো, পরকালের কায করো।"

মিত্রগৃহিণী মুক্তকণ্ঠে কহিলেন ;—"আমি পরকাল চাই না,—আমি তোকে চাই !!"

কালীধনের মাথা ঘূরিয়া গেল। সে বুদ্ধদেবও নহে, শঙ্করাচার্য্যও নহে—চৈতন্যদেবও নহে ;—সে মিত্রগৃহিণীর গর্ভজাত পুত্রও নহে। কালীধন,—মিত্রগৃহিণীর মোহময়-স্নেহ-পুষ্ট হৃদয়ের ধন—**ব—ন্ধ—ন** !!!

সে নিতান্ত নিরুপায়ভাবে উত্তর করিল ;—"মা,—তবে—আমি তোমার সঙ্গে চাঁপাপুরেই যাব।"

আজ অশ্রুপ্লুতা মিত্রগৃহিণী,—এই প্রথম হাত বাড়াইয়া কালীধনের চিবুক স্পর্শ করিলেন ও অতি আগ্রহে সেই হস্ত নিজের ঠোঁটে ঠেকাইলেন। তাহার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। কালীধনও যেন কি এক অনর্থপাতের আশঙ্কায় কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

ঝটিকার বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

—:•-❋-•:—

(৪২)

উভয়েই অন্যমনস্ক। বহিঃস্থ ভৌতিক লীলার দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। অন্যমনস্কভাবে কালীধন বলিল ;—"রাত্রি অনেক হয়েছে।"

অন্যমনস্কভাবে মিত্রগৃহিণীও বলিলেন ;—"ঐ সেল্‌ফের উপর দুধ ঢাকা আছে, খেয়ে শুয়ে পড়ো।"

কালীধন বলিল ;—"আজ আমার তেমন ক্ষিদে নেই। ছোট বাটিটার দুধ আমি খাই ?"

মিত্রগৃহিণী বলিলেন ;—"তবে তাই খাও।"

অন্যমনস্কভাবে দুগ্ধ পান করিতে করিতে, অধিকাংশ গলাধঃকরণ করিয়া, কালীধন চমকিয়া উঠিল,—বলিল ;—"এ কি ! মা, দুধ এমন কেন ?"

মিত্রগৃহিণীরও যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কালীধনের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"কেন ?—দুধ ত আমি নিজে জ্বাল দিয়ে, নিজে এ ঘরে এনে রেখে গেছি ! কি হয়েছে ?"

"মা,—এ যে—বিষ—সাং—ঘা—তিক—" বলিতে বলিতে কালীধন সেইখানেই ঢলিয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। মিত্রগৃহিণী তাড়াতাড়ি কালীধনের মস্তক স্বীয় উরুদেশে লইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলেন ;—

"ওগো তোমরা এস গো,—কালীধন আমার দুধ খেতে খেতে এমন হয়ে পড়্‌ল কেন—"

ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিবামাত্র দত্তগৃহিণী ও দত্ত মহাশয় ছুটিয়া আসিলেন এদিকে কি ভাবিয়া পাগলিনী মিত্রগৃহিণী বাটির বাকি দুধটুকু নিজের গালে ঢালিয়া দিলেন। তখন কালীধনের সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়াছে, মুখ দিয়া ফেণ

নির্গত হইতেছে। মিত্রগৃহিণী কালীধনকে জড়াইয়া ধরিয়া, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—"ওগো আমায় কি হল গো,—তোমরা ডাক্তারখানায় খবর দেও গো,—আমার সর্ব্বনাশ হল গো—আমি যা ভেবেছিলাম,—আমার তাই হল গো—"

কিন্তু কে সংবাদ দিবে? বাসা হইতে ডাক্তারখানা একটু দূরে অবস্থিত। ঝি, চাকর প্রভৃতি বাহিরের ঘরে গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তুমুল ঝটিকার ভীষণ গর্জ্জনে মিত্রগৃহিণীর করুণ কণ্ঠধ্বনি তাহাদের কাহারও কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল না।

দেখিতে দেখিতে পুত্রগত-প্রাণা মিত্রগৃহিণীও কালীধনের পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িলেন,—তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল।

কিন্তু দত্ত মহাশয় ও দত্তগৃহিণী কি করিলেন? আজ তাঁহাদেরই ত অধিক সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইল! একমাত্র পুত্রের—জীবনের শেষ অবলম্বনের জীবন রক্ষার জন্য, তাঁহারা কি কোনও চেষ্টা করিলেন না? পুত্রকে বাড়ী লইয়া যাইবেন, বিবাহ দিবেন,—কত আশা, কত কল্পনা, কত যুক্তি,—সব ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে,—তাঁহারা প্রতীকারের কোনও চেষ্টা করিলেন না?

করিতেছেন বৈ কি! ঐ যে দত্তগৃহিণী তাঁহার অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত বিকট জিহ্বা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মানা! ভগ্নহস্ত অর্দ্ধোত্থিত। যেন করালবদনা চামুণ্ডা সন্তানের রক্ত পান করিতে আসিয়াছে—বুঝি—বাম-কর-ধৃত খর করবাল সন্তানের গলদেশে প্রোথিত হইয়াছে! কিন্তু ও কি! দত্ত মহাশয় তাঁহার কণ্ঠদেশ উন্মত্ত বিক্রমে চাপিয়া ধরিয়াছেন কেন? আর তিনিই বা দত্ত মহাশয়ের লৌহ-হস্ত স্বীয় কণ্ঠ হইতে অপসারিত করিতে, বৃথা চেষ্টা করিতেছেন কেন? দশমহাবিদ্যার বগলাদেবী রসনা আকর্ষণ করিয়া, অসুরকে নিধন করিয়াছিলেন। আজ এ কি হইল! রণরঙ্গিণী নিজেই

অসুর-করে নিহিত হইতেছেন! অসুর বলিতেছে ;—"রাক্ষসি! যে জিব্ দিয়ে তুই আমার ছেলেকে খেয়েছিস্,—সেই জিব্ আমি আর রাখ্ব না।"

*   *   *   *

রাত্রি প্রভাত হইল। উষার রক্তিম-রাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বীভৎস-লীলার অবসান হইল।

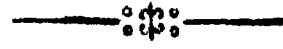
ঝি চাকর প্রভৃতি শয্যাত্যাগ করিয়া,—বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য দেখিল। তাহারা তাড়াতাড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে ডাক্তার-খানায় ছুটিয়া গেল।

ডাক্তার আসিলেন,—রাজা আসিলেন,—পুলিস আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, গৃহস্থ সকলেই ভূলুণ্ঠিত। বৃদ্ধ দত্ত মহাশয় তখন মিত্রগৃহিণীর উরুদেশ হইতে কালীধনকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া, উদ্‌ভ্রান্তভাবে রোদন করিতে-ছেন,—আর বলিতেছেন ;—"বাবা, তুমি অভিমান করে চলে যেয়ো না—আমি আর তোমাকে মার্‌বো না,—আমি আবার তোমার বিয়ে দেবো,—তুমি বাড়ী চলো।"

কিন্তু সকলে গৃহপ্রবিষ্ট হইতে, বৃদ্ধের দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। দত্ত মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—বিকট, গগনভেদী চীৎকার করিয়া কহিলেন ;—"আমি—আমি—আমিই—খুন—খুন—খুন—করেছি!" আবার কালীধনের পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে কহিলেন ;—"বাবা,—চলো বাড়ী যাই,—চলো আবার তোমার বিয়ে দেবো।"

পুলিশ অগ্রসর হইয়া দত্ত মহাশয়কে সরাইয়া লইল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিলেন ;—কালীধন আর নাই—দত্তগৃহিণী মরিয়াছেন,—আর মিত্রগৃহিণীর এখনও আশা আছে! তাঁহার শুশ্রূষা চলিতে লাগিল।

বন্ধন দৃঢ় হইলে, ছেদন ভিন্ন মোচনের উপায় থাকে না। প্রাক্তনের কর্ত্তরিকায় সেই বন্ধন ছিন্ন হইল।



(৪৩)

বিচারে ঝি, চাকর প্রভৃতি নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইল। দত্ত মহাশয় পাগল বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। সবিশেষ চেষ্টার ফলে মিত্রগৃহিণী প্রাণে মরিলেন না। কিন্তু সেই যে তাহার বাক্-রোধ হইল, আর তাঁহার বাক্-স্ফূর্ত্তি হয় নাই। প্রথমে অনেকেই মিত্রগৃহিণীর উপর সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু ক্ষিপ্ত বৃদ্ধের দুই একটী কথায় সে ধারণা অন্তর্হিত হইল। কেননা, একদিন দত্ত মহাশয় বলিলেন,—"ও যে কালীধনের মা, ও কি ওর ছেলেকে মারতে পারে? তবে ও ছেলে দিতে চায় না, গিন্নী বল্লে,—মাগীটাকে সাবড়াতে না পারলে, আমাদের ছেলে কিছুতেই আর আমাদের হবে না। ওকে মেরে,—ছেলে নিয়ে,—বাড়ী গিয়ে,—বিয়ে দিয়ে,—হায়—রে হায়!—খুন করেছি আমি, দত্তগিন্নীর স্বামী!!"

* * * *

মিত্রগৃহিণী বাঁচিলেন,—প্রাণে বাঁচিলেন,—বিচারেও বাঁচিলেন। ফাঁসি বাঁচিয়া—কাশীতেই আসিলেন;—কালীধনকে নিধনপুরে পাঠাইয়া, আর চম্পা-পুরে গেলেন না। কালীনাম জপ করিবার জন্য বোধ করি চিরমৌনী হইলেন! কিন্তু তিনি কালীধনের চিতাগ্নিময় তাঁহার শ্মশান-হৃদয়ে শ্মশানচারী বিশ্বেশ্বরকে বসাইতে পারিলেন কি? এবার বোধ হয়, পারিলেন। আজকাল তাঁহার শরীর

অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে দেখিতে, হঠাৎ তাঁহার মূর্চ্ছা হয়—সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে নাই। **মমতার ফাঁসি** হইতে ইতঃপূর্ব্বেই মুক্ত হইয়াছিলেন,—মুক্তি হয় নাই কি ?

* * * *

"পাগ্‌লা দত্ত" অনেক দিন কাশীতে ছিলেন। মুখে সেই এক বুলি—"বাবা,—তুমি বাড়ী চলো,—আবার তোমার বিয়ে দেবো।" কিন্তু মিত্রগৃহিণীর মৃত্যুর পর হইতে আর তাঁহাকে বড় দেখা যাইত না। শুনিতে পাওয়া যায়,—একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে, মদন মুখুয্যে মহাশয় তামাক সাজিতে উঠিয়া, শুনিতে পাইয়াছিলেন,—কে যেন বলিতেছে ;—"মদনদা—ও মদনদা, একবার বেরিয়ে এসো,—আমরা ফিরে এসেছি।" ঘুমের ঘোরে মুখুয্যে মহাশয় দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন,—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কেবল অস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন—দূরে কে যেন তাহার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিয়াছে ;—"বাবা তুমি বাড়ী চলো—আমি আবার তোমার বিয়ে দেবো।" মুখুয্যে মহাশয়ের আর বাহিরে দাঁড়াইতে সাহস হইল না,—তিনি দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন।

* * * *

মিত্রগৃহিণীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁহার গোমস্তা চম্পাপুরে ফিরিয়া আসিয়া, কালীধনের শ্বশ্রুমাতার নিকট একখানি উইল অর্পণ করিলেন। তাহাতে মিত্রগৃহিণী প্রিয়ধনকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন।

সমাপ্ত।

আশমানতারা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকার অভিমত।

—:o*o:—

আত্মশক্তি :—এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের সময় গ্রন্থকার উপন্যাসের মধ্য দিয়া হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধান করিবার একটী দৃষ্টান্ত দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানির লেখার ভঙ্গী ভাল—উহা পাঠে পাঠকবর্গ আনন্দলাভ করিবেন। ৩০ আষাঢ়,১৩৩৪

Forward :—This is another production from the pen of the author of **"Mamatar Phansi"**. The present book gives us an interesting story of Raja Jadunarayan's conversion to Islam, written in an elegant language and without distorting the facts of history. The characters portrayed in it give ample evidence of the talents of this rising author. A spirit of good will for both the Hindus and Mahomedans runs throughout the book making its appearance all the more welcome at the present moment.
July 17, 1927.

বঙ্গবাণী :—তিনশো সাতাশ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বৃহৎ উপন্যাসখানি প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গলার ইতিহাসে রাজা গণেশের নাম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ও মালিন্যের ভাব কাটিয়া গিয়া সমস্ত দেশব্যাপী যাহাতে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে একটা সাম্যের ভাব জাগিয়া উঠে, তাহার জন্য রাজাগণেশের চেষ্টা চিরস্মরণীয়। তৎপুত্র যদুনারায়ণও পিতার অবর্ত্তমানে পিতৃপদাঙ্ক যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। এই ঘটনাটী অবলম্বন করিয়া লেখক তাঁহার সুন্দর লিখন ভঙ্গীর দ্বারা ঘটনা-বৈচিত্র্যে ও চরিত্রচিত্রণে পুস্তকখানিকে মনোরম করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অগ্ন্যুৎপাত দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া হিন্দু ও মুসলমান দুইটী জাতিকে যেরূপভাবে বিধ্বস্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত। এই সমস্যা পূরণের জন্যই গ্রন্থকার সত্য ঘটনা অবলম্বনে এই পুস্তকের অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের চেষ্টা সফল হইয়াছে। নবাবনন্দিনী আশমানতারার চরিত্রটি বেশ সুসঙ্গত ও সাম্যের সহায়ক। পিতা সাহাজাদা আজিমকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা পূরণের জন্য সে যখন বলিল "মনে কর বাবা, তোমার দুটী মেয়ে, একটী আমি আর একটী তুমি ইরাণ মরু-প্রান্তর থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছ। এখন এই যে তেমোর দুটী মেয়ে, এর কোন্‌টীকে তুমি বেশী ভাল বাসবে—আমাকে না তাকে?" পিতা উত্তর দিলেন যে আশমানকে তিনি বেশী ভালবাসবেন। কন্যা রাগ করিয়া বলিল,—"আমি যে তোমার কাছে স্নেহের দাবি কত্তে পারি, আর সে যে স্নেহের ভিখারী বাবা! যে দাবী করে,—সে জোর করে আদায় করে নিতে

পারে। আর যে চায়,—সে না পেলে ব্যথা পেয়ে ফিরে যায়। মানুষের প্রাণে ব্যথা দেওয়ার অধিকার ত মানুষের নেই!"

গ্রন্থারম্ভেই এই যে মিলনের স্মচনা, গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত আশমানের চরিত্রে এ ভাব আমরা সম্পূর্ণ বর্ত্তমান দেখিতে পাই। যদুনারায়ণ স্বদেশভক্ত প্রতিভাবান্ সাম্যের পরিপোষক। তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য জাতি-বিদ্বেষের সমাধান, হিন্দু-মুসলমানের একপ্রাণতা-সাধন,—হিন্দু-মুসলমানের মিলন। ত্রিপুরা দেবীর চরিত্রটী তেজোমণ্ডিত—আদর্শ হিন্দু ললনার সর্ব্বগুণে অভিব্যক্ত। একদিকে মাতৃস্নেহে ভরপুর, অপর দিকে কর্ত্তব্যে অটল অচল। চিত্রটী খুব চমৎকার। শ্রাবণ, ১৩৩৪

ভারতবর্ষ:—উপন্যাসখানি প্রাচীন গৌড়েতিহাসের একাংশ অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য,—জাতীয় উত্থানের প্রধান অন্তরায় হিন্দু-মুসলমান-অনৈক্য—তাহারই সমস্যা-সমাধানসূচক কোনও দৃষ্টান্ত দাখিল করা। নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, নবীন লেখক যে মহদ্দৃষ্টান্ত দাখিল করিয়াছেন, তাহার দ্বারা সুফল প্রসূত হইবে। হিন্দু-মুসলমানের এই যে অন্তর্বিরোধ দেশ মধ্যে আজকাল সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে,—ইহার মূলোচ্ছেদ করিতে হইলে উহাদের পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক সহানুভূতির স্বর্ণশৃঙ্খল দ্বারা পরস্পরের বন্ধনের প্রচেষ্টা থাকা চাই। যদুনারায়ণ (জালালুদ্দিন) বাঙ্গলার মশনদে বসিয়া কি ভাবে সাধু উপায় অবলম্বন করিয়া রাজ্য মধ্যে এই দুই পরাক্রান্ত জাতিকে শান্তিতে রাখিতে পারিয়াছিলেন—তাহার যথেষ্ট উপকরণ এই গ্রন্থে আমাদের নবীন গ্রন্থকার সুন্দর ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তিনি যে সকল চিত্র দ্বারা তাঁহার আখ্যান বস্তুটীকে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা

করিয়াছেন, তাহা সফল হইয়াছে। তাঁহার যদুনারায়ণ, আশমানতারা ও কাসেমের চরিত্র সৌন্দর্য্য ও নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। লেখকের লেখার ভঙ্গী ও ভাষার উপর অধিকার প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি, আজকালকার এই অশান্ত বঙ্গে এই শ্রেণীর গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে। ভাদ্র, ১৩৩৪

প্রবাসী :—একটী বিশেষ মহদুদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থকার এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে হিন্দুমুসলমানের পরস্পরের মধ্যে যে বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, যে সমস্যা আজ বাঙলার তথা ভারতবর্ষের বৃহত্তম সমস্যা, তাহারই সমাধানের চেষ্টা এই গ্রন্থে আছে। রাজা গণেশের পুত্র যদুনারায়ণ বা জালালুদ্দিনের আমল লইয়া উপন্যাসখানি লিখিত। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, নানা সমস্যার আলোচনায় বইখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত পড়িবার জন্য একটা আগ্রহ থাকিয়া যায়। গ্রন্থকারের ভাষার উপর দখল আছে। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

Basumati :—In days when the tension between the Hindus and the Mahomedans runs rampant, the book has made its appearance. The author with his master-hand has tried his best to bring about the reconciliation and much credit may be given to him for his attempt.

As a wife, Asmantara's devotion to her husband was exemplary all through ; as a follower of policy of conciliation, she strictly followed the principle of neutrality, creating no difference between the Hindus and the Mahomedans.

Jadunarayan was the hero and the staunch follower of the policy of conciliation too. He inherited this spirit through his father Raja Gonesh and maintained it even up to the last moment of his life. In the Darbar, held by Raja Gonesh, with a view to determining the course to be taken in the internal struggle between Naserit and Azim Shah over the supremacy of the kingdom of Gour, we find Jadunarayan supporting the cause of the weak contrary to the will and principle of the Hindus ; he in his forceful speech said "The Mahomedans are not to be ignored. They have come to our land not with the object of quitting it, but to settle down here permanently and being known and turned as the sons of this soil too. To bear a spirit of vindictiveness towards them will be courting of meanness and dissensions. But on the contrary, the more you draw them nearer, the more they come nearer to your heart."

As a son, he was dutiful to his parents and even when after his conversion into Mahomedanism, his mother Rani Tripura led an expedition against him, he and his wife Asman retired into the fort under the control of Kasem, his rival, making necessary arrangements for the

reception of his mother. As a husband, he seems to have done some injustice to his Hindu wife, Nabakishory by accepting Asmantara at the cost of his own caste and religion. But the noble cause which actuated him to do so was too high in estimation of his leaving his first wife. His love for Nabakishory ran through his heart till the last breath of his life. As a king, he looked to the interest of the Hindus and Mahomedans alike and never deviated from the policy for the sake of which he embraced Mahomedanism. October, 3, 1927.

মমতার ফাঁসি

সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকার মতামত

দৈনিক বসুমতী— * * * গ্রন্থকার এই পুস্তকে বাঙ্গালী সমাজের কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিধবা মিত্র-গৃহিণী বাঙ্গালী পরিবারের আদর্শ নারী-চরিত্র; তাঁহার আত্ম-বিসর্জ্জনের চিত্র যেমন এ দেশে দুর্লভ নহে, তেমনই দত্তগৃহিণীর নারকীয় ভাবও আমাদের সমাজে সুলভ। কালীধন ও সুপ্রভার চিত্রও খুবই স্বাভাবিক। * * * লেখক যে পরে উপন্যাস-জগতে বিশেষ যশোলাভ করিবেন তাহা তাঁহার এই প্রথম উদ্যম দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। আজকাল অধিকাংশ উপন্যাসে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়, এই পুস্তকে তাহা নাই।

বঙ্গবাণী—নবীন লেখকের এই নূতন উদ্যম সবিশেষ আশাপ্রদ। লেখকের ভাষার পারিপাট্য ও বর্ণনা-শক্তি প্রশংসনীয়।

আত্মশক্তি— * * * দেবীরূপিণী অন্নপূর্ণার পাশে কুটীলা দত্তগৃহিণীর Contrastটী বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সুপ্রভার চরিত্রটী বেশ লাগিয়াছে। কালীধনও রক্তমাংসে গড়া সত্যকার মানুষ—নেহাত কাঠের পুতুল নয়। গ্রন্থকারের ভাষার বাঁধুনী আছে—আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

The Servant—* * The characters depicted in this book are all living. The story is interesting and narrated in a nice style and diction abounbing in pathos and humours. The book heralds the day when the author will soon distinguish himself in the field of literature.